BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1081 ◆ Friday 17 April - Thursday 23 April 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

যুদ্ধই এক ধরনের ব্যবসা

--১৫ পৃষ্ঠায়

তীব্র জ্বালানি সংকটে দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইরান-ইসরাইল-আমেরিকা যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী ইরান নিয়ন্ত্রণ করায় বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের সৃষ্টি হয়। এ সংকটের ঢেউ আছড়ে পড়ছে বাংলাদেশে। আগামী দুই মাস জ্বালানির অভাব হবে না– সরকার দাবি করলেও জ্বালানির জন্য হাহাকার চলছে। গত কয়েক দিন ধরে রাজধানীজুড়ে জ্বালানি তেলের সংকট দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করছে। এ সংকটে জনজীবনে নেমে এসেছে চরম ভোগান্তি। পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও মিলছে না কোনো নিশ্চয়তা। ফলে প্রতিদিন অপচয় হচ্ছে শত শত কর্মঘণ্টা, ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং স্থবির হয়ে পড়ছে নগর জীবনের গতি। জ্বালানি নিয়ে জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ করেছে এবং কয়েকটি দেশ থেকে

জ্বালানি আনা হয়েছে, এমন প্রচারণা থাকলেও গ্রাহক জ্বালানি পাচ্ছেন না– এটিই বাস্তবতা। নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার দুই মাস যেতে না যেতেই জ্বালানি সংকট প্রশাসন যন্ত্রকে কার্যত বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। জ্বালানির দায়িত্বে যারা রয়েছেন সেই মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিজেদের মতো করে বক্তব্য দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে জ্বালানি নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। তাদের বক্তব্যে নেই কোনো সমন্বয় এবং অনেকটা একই কুমির ছানাকে বারবার দেখানোর মতোই বক্তব্য দিচ্ছেন। ভুক্তোভোগীরাও সেটি বিশ্বাস করতে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এশিয়া জিরো এমিশন কমিউনিটি প্লাস (এজেডইসি) অনলাইন সামিটে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জরুরি জ্বালানি চাহিদা মেটাতে ২০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা চেয়েছেন।

জ্বালানি সংকট থেকে উত্তরণে সরকার রেশনিং ব্যবস্থা এবং কার্ডপ্রথা চালু করলেও সুফল তেমন আসেনি। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র (যুগ্ম সচিব) মনির হোসেন চৌধুরী দাবি

--১৬ পৃষ্ঠায়

কানাডায় এমপি হলেন ডলি বেগম

পোস্ট ডেস্ক : কানাডার ফেডারেল রাজনীতিতে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজারের কৃতী সন্তান ডলি বেগম। টরন্টোর স্কারবোরো সাউথওয়েস্ট আসন থেকে লিবারেল পার্টির প্রার্থী হিসেবে উপনির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি কানাডার পার্লামেন্টে প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত এই উপনির্বাচনে ডলি বেগমের জয়ের ফলে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির নেতৃত্বাধীন লিবারেল পার্টি কানাডার সংসদে একক

--১৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের তালিকায় তারেক রহমান

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে ১৭ বছর নির্বাসিত জীবন অত:পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিশ্বখ্যাত মার্কিন সাময়িকী টাইম ম্যাগাজিনের প্রকাশিত বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছেন ।

বুধবার ২০২৬ সালের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে টাইম। ম্যাগাজিনে তারেক রহমানকে নিয়ে মুখবন্ধটি লিখেছেন টাইমের সিঙ্গাপুর ব্যুরো অফিসের সম্পাদক ও ভূ-রাজনীতি বিশেষজ্ঞ চার্লি ক্যাম্পবেল। তালিকাটি

--১৬ পৃষ্ঠায়

সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে বিমান ফ্লাইট শুরু হচ্ছে ৪ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার : অর্ন্তবর্তী সরকার বিগত ১লা মার্চ থেকে সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে সরাসরি বিমান ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়েছিলো। এ নিয়ে ফেব্রুয়ারিতে সিলেটে আন্দোলন করেন ম্যানচেস্টার অঞ্চলের প্রবাসীরা। তবু সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ায়নি অর্ন্তবর্তী সরকারের সময়ের বিমান কর্তৃপক্ষ।

তবে সিলেটের জনপ্রতিনিধিরা এ নিয়ে প্রবাসীদের শুনিয়েছিলেন আশার আলো। বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এ নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা চলে। এতে মেলে ইতিবাচক ফলও। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে ফের ওই রুটে বিমানের ফ্লাইট চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এর প্রেক্ষিতে সোমবার থেকে বিমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ওই রুটে তাদের ফ্লাইট অপারেট করার জন্য টিকিটিং সিস্টেম চালু করেছে। বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী ৪ঠা জুলাই থেকে ওই রুটে ফের

--১৬ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধ একটি ‘ভুল’: ব্রিটিশ চ্যান্সেলর

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধকে একটি ‘ভুল’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ব্রিটিশ চ্যান্সেলর রাচেল রিভস। তিনি বলেছেন, এই সংঘাত বিশ্বকে আগের চেয়ে নিরাপদ করেছে কিনা, সে বিষয়ে তিনি মোটেও নিশ্চিত নন।

বুধবার ওয়াশিংটনে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনবিসি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

রাচেল রিভস বলেন, ‘বর্তমান সংকট নিরসনে একটি কূটনৈতিক পথ খোলা ছিল, আনুষ্ঠানিক আলোচনা চলছিল। কিন্তু সেই আলোচনার পথ বন্ধ করে যুদ্ধে জড়ানো একটি বড় ভুল।’

তিনি বলেন, ‘প্রশ্নটি ইরান সরকারকে

পছন্দ বা অপছন্দ করার নয়, প্রশ্ন হলো- আপনি যে পরিবর্তন চাইছেন, সেটি অর্জনের উপায় কী?’ তবে ইরান সরকারকে ব্যক্তিগতভাবে

--১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ৭ মে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৭ই মে, বৃহস্পতিবার, যুক্তরাজ্যে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই নির্বাচনে ব্রিটেনের ১৩৬টি স্থানীয় কাউন্সিলের মধ্যে ৩২টি লন্ডন বরো কাউন্সিল, ৩২টি মেট্রোপলিটন বরো, ১৮টি ইউনিটারি অথরিটি, ৬টি কাউন্টি কাউন্সিল, ৪৮টি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অধীনে ৫,০১৪টি কাউন্সিল আসন এবং ছয়জন সরাসরি নির্বাচিত মেয়রের পদ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইংল্যান্ডের এই আসনগুলির বেশিরভাগে সর্বশেষ ২০২২ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্বাচনগুলির মধ্যে কয়েকটি ২০২৫ সাল থেকে স্থগিত করা হয়েছিল।

এদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলছে প্রচারনা। লন্ডনের টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলসহ সর্বত্রই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মেয়র, কাউন্সিলর প্রার্থী বিভিন্ন দলের পক্ষে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। তারা তাদের পক্ষে সাধারণ

জনগণের কাছে ভোট চাচ্ছেন। এনিয়ে কমিউনিটিকে বিরাজ করছে উতসবের আমেজ। তবে অনেক স্থানে কমিউনিটিতে বিভিন্ন ইস্যুতে দেখা দিয়েছে দ্বিমত। তারা হয়েছে পড়েছেন দ্বিধাবিভক্ত। বিশেষ করে টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলে এ নিয়ে বর্তমান মেয়র লুতফুর রহমানের মুখোমুখি বেশ কিছু কাউন্সিলরসহ সাধারণ নাগরিক। ইতোমধ্যে মেয়র লুতফুর রহমানের বিরুদ্ধে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর

--১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেনের সঙ্গে ট্রাম্পের টানাপোড়েন

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাজ্যের সঙ্গে করা বাণিজ্য চুক্তি বাতিল বা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইরান যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে লন্ডনের অবস্থানের প্রতি অসন্তোষের জেরে এই মন্তব্য এসেছে বলে দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রী রেচেল রিভস মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ইরান নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। রেচেল রিভস বলেন, কোনো স্পষ্ট “এক্সিট প্ল্যান” ছাড়া যুদ্ধ শুরু করা একটি বড় ভুল ছিল এবং এর প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতিতে পড়ছে। তার মতে, এই সংঘাতের কারণে জ্বালানির দাম বাড়তে পারে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়তে পারে।

রেচেল রিভস এটিকে “বেপরোয়া সিদ্ধান্ত” হিসেবে বর্ণনা করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি হতাশা প্রকাশ করেন। যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রী রেচেল রিভসের এমন মন্তব্যের পর ব্রিটেনের সঙ্গে করা বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের হুমকি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৫ সালের মে মাসে ব্রিটেন প্রথম দেশ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছায়। এটি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের শক্তির একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়।

সম্পর্কের টানাপোড়েনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে ইরান ইস্যু। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপের পর ব্রিটিশ সরকার সরাসরি সেই যুদ্ধে যুক্ত হয়নি এবং প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বারবার বলেছেন, “এটি আমাদের যুদ্ধ নয়।” লন্ডন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ণ সামরিক সমর্থন দেয়নি।

বিশেষ করে প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিতে দেরি করেন। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালী অবরোধে যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করতে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ পাঠাতেও অস্বীকৃতি জানান।

ব্রিটেন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার সংসদে স্পষ্টভাবে জানান, যুক্তরাজ্য এই সংঘাতে সরাসরি অংশ নেবে না। তিনি বলেন, “আমরা কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করব না।”

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বললেও একই সঙ্গে ইরান যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন।

এই সিদ্ধান্তকে ওয়াশিংটন

--১৬ পৃষ্ঠায়

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ‘একাত্তরের গল্প’ শীর্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

লন্ডন: লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের আয়োজনে বাংলাদেশের ৫৫তম মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ‘একাত্তরের গল্প’ শীর্ষক ব্যতিক্রমধর্মী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো স্মরণ করে এতে অংশ নেন রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধারা, তৎকালীন সময়ে ভারতের শরণার্থী শিবির ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ব্রিটিশ নার্স, মানবাধিকারকর্মী, ক্লাবের সদস্য শহীদ সন্তান এবং প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ।

গত ৮ই এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি আকরামুল হুসাইনের পরিচালনায় শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ক্লাব সদস্য আবু মুসা হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ক্লাব সদস্য মোজাম্মেল হোসেন কামাল, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের শরণার্থী শিবির ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ব্রিটিশ নার্স ভ্যাল হার্ডিং এবং শরণার্থী শিবিরে কাজ করা ক্লাব সদস্য ও অক্সফামের সাবেক কর্মকর্তা উদয় শঙ্কর দাশ।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান। আবু মুসা হাসান ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ গেরিলা বাহিনীর সদস্য ছিলেন। এই গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা ভারতের আসাম অঞ্চলের তেজপুর সামরিক ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

আবু মুসা হাসান ছিলেন ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে মুন্সীগঞ্জ এলাকায়। গ্রুপ লিডার ছিলেন ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জামান।

আবু মুসা হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ফাস্ট ইয়ারে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল ছাত্র সংসদের এ জি এস নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের বিজয়ের চল্লিশ বছর উদযাপন উপলক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক চল্লিশ টাকার স্মারক নোট এবং রুপার দশ টাকার কয়েন প্রকাশ করেছিল। সেই মুদ্রায় যে ছয় বীর মুক্তিযোদ্ধার ছবি আছে সেখানে আবু মুসা হাসানের ছবিও রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান বলেন, রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর

বৈষম্যের শিকার ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ৬ দফা, ১১ দফা সকল আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের শোষনের বিরুদ্ধে।

আবু মুসা হাসান বলেন, একাত্তরের ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের সময়ে সেই জনসমুদ্রের মধ্যে আমিও ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ শোনার পর মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেই। আমরা ডামি রাইফেল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে বিস্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং ঢাকা শহরে মিছিল সহকারে প্রদক্ষিণ করি। সেই মিছিল জনগণের মাঝে ব্যাপক সারা ফেলে।

আবু মুসা হাসান ২৫শে মার্চ কাল রাতের ভয়াভয়তা তুলে ধরে বলেন, ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী বাহিনী যেমন গণহত্যা চালিয়েছে, তেমনি জনগণ প্রতিহত করার চেষ্টাও করেছে। তিনি নিজেও সে কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন উল্লেখ করে বলেন, ২৫শে মার্চ শুধু কাল রাত নয়, তা প্রতিরোধেরও রাত।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান তার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া, ট্রেনি কেম্পের বর্ননা দেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে লাভ নেই, সত্য ইতিহাস মুছে ফেলা যায়না।

অপর বক্তা ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হামলায় নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি ২৪ বছর বয়সী ব্রিটিশ নার্স ভ্যাল হার্ডিং। তিনি বলেন, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, বিশেষ করে তারুণ্যে, তিনি বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। ভারতে আশ্রয় নেওয়া যুদ্ধাহত মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সেবা দিতে তিনি ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সর্বোচ্চ দিয়ে তাঁদের সেবা করেছেন।

২০০৪ সালে তিনি সর্বশেষ বাংলাদেশ সফর করেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ তার পরম বন্ধু। বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি তাকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে মানুষের সহজ-সরল ও লড়াকু মনোভাব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হোসেন কামাল বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মাঠপর্যায়ের যুদ্ধের বাস্তব গল্প জানতে পারে, যা তাদের অনুপ্রাণিত করে।

বিবিসির সাবেক সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অক্সফামের প্রাক্তন কর্মকর্তা উদয় শঙ্কর দাশ বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর হামলায় প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষ দেশান্তরি হয়েছিলেন। স্বাধীনতার খবর শুনে ভারতে আশ্রিত মানুষরা ট্রাকে করে আনন্দ-উল্লাসে দেশে ফিরে আসেন। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাজ্যের প্রবাসীরা শরণার্থীদের জন্য কাপড় সংগ্রহ করেছিলেন এবং রয়েল মেইল তা বিনা খরচে ভারতে পাঠিয়েছিল।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন সিনিয়র সাংবাদিক মুসলেহ উদ্দিন, ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি চৌধুরী আব্দুল কাদির মুরাদ এবং সাংবাদিক আনোয়ারুল ইসলাম অভিসহ অনেকে।

একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত পরিবারের সদস্যদের স্মৃতি তুলে ধরেন ক্লাব সদস্য ও শহীদ পরিবারের সন্তান মো. বাবুল হোসেন ও আকবর হোসেন। এছাড়া একাত্তরের দিনগুলো নিয়ে নিজের লেখা বই থেকে স্মৃতিচারণ করেন সিনিয়র সাংবাদিক রহমত আলী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট আহাদ চৌধুরী বাবু, ট্রেজারার মো. আব্দুল হান্নান এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার সরওয়ার হোসেন ও এনাম চৌধুরী।

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার এখলাছুর রহমান পাক্কু, অর্গানাইজিং ও ট্রেনিং সেক্রেটারি আলাউর রহমান শাহীন এবং মিডিয়া অ্যান্ড আইটি সেক্রেটারি ফয়সল মাহমুদ।

আলোচনা শেষে ইভেন্ট সেক্রেটারি রুপি আমীনের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন উর্মি মাজহার, নিলুফা ইসয়াসমীন হাসান, মিসবাহ জামাল, মামুনুর রশিদ, জিয়াউর রহমান সাকলাইন, মোস্তফা কামাল মিলন, হিমিকা ইমাম,পলি রহমান, হাফসা নুর, শামিমা মিতাসহ আরও অনেকে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে বিনামূল্যে সাঁতার কর্মসূচি আরো বড় হচ্ছে

টাওয়ার হ্যামলেটস বাসীদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতারের সুবিধা আরও বড় করা হয়েছে। কাউন্সিল সম্প্রতি এক ঘোষণায় জানিয়েছে, এখন ৩৫ বছর বা তার বেশি বয়সী পুরুষ এবং অভিভাবকরা তাদের দুই সন্তানকে নিয়ে বিনামূল্যে সাঁতার কাটার সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। ইতিমধ্যেই ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী সব নারী ও মেয়ে এবং ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সী পুরুষ বাসিন্দারা এই সুবিধা পেয়ে আসছেন। নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে টাওয়ার হ্যামলেটসের আরও হাজার হাজার বাসিন্দা বিনামূল্যে সাঁতারের আওতায় আসবেন।

কাউন্সিল জানিয়েছে, টাওয়ার হ্যামলেটসে অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক ওজনাধিক্য বা স্থূলকায় এবং এক-চতুর্থাংশের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে। সাঁতারকে স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাঁতার শরীরের সব প্রধান পেশী শক্তিশালী করে এবং মানসিক সুস্থতা বাড়ায়।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যে গত ১৫ বছরে ১ হাজারের বেশি পুল বন্ধ হয়েছে, যার মধ্যে ৫০০ টি কাউন্সিল পরিচালিত পুল ছিল। টাওয়ার হ্যামলেটস সেই প্রবণতার বিপরীতে গিয়ে আগামী দশ বছরে লেজার সুবিধার জন্য ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। বিনামূল্যে সাঁতারের সুবিধা পাওয়া যাবে 'বি ওয়েল' লেজার সেন্টারগুলোতে। কাউন্সিল ২০২১ সালে লেজার সেন্টার গুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে 'বি ওয়েল' নামে পুনরায় চালু করে।

গত বছর জুলাইয়ে এই কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ২০ হাজার ৫৮৩ জন বাসিন্দা বিনামূল্যে সাঁতারের সুবিধা নিয়েছেন। এদের মধ্যে ১৮ হাজারের বেশি নারী ও মেয়ে এবং প্রায় ৩ হাজার ৯০০ জন ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সী বাসিন্দা রয়েছেন।

বিনামূল্যের সদস্যপদ নিতে বাসিন্দাদের অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে অথবা যেকোনো বি ওয়েল লেজার সেন্টারে যেতে হবে। সদস্যপদ সক্রিয়করণের জন্য যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে এবং বয়স ও টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দা হওয়ার প্রমান সহ বৈধ আইডি দেখাতে হবে।

সাঁতারের সেশনগুলো ৬ এপ্রিল থেকে বুকিং দেওয়া যাবে। কাউন্সিল জানিয়েছে, সেশন দ্রুত পূর্ণ হতে পারে, তাই দ্রুত নিবন্ধন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে হোয়াইটচ্যাপেল লেজার সেন্টারে একটি নতুন ছয় লেনের সুইমিং পুল, শিশুদের পুল, বড় জিম স্পেস এবং নারীদের জন্য আলাদা জোন তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

ভিক্টোরিয়া পার্কে বিনামূল্যে পারিবারিক সাইকেল প্রশিক্ষণ

অটোম বা বসন্তের ছুটিতে পুরো পরিবার নিয়ে সুস্থ বিনোদনের জন্য দারুণ সুযোগ এনে দিয়েছে বাইকওয়ার্কস।

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় বসবাসকারী, কর্মরত বা পড়াশোনা করা পরিবারগুলোর জন্য ভিক্টোরিয়া পার্কে আয়োজন করা হয়েছে বিনামূল্যের পারিবারিক সাইকেল প্রশিক্ষণের। যারা সাইকেল চালাতে একটু ভয় পান বা নিজের ও পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা বাড়াতে চান, তাদের জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ। এই সুযোগ নেওয়ার জন্য কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বারার বাসিন্দাদের প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকেরা পার্কের নিরাপদ পরিবেশে শুরু থেকে শেখাবেন কীভাবে আনন্দের সাথে পুরো পরিবার একসঙ্গে সাইকেল চালানো যায়। আগ্রহী ব্যক্তিদের আগে থেকে অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে, আর যারা টাওয়ার হ্যামলেটসে থাকেন, কাজ করেন বা পড়েন, তারাই শুধু এই সুবিধা পাবেন।

প্রতিটি সেশনের মেয়াদ দুই ঘণ্টা, এবং একটি পরিবারে সর্বোচ্চ ৬ জন অংশ নিতে পারেন তবে অবশ্যই বাবা-মা বা অভিভাবক উপস্থিত থাকতে হবে।

সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা এবং দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ২টা ৩০ মিনিট - এই দুইটি সময়-স্লটে প্রশিক্ষণ চলবে।

আপনার নিজের বাইক না থাকলেও চিন্তার কিছু নেই, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে বাইক ও হেলমেট দেওয়া হবে। তবে একটি শর্ত আছে, প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হলেও বুকিং নিশ্চিত করতে ৫ পাউন্ড জামানত দিতে হবে, যা প্রশিক্ষণ শেষে ফেরত দেওয়া হবে।

শুধু সাধারণ প্রশিক্ষণই নয়, বাইকওয়ার্কসের "অল এবিলিটি সাইক্লিং ক্লাব" সবার জন্য দরজা খোলা রেখেছে, যা মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে তাদের জন্য। এখানে হুইলচেয়ার প্ল্যাটফর্ম বাইক, ট্রাইসাইকেল, এমনকি পাশাপাশি বসে চালানোর বাইকও রয়েছে।

এই ক্লাবে অংশ নিতে কোনো বুকিংয়ের প্রয়োজন নেই; প্রতি বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ১টা পর্যন্ত এবং প্রতি বিকল্প শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ১৬ বছরের নিচে ও দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত সবার জন্য এই সেশন চলে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, সাইকেল চালনা শুধু শরীর ভালো রাখে না, এটি পরিবেশ দূষণ কমাতেও সাহায্য করে। বর্তমান দূষিত বাতাস ও যানজটের যুগে সাইকেল একটি চমৎকার সমাধান, আর এই উদ্যোগের মাধ্যমে তারা চায় মানুষজন নিরাপদে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে সাইকেল চালাতে শিখুক। যেকোনো প্রশ্ন বা বুকিংয়ের জন্য ইমেইল করতে পারেন enquiries@bikeworks.org.uk ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন ০২০ ৮৯৮০ ৭৯৯৮ নম্বরে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

লন্ডন: ইউকেতে অবস্থানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে (DUAUK) যথাযোগ্য মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫৬তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে। শনিবার ২৮শে মার্চ পূর্ব লন্ডনের একটি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল বাসিত চৌধুরী এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ জাফর।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তারা ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর পরিচালিত বর্বর সামরিক অভিযান "অপারেশন সার্চলাইট"-এর মাধ্যমে সংঘটিত গণহত্যার শিকারদের স্মরণ করেন। বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসব্যাপী সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন। পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক সম্পাদক এরিনা সিদ্দিকী সুপ্রভার পরিচালনায় 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' দেশাত্মবোধক গান সকল সদস্যের অংশগ্রহনে সমবেতভাবে পরিবেশন করা হয়।

এরপর বক্তব্য প্রদান করেন সভাপতি সিরাজুল বাসিত চৌধুরী। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার পেছনে যে সকল শ্রদ্ধেয় নেতাদের অবদান আছে তাঁদের সবাইকে স্মরণ করে তাঁদের অবদান তুলে ধরেন।

সহ সভাপতি ও অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী নিলুফা ইয়াসমীন হাসান তাঁর বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল আন্দোলন সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর রোষাণলের শিকার হয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের উপর হত্যাযজ্ঞ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের বিজয়ের দু'দিন আগে ১৪ই ডিসেম্বর সারা দেশে যে বুদ্ধিজীবী নিধন করেছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস সেখানে ঢাকা বিশবিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে হত্যা করা হয় তা বিস্তারিত তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত লেখক ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স এর অধ্যাপক ড. শাহাদুজ্জামান। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য প্রদান করে বলেন, বাংলাদেশের একটা স্বর্ণালী ইতিহাস আছে, একটা গৌরবের ইতিহাস আছে। তিনি বলেন, আমরা যারা মনে করি মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের অস্তিত্বের সত্তার অংশ, সেই মুক্তিযুদ্ধকে পাহারা দেয়াও আমাদের দায়িত্ব।

বাংলাদেশকে একটি অনেক সম্ভাবনাময় দেশ উল্লেখ করে ড. শাহাদুজ্জামান বলেন, আমরা অনেক দুঃখ, ত্যাগ ও বেদনার মধ্যে দিয়ে গেছি। আমার মনে হয়, ৫৬ বছর পর সময় এসেছে, এখন আমাদের একটি স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ চাই। সবাই মিলে আমাদের আরো গভীর ভাবনার ভেতর দিয়ে, চর্চার ভেতর দিয়ে যেতে হবে যাতে সত্যিকার অর্থে আমাদের বাংলাদেশটা আমাদের মধ্যে ফেরত পাই।

অনুষ্ঠানে সৈয়দ ইকবাল ও ইসমাইল হোসেন নির্মিত একটি প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয়, যা বাংলাদেশ গণহত্যা স্মরণ দিবস ২৫শে মার্চ উপলক্ষে নির্মিত। ভিডিওতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিচালিত অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর চালানো নির্মম গণহত্যার চিত্র তুলে ধরা হয়। পরবর্তীকালে সংঘটিত নৃশংসতার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত ও বাস্তুচ্যুত হন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায় এবং স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলে।

অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল সংগঠনের সদস্য দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান এবং আবু মুসা হাসান-এর বক্তব্য। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরেন। উপস্থিত সবাই তাঁদের সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরে তাঁদের ফুল দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এই পর্বটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ব্যারিষ্টার মোঃ কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানে "মুক্ত চিন্তা" শীর্ষক আলোচনা পর্ব পরিচালনা করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ জাফর। এ পর্বে হাবিব রহমান, মোহাম্মদ আবদুর রাকীব, নাজির উদ্দিন চৌধুরী এবং মাহরুন আহমেদ মালা মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য এবং নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনা সম্পর্কে মতামত তুলে ধরেন মারুফ চৌধুরী, সহুল আহমেদ মকু, রিপা সুলতানা রাকীব, সৈয়দ এনামুল ইসলাম, মাহফুজা রহমান, এম কে মিলন, মইন উদ্দিন, মির্জা আছাব বেগ এবং কঙ্কন কান্তি ঘোষ তাদের মতামত তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মিসবাহ উদ্দিন ইকো। অনুষ্ঠানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল বাসিত চৌধুরীর ও সাধারণ সম্পাদক এমকিউ হাসান এবং সহ-সভাপতি ও সমন্বয়ক নিলুফা ইয়াসমীন হাসানের সঙ্গে প্রধান বক্তা ড. শাহাদুজ্জামান-এর প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে তাঁকে উত্তরীয় প্রদান করেন।

আলোচনা পর্ব শেষে একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দেশাত্মবোধক গান, কবিতা আবৃত্তি এবং নৃত্য পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক এরিনা সিদ্দিকী সুপ্রভা।

নৃত্যশিল্পী পুনন কুন্ডু দেশাত্মবোধক গান "ও আমার বাংলা মা তোর"-এর সঙ্গে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ ও আবেগাপ্লুত করে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন রিপা সুলতানা রাকীব, তারেক সৈয়দ, সৈয়দ জুবাইয়ের, মাহফুজা রহমান, এমকিউ হাসান, সায়েদা তামান্না, রাশেদা বানু, সৈয়দ ইকবাল, নিলা নিকি খান, মিজানুর রহমান, কাজী কলপনা, সৈয়দ হামিদুল হক, হাসনীন চৌধুরী, মাহমুদা চৌধুরী এবং মনির চৌধুরী।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের দুইজন খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সৈয়দ জুবাইয়ের ও তারেক সাইয়েদ। তারা উভয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী। তাদের প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা অনুষ্ঠানে এক উচ্ছ্বসিত পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং উপস্থিত দর্শকদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দেশাত্মবোধক আবহে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, সংগঠনের সদস্যরা মহান স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

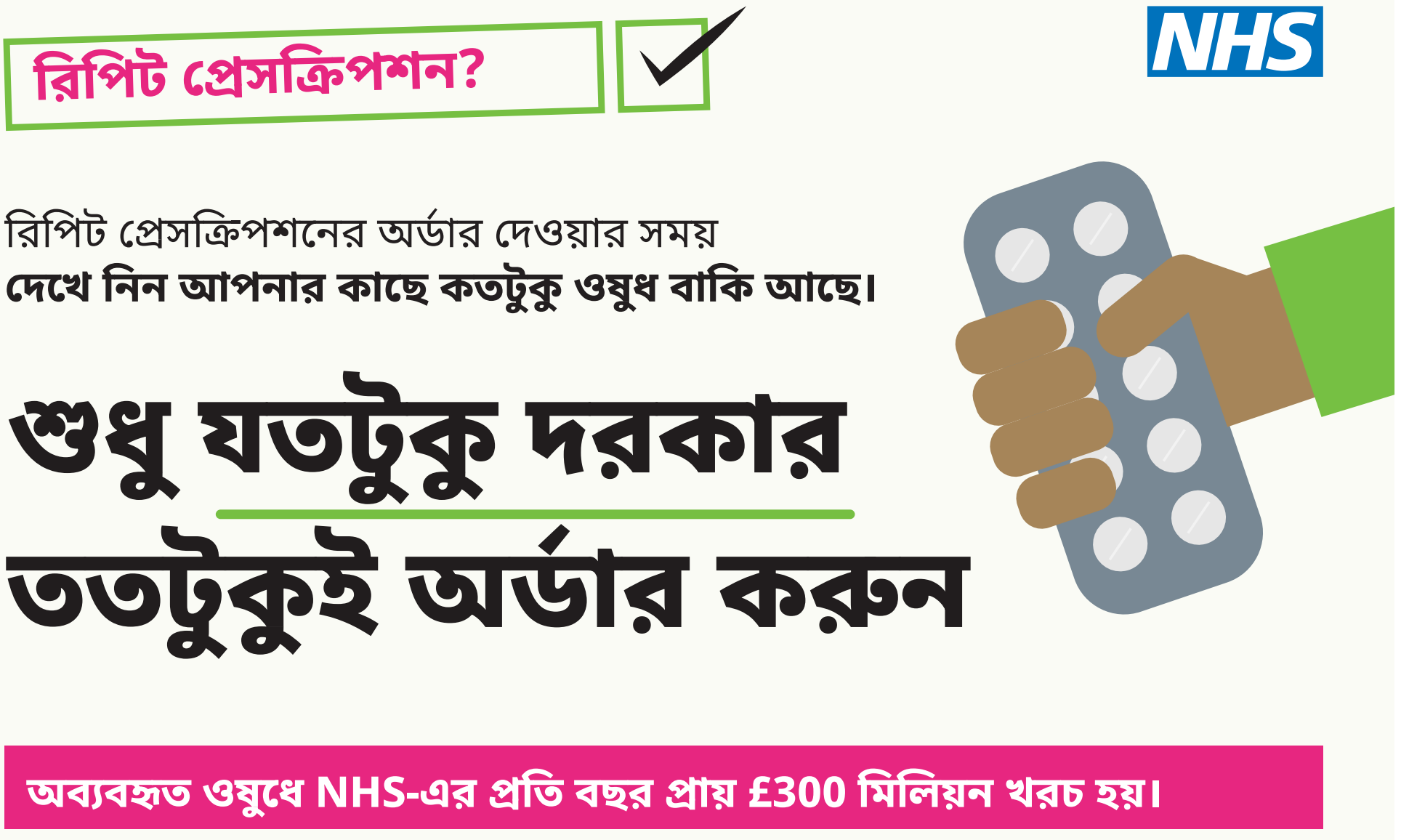

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে ঈদ আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে "ব্রিটেনে বাংলাদেশী মুসলিমদের ঈদ উদযাপন : বর্তমান ও অতীত " শীর্ষক আলোচনা এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আনন্দঘন পরিবেশে ঝাঁকজমকপূর্ন ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

রবিবার (১২ এপ্রিল) বিকেলে পূর্বলন্ডনের একটি সেন্টারে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি, সাবেক অধ্যক্ষ ও বাংলা মিররের বিশেষ প্রতিনিধি মুহাম্মদ শাহেদ রাহমানের সভাপতিত্বে প্রবাসীদের ঈদ উদযাপন নিয়ে এই তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক পর্ব কমিউনিটির বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির জেনারেল সেক্রেটারী ও ব্রিজবাংলা২৪ এর সাব-এডিটর, এবিসি বাংলা নিউজের সম্পাদক আব্দুল বাছির।

এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- লন্ডন হ্যারিংওয়ে কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর আহমেদ মাহবুব।

বিষষ ভিত্তিক আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- রিপোর্টার্স ইউনিটির সহ-সভাপতি এস কে এম আশরাফুল হুদা।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখেন- কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাংবাদিক রহমত আলী, সাবেক স্পিকার খালিছ আহমদ, ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি ডক্টর আনসার আহমদ উল্লাহ, সাবেক সভাপতি অধ্যাপক সাজিদুর রহমান, সাবেক সেক্রেটারী মিজানুর রহমান মীরু, সাবেক সেক্রেটারী জুবায়ের আহমদ, কবি মজিবুল হক মনি, সংস্কৃতিকর্মী নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি শাকির হোসেন, মানবাধিকার কর্মী আব্দুল আহাদ চৌধুরী, আব্দুল মুকিত, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি আহাদ চৌধুরী বাবু, এসিসটেন্ট সেক্রেটারী আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, সদস্য শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, ফটোগ্রাফার জি আর সোহেল, আক্কাছ খান।

আরো বক্তব্য রাখেন- ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইমদাদুন খানম, সহ-সভাপতি সাহেদা রহমান, ট্রেজারার মির্জা আবুল কাসেম, মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারী সোহেল আহমদ, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেক্রেটারী ইমরান তালুকদার, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আঙ্গুর আলী, নাজ নাজনিন ও মুন কোরেশী প্রমুখ।

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পর্বে গান পরিবেশন করেন- শিল্পী এ রহমান অলি, আসমা মতিন, অনামিকা, আব্দুস শুকুর, শিল্পী জাহাঙ্গীর রানা,

আশরাফুল হুদা, দীপা হক, শাহদাত হোসেন মাছুম, নুরুন নবী, রুমান বখত, রায়হান আহমদ।

গানের ফাঁকে ফাঁকে কবিতা আবৃত্তি করেন - কবি, গীতিকার সাজ্জাদুর রহমান, মুহাম্মদ সালেহ আহমদ, জান্নাতুল ফেরদৌস ডলি ও সাহিদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে গীটার বাজান দীপন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আহমেদ মাহবুব বলেন, যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঈদ উদযাপন হলো কাজের ব্যস্ততা বা ছুটি না পাওয়ার বেদনা। অন্যদিকে আবার আন্তরিকতা, সংস্কৃতিকে লালন করে গল্প, আড্ডা, বেড়ানো এবং কিছুটা আবেগের মিশ্রণকে আছেই ।

পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকলেও স্থানীয় মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার এবং বন্ধুদের সাথে লন্ডন সহ বিভিন্ন শহরে ঈদের নামাজ ও প্রীতিভোজের মাধ্যমে ঈদউৎসব পালিত হয়। এভাবেই বাঙালি সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্যকে লালন করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন- যুক্তরাজ্যসহ এই প্রবাসে ঈদ মানে এক টুকরো সুন্দর ও প্রীতির বাংলাদেশ।

আর এই পথ সৃষ্টি করে গিয়েছেন আমাদের পূর্বসূরীরা, আমাদের প্রবীনেরা। যে পথ দিয়ে আমরা এখন এই প্রবাসে হাঁটছি নিত্যদিন।

সাবেক স্পীকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীকে গ্রেফতারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ

লন্ডন, ৭ এপ্রিল : বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীকে গ্রেফতারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ। সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক এক বিবৃতিতে গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে বলেন, শিরিন শারমিন চৌধুরী

একজন স্বচ্ছ রাজনীতিবিদ, মেধাবী ব্যক্তিত্ব, সারা জীবন স্কুল , কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া শিক্ষার্থী, একজন আইনবিদ, ও পরিশীলিত মানুষ। তিনি দেশের প্রথম নারী স্পিকার। তার নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী এবং গ্রেফতার অত্যন্ত নিন্দনীয়। এর আগে গত ১৯ মাস ধরে আটক রেখে হটাৎ করে গ্রেফতারের নাটক সাজিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। শিরিন শারমিন চৌধুরী গত ১৯ মাস ধরেই আটক ছিলেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা এবং বানোয়াট। আমরা অবিলম্বে সাবেক স্পীকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর মুক্তির দাবি জানাচ্ছি।

ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীকে গত ১৯ মাস ধরে বন্দী রেখে ফ্যাসিস্ট ইউনূস, স্বৈরশাসক গোষ্ঠী মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত মেধাবী ও নম্র ভদ্র, নিরহংকারী, সজ্জন এবং মার্জিত রাজনীতিবিদ ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর ওপর এই অমানবিক নির্যাতন রাজনীতির জন্য অশনিসংকেত।

মিথ্যা, অসত্য, বানোয়াট মামলা দিয়ে রাষ্ট্রের এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হয়রানী করা সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর পরিণতি বয়ে আনবে।

শিরিন শারমিন চৌধুরী বাংলাদেশের গৌরব। তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকা বোর্ডে মানবিক বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৫ সালে এইচএসসি-তে একই বোর্ডে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ও ১৯৯০ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম-এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। শিরীন শারমিন চৌধুরী একজন কমনওয়েলথ স্কলার। ২০০০ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে পিএইচডি লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিলো সংবিধানিক আইন ও মানবাধিকার।

এলএলএম পাশ করার পর তিনি ১৯৯২ সালেই বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে তালিকাভুক্ত আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে তার এডভোকেট হিসেবে কাজ করার রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। তিনি ২০১৭ সালে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন।

অবিলম্বে মেধাবী গুনী ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম নারী স্পীকার, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারপারসন আইনবিদ ড. শিরিন শিরিন শারমিন চৌধুরীর মুক্তির দাবী জানাচ্ছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের ঈদ পুনর্মিলনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত
গণভোটের রায় নিয়ে তামাশা করার অধিকার সরকারের নেই

গণভোটের রায় বাস্তবায়ন নিয়ে সরকার জনগণের সাথে তামাশা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখা আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন,সরকার সংবিধানের দোহাই দিয়ে সত্তর পার্সেন্ট জনগণের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে।গণভোটের রায় নিয়ে তামাশা করার অধিকার সরকারের নেই। অবলম্বে গণভোটের রায় পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

অন্যথায় দেশের জনগণ গণভোটের রায় বাস্তবায়নে সরকার কে বাধ্য করবে।

গতকাল রবিবার ৫ই এপ্রিল বার্মিংহামের তাক্বওয়া মাদরাসার কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদের পরিচালনার সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও বরুণা মাদরাসার নায়েবে সদরে মুহতামিম মাওলানা শেখ নুরে আলম হামিদী, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি হাফিজ

মাওলানা ইকবাল হোসাইন, সহসভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি ও বার্মিংহাম শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হক, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি ও ওল্ডহ্যাম শাখার সভাপতি মুহাদ্দীস মাওলানা কমর উদ্দিন, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি মাওলানা নাজিম উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলান বুরহান উদ্দিন বাহার, বায়তুলমাল সম্পাদক ইমাম মাওলান আবুল কালাম আজাদ, মিডল্যান্ড শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাছুম, রচডেল শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমান, মিডল্যান্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহমদ হোসাইন, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন, বার্মিংহাম শাখার সহসাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া, লন্ডন মহানগর শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ, লুটন শাখার সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ সাফওয়ান আহমদ, মিডল্যান্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ নোমান আহমদ, লন্ডন মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আহবাবুর রহমান, প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা নাঈম আহমদ, প্রমুখ। ঈদ সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ গণভোটের রায় দ্রুত বাস্তবায়নে আগামী ২৪ এপ্রিল ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আহুত বিশাল গণসমাবেশ সফল করতে সর্বস্তরের দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

রচডেলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ঈদ পুনর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত

আগামী ২৪ এপ্রিল ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গণসমাবেশ সফলের আহ্বান

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের রচডেল শাখার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী সভা গতকাল মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ প্রচার সম্পাদক ও রচডেল শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমান। যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী সদস্য ও রচডেল শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হুসাইন আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি ও ওল্ডহ্যাম শাখার সভাপতি মুহাদ্দীস মাওলানা কমর উদ্দিন। অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহকারী বায়তুলমাল সম্পাদক ও রচডেল সহ সভাপতি মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল, রচডেল শাখার সহ সভাপতি মাওলানা রুহুল ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুতিউর রহমান, বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ শামছুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মদ বদরুল আলম, মুহাম্মদ বদরুল হক, প্রমুখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ গণভোটের রায় দ্রুত বাস্তবায়নে আগামী ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আয়োজিত ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গণসমাবেশ সফল করতে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে লন্ডন মহানগরীর ঈদ পুনর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত

গত ৯ এপ্রিল ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) টাওয়ার হ্যামলেটসে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে এক ঈদ পুনর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখা সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রহমান এবং পরিচালনা করেন সেক্রেটারি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও ইউকে জমিয়তের সভাপতি মাওলানা শোয়াইব আহমদ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আব্দুল মুস্তাকিম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউকে জমিয়তের সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, বাংলাদেশ থেকে আগত মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জী রহঃ এর সুযোগ্য জামাতা মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, ইউকে জমিয়তের

সহ-সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও লন্ডন মহানগর জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা ইলিয়াস আহমদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউকে জমিয়তের মুহতারাম উপদেষ্টা আলহাজ্ব খালিছ মিয়ী, লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি হাফিজ জিয়া উদ্দিন, লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি হাফিজ রশিদ আহমদ, লন্ডন মহানগর জমিয়তের প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই আল-হাদী, লন্ডন মহানগর জমিয়তের ওয়েলফেয়ার সম্পাদক মাওলানা দিলোওয়ার হোসাইন।

সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং আসন্ন টাওয়ার হ্যামলেটস নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ দেশ ও জাতির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বক্তারা বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতিগত মুসলিম নিধনে লিপ্ত একটি বিশ্ব সন্ত্রাসীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে কার্যকর অবস্থান গ্রহণের পরিবর্তে ইরানের উপর মার্কিন হামলা বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার শামিল। এ হামলার ফলে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেন।

যুক্তরাজ্য অনলাইন প্রেসক্লাবের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্য অনলাইন প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ৬ ই এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় ইস্ট লন্ডনের পঞ্চখানা হলে এক মতবিনিময় সভা সংগঠনের সভাপতি ডঃ মোঃ জয়নুল আবেদীন রোজের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ডঃ আজিজুল আম্বিয়া এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত দৈনিক তৃতীয় মাত্রার সম্পাদক রবীন সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউকেবাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক ও গবেষক মতিয়ার চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি আহাদ চৌধুরী বাবু, বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউকের সভাপতি সাকির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল করিম মুজাহিদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লেবার দলীয় মেয়র প্রার্থী কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম ,টাওয়ার হেলমেট কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার খালেস উদ্দিন, সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, সাবেক ডেপুটি মেয়র শহীদ আলী, মিটিং চলাকালে টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য অনলাইন প্রেসক্লাবের চীফ কো-অর্ডিনেটর ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক কাউন্সিলর কবি ও সাংবাদিক শাহ সোহেল আমীন, সাবেক কাউন্সিলর তারিক খান, ২৬শে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ চৌধুরী , সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা, কবি ও সাংবাদিক ইমদাদুন খান, এটিএন বাংলা টেলিভিশনের রিপোর্টার এমডি সুহেজ মিয়া, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল সোসাইটি ইউকে-এর সভাপতি আব্দুল হেলাল চৌধুরী সেলিম, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল সোসাইটি ইউকে-এর সাধারণ সম্পাদক মতব্বির হোসেন চুনু, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল সোসাইটি ইউকে এর সহ-সভাপতি আরুক চৌধুরী, কবি সামছুদ্দিন চৌধুরী, কবি বাবুল তালুকদার, আব্দুল সাত্তার, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম, মিছবা মাসুম, মনির হোসেন, মোঃ জিলানী , শাহ শরীফ উদ্দিন, শাখাওয়াৎ ফরায়েজি, সোহেল আহমদ সামি , বাবুল তালুকদার, জুবেল বেলাল, শাহীন তফাদার, জয়া জয়নব, রহীম উদ্দিন, মোহাম্মদ বদরুল মনসুর, আব্দুর রব, রোমান আহমদ, লাভলী বেগম, সজিব আহমদ, শফিকুর রহমান চৌধুরী রুহেল প্রমুখ ।

এছাড়াও বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী ও সামাজিক ব্যক্তিত্বদের সরব উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রধান অতিথি রবীন সিদ্দিকী তার বক্তব্যে প্রবাসে কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্বশীলতা, ঐক্য এবং ইতিবাচক ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন , বর্তমান অনলাইন মিডিয়া বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তিনি অও ব্যাবহারে সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেন । এছাড়াও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লেবার পার্টি মনোনীত মেয়র প্রার্থী কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম তার বক্তব্যে কমিউনিটির উন্নয়নে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি এবং সাংবাদিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঐক্য আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র উদ্দ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

মুক্তিযুদ্ধে শহীদানদের স্মরণের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় বৃটেনের কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্টে বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র সাউথ ওয়েলস রিজিওন।

২৬শে মার্চ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা ১ মিনিটের সময় কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনারে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র সাউথ ওয়েলস রিজিওন এর

পক্ষ থেকে শহীদ মিনার বেদীতে ৭১"র

শহীদানদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফুলের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল কনভেনর বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মুজিবুর রহমান মুজিব এর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম কনভেনর মফিকুল ইসলাম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় ফাউন্ডার্স কনভেনর কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠন এর উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, মহিলা নেত্রী ড. জুসনা মুহিত, সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, আনোয়ার আলী, বদরুল হক মনসুর, মাহবুবুর রহমান, সাজেল আহমেদ, আশফাকুর রহমান অভি, আবুল খায়ের পাপ্পু, আব্দুল মোতালিব, সেবুল আলী, আব্দুল আহাদ, আসাদ মিয়া, সৈকত আহমেদ, শামীম মিয়া, মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, রফিকুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন, নাজমুল ইসলাম সুমন, এনামুল হক, মোস্তাক আহমেদ, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় ফাউন্ডার্স কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয়, গৌরবোজ্জ্বল দিন।

১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম। এটি কেবল একটি রাষ্ট্রের জন্মদিন নয়-এটি একটি জাতির আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার দিন, একটি দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত ঘোষণা।

সভাপতির বক্তব্যে সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল কনভেনর মুজিবুর রহমান সহ বক্তারা বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদান,২ লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগ, এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি নিজস্ব মানচিত্র এবং লাল- বৃত্ত সবুজের গর্বিত পতাকা বলে উল্লেখ করে তিনি ৭১ আমাদের অহংকার, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আমাদের অস্তিত্ব, এর সঠিক ইতিহাস সর্বত্রে তুলে ধরার আহবান জানিয়েছেন।

নিউপোর্ট যুবলীগের উদ্দোগে মহান স্বাধীনতা দিবস ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

সাজেল আহমেদঃ যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগ নিউপোর্ট শাখার উদ্দোগে গত ৩১ মার্চ মঙ্গলবার রাত ১১ ঘটিকায় স্থানীয় তারানা রেস্টুরেন্টে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ঈদ পুনর্মিলনী ডিনারপার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিউপোর্ট যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রুউফ তালুকদার এর সভাপতিত্বে এবং নিউপোর্ট যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি রুহুল আমিন এর পরিচালনায় নজরুল ইসলাম. ওয়েলস যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ. নিউপোর্ট যুবলীগের সাবেক সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব. ও নিউপোর্ট যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন পাক থেকে তেলাওয়াত করেন আনহার মিয়া, এছাড়াও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যুবনেতা সিতাব আলি, আনহার মিয়া, জয়নাল আবেদীন. সাবেক ছাত্রনেতা রাজিবুর রহমান, ব্যাবসায়ী রহিম বাবুল, অভিন্ন,বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু মানে বাংলার মানচিত্র, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদান, ২ লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগ, এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের বিনিময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি নিজস্ব মানচিত্র এবং লাল-সবুজের গর্বিত পতাকা বলে উল্লেখ করে বক্তারা ৭১ আমাদের অহংকার, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আমাদের অস্তিত্ব, এর সঠিক ইতিহাস আমাদের নব

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য নিউপোর্ট আওয়ামীলীগের সভাপতি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ মোহাম্মদ তাহির উল্লাহ, এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ওয়েলস আওয়ামীলীগের সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা আব্দুল মালিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, নিউপোর্ট আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ আজর আলী, রিফাত আলী.সুয়েব হুসেইন, আবদুর রব, মৌলা. আফতাব,বাবলু খান, রাজিবুর রহমান. ও আবুল কালাম সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ সকল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন ও সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন অতিথিবৃন্দ ও সকল অংশগ্রহণকারীগন।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, ও আওয়ামীলীগ এক ও প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার আহবান জানিয়েছেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন- ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয়, গৌরবোজ্জ্বল দিন।

১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম। এটি কেবল একটি রাষ্ট্রের জন্মদিন নয়-এটি একটি জাতির আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার দিন, একটি দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত ঘোষণা।

বৃটেনের বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ আশফাক চৌধুরী সহ আলেমদের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগ দান

বৃটেনের বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, BritainÕs Association of Muslim Schools এর চেয়ারম্যান জনাব আশফাক চৌধুরী, সাবেক ছাত্র নেতা মাওলানা মাহফুজুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম মরহুম শাহতলী পীর সাহেব রাহ. এর দৌহিত্র মাওলানা মুহাম্মদ ও মাওলানা আবুল কাসেম বিশ্বাস সহ কয়েকজন

আলেম বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে ঐক্যমত পোষণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনে যোগদান করেছেন।

গত রবিবার (৫ এপ্রিল ২০২৬) বিকেলে ইউ'কের বার্মিংহাম সিটির তাকওয়া মাদরাসার কনফারেন্স হলে আয়োজিত দলটির একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা যোগদান করেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক ও যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ যোগদান কারীদের হাতে সংগঠনের সদস্য ফরম ও বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী তুলে দেন।

যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও বরুণা মাদরাসার নায়েবে সদরে মুহতামিম মাওলানা শেখ নুরে আলম হামিদী, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি হাফিজ মাওলানা ইকবাল হোসাইন, সহসভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি ও বার্মিংহাম শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হক, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি ও ওল্ডহ্যাম শাখার সভাপতি মুহাদ্দীস মাওলানা কমর উদ্দিন, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি মাওলানা নাজিম উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলান বুরহান উদ্দিন বাহার, বায়তুলমাল সম্পাদক ইমাম মাওলান আবুল কালাম আজাদ, মিডল্যান্ড শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাছুম, রচডেল শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমান, মিডল্যান্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহমদ হোসাইন, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন, বার্মিংহাম শাখার সহসাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া, লন্ডন মহানগর শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ, লুটন শাখার সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ সাফওয়ান আহমদ,মিডল্যান্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ নোমান আহমদ, লন্ডন মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আহবাবুর রহমান, প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা নাঈম আহমদ, প্রমুখ।

যোগদান কারীদের সংগঠনে স্বাগতম জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, যারা আজ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদান করেছেন,তাদের মাধ্যমে বৃটেনে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত ও গতিশীল হবে ইনশাআল্লাহ।

যোগদানকারীরা জানান, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা এই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ গণভোটের রায় দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে আগামী ২৪ এপ্রিল ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আহুত বিশাল গণসমাবেশ সফল করতে দলের নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও মেয়র নির্বাচন ৭ মে

আগামী ৭ মে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও নির্বাহী মেয়র পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কাউন্সিলের ৪৫টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও নির্বাহী মেয়র নির্বাচিত করতে এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক সময়সূচি প্রকাশ করেছে কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ। নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ সময় ৯ এপ্রিল বিকেল ৪টা, যা টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে জমা দিতে হবে। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা (স্টেটমেন্ট অব পারসন্স নমিনেটেড) ১০ এপ্রিলের মধ্যে প্রকাশ করা হবে।

নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের শেষ সময় ২০ এপ্রিল মধ্যরাত। ডাকযোগে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে ২১ এপ্রিল বিকেল ৫টার মধ্যে। অন্যদিকে, প্রতিনিধি মারফত (প্রক্সি ভোট) ভোট দেওয়ার জন্য আবেদনের শেষ সময় ২৮ এপ্রিল বিকেল ৫টা। ভোটার আইডি না থাকলে ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারবেন ভোটাররা, যার শেষ সময়ও ২৮ এপ্রিল।

ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়ার সময় ফটো সম্বলিত ভোটার আইডি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। ব্যালট পেপার গণনা শুরু হবে ৮ মে সকাল সাড়ে ৮টায়, লন্ডনের এক্সেল সেন্টারে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারির মধ্যে ডাকযোগে ভোটার যারা পুনরায় আবেদন করেননি, তাদের ডাকযোগে ভোট বাতিল হয়ে যেতে পারে। ফলে তাদের সরাসরি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ফটো আইডি দেখিয়ে ভোট দিতে হবে। নির্বাচনী কোনো অনিয়ম দেখতে পেলে কাউন্সিলের ইলেক্টোরাল সার্ভিসেস টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে কর্তৃপক্ষ। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা, ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

হ্যাম্সলো বারার ডেপুটি মেয়র মুজিবুর রহমান ঝুনু'র মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র শোক প্রকাশ

ব্রিটেনের কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ,মৌলভীবাজার জেলার কৃতি সন্তান,বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী বিসিএ ইউকে'র ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র সম্মানিত সদস্য, "হ্যাম্সলো বারার ডেপুটি মেয়র মুজিবুর রহমান ঝুনু'র অকাল মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের' কেন্দ্রীয় কনভেনর মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনর মসুদ আহমদ,সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান, অর্থ সচিব কাউন্সিলর আসরাফ মিয়া, ও সাউথ ইষ্ট রিজিওনাল কমিটির কনভেনর আলহাজ্ব হারুনুর রশীদ,কো- কনভেনর জামাল হোসেন, জয়েন্ট কনভেনর এম সিপার করিম, ও সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রিজিওনাল কমিটির পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ ও শোকাবহ পরিবারবর্গ এর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সহ মহাণ আল্লাহু রাব্বুল আলামিন যেনো উনাকে জান্নাতবাসী করেন এই দোয়া করার জন্য সবার প্রতি বিনীতভাবে অনুরুধ জানিয়েছেন।

শোক বার্তায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের' কেন্দ্রীয় কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর ব'লেন মানুষের মৃত্যু অবধারিত জন্মিলে মরিতে হয় এটাই নিয়তির বিধান। কিন্তু কিছু মৃত্যু মানুষের মনে দাগ কাটে, যখন মৃত্যুটি হয় অকাল মৃত্যু । মাত্র ৫৪ বছরের মুজিবুর রহমান ঝুনু আমাদের কমিউনিটির অতি পরিচিতি মূখ, সফল ব্যবসায়ী, সদালাপী এবং অমায়িক সকল মানবিক গুণাবলির অধিকারী মুজিবর রহমান ঝুনু আজ অকালে হারিয়ে যাওয়া একটি নাম। সদা হাস্যজ্জল, মার্জিত এবং অসম্ভব বিনয়ী ঝুনু ভাই এই প্রজন্মের এক উজ্জ্বল পথিকৃৎ, ঝুনু ভাই বৃটেনের রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন যা তার সাথে আলাপ করলে ই বুঝা যেত, অসম্ভব দেশ প্রেম তার মধ্যে ছিল সেই সাথে মাতৃ ভূমির প্রতি অগাধ টান এবং নিজের কমিউনিটির প্রতি অঙ্গীকার । তিনি দীর্ঘ দিন থেকে বৃহত্তর লন্ডনের টুইকেনহ্যাম এলাকায় সুনামের সাথে পরিচালনা করেছেন স্পাইস অব ইন্ডিয়া নামে একটি সফল রেষ্টুরেন্ট । তিনি বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন । তিনি ওয়েস্ট লন্ডন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর জেনারেল সেক্রেটারিও ছিলেন।

মরহুম মুজিবুর রহমান ঝুনু' তাঁর সততা, আন্তরিকতা এবং কমিউনিটির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার জন্য সবার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে পরিবার, স্বজন কমিউনিটির মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে এর নতুন কমিটি ঘোষণা

দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ইউকে-এর ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নতুন কমিটি ঘোষিত হয়েছে। গত সোমবার(৩০ মার্চ) পুর্ব লন্ডনের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে এ বদরুল আলমের কোরআন তেলেওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসাইন জুনা। সাধারণ সম্পাদক ইকবাল আহমেদ এর পরিচালনায় সংগঠনের বিগত তিন বছরের নানা কার্যক্রমের উপর রিপোর্ট পেশ করেন, সভাপতি বদরুল হোসাইন জুনা, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল আহমেদ ও কোষাধ্যক্ষ আব্দুল খালিক।সাধারণ সভায় ট্রাস্টের চলমান কাজের পাশাপাশি এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে সবার সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান ট্রাস্টিরা।

এসময়, আগামী তিন বছরের জন্য নির্বাচিত নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন নির্বাচক কমিশনারবৃন্দ। নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ খান ও মানিক খান নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্যদের পরিচয় করে দেন।

নির্বাচিতরা হলেন,সভাপতি আলমাছ খান,সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক,সহসভাপতি মকবুল আলী,সহ-সভাপতি নাসির উদ্দিন খান,সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান ও কোষাধ্যক্ষ সুলেমান উল্লাহ, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল শহীদ, সহ-কোষাধ্যক্ষ মোঃ এনামুল ইসলাম চৌধুরি,সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ, শিক্ষা সম্পাদক জহির আহমেদ মোহন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বদরুল আলম, মহিলা সম্পাদিকা হেনা আফসার, সহ মহিলা সম্পাদিকা মিসেস সাজনা আক্তার চৌধুরি। এছাড়া কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন, তহুর আলী, আবুল কালাম, বদরুল হোসাইন জুনা, মুহিবুর রহমান লাভলু, ইকবাল আহমেদ, শাহ মোঃ একলিম হোসাইন, কামরুল আলী, সুরমান আলী, শোয়েব আলম।

সভায় দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি জামাতুল ইসলাম জামাল এর মৃত্যুতে শোক ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস। এতে বক্তব্য রাখেন, আব্দুল আজিজ, সদরুজ্জামান খান, আবুল কালাম, বিদু মিয়া, আব্দুর রব, মইজুল ইসলাম শাহজাহান, তহুর আলী, বালাগঞ্জ ওসমানী নগর আদর্শ উপজেলা সমিতির সেক্রেটারি আযাদুর রহমান আযাদ সহ প্রমুখ।

আলাউদ্দিন মোবারকের স্মরণে লন্ডনে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

জগন্নাথপুর উপজেলার মীরপুর ইউনিয়নের গড়গড়ি গ্রামের বিশিষ্ট প্রবাসী ব্যাক্তিত্ব মরহুম আলাউদ্দিন মোবারক সাহেবের স্মরণে লন্ডনে 'স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়েছে। "আরিফ ও আভিজান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ইউকে"র আয়োজনে পূর্ব লন্ডনের ক্যানারি ওয়ার্ফের একটি হলে এ স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ১২ এপ্রিল রবিবার অনুষ্ঠিত এ স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের সাবেক দুই বারের চেয়ারম্যান নুরুল হুদা মুকুট। মাষ্টার আমির উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ও মুফতি মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ লতিফীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন, মাওলানা সানাওর আলী ও ইয়ামীন উদ্দিন। অনুষ্ঠানে আগতরা মরহুম আলাউদ্দিন মোবারকের কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন, আলাউদ্দিন মোবারক একজন নিরহংকার মানুষ ছিলেন। তিনি নিরবে মানব সেবা করে গেছেন। তাঁর কখনোই কোন উচ্চাভিলাষ ছিলো না। সকলে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে বিশেষ অতিথি ছিলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আসন্ন মেয়র নির্বাচনে লেবার পার্টির মেয়র প্রার্থী কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিলর বেলাল উদ্দিন, কাউন্সিলর আহমেদুল খান, আজহারুল ইসলাম শিপার, আব্দুল আশিক চৌধুরী, সারব আলী, লুৎফুর রহমান সায়াদ, নূর বক্স, শফিক আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফয়জুর রহমান, আব্দুশ শহিদ, ইউনুস আলী, আব্দুল কাদির, নিয়াজুল ইসলাম চৌধুরী, মাসুক আহমদ সরদার, মানিক মিয়া, হাসনাত আহমেদ চুন্নু, রফিক আলী, সিরাজুল হক, আরতুজ আলী, শিশু মিয়া, রোশন আলী, আব্দুল আহাদ, মোহাম্মদ আলী, মঈন উদ্দিন, আবারক আলী, রুবেল মিয়া, এলাইছ মিয়া, জাকির হোসেন সেলিম, সালেহ আহমদ, শুক্কুর আলী মহাজন, খলিলুর রহমান সোহাগ, আল আমিন, এমরানুল হক এমরান, জহির আলী, রফিক উদ্দিন লিটন, শরিফ উদ্দিন স্বপন, শোয়েব উদ্দিন, মারুফ আহমদ, আনোয়ার মিয়া, সাব্বির আহমদ সহ অনেকে।

মরহুম আলাউদ্দিন মোবারক সাহেবের পরিবারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, মরহুমের বড় ভাই ছমির উদ্দিন জহির, নাসির উদ্দিন, মরহুমের ছেলে এমরান হাসান। পরিবারের সদস্যরা মরহুম আলাউদ্দিন মোবারক সাহেবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং তাঁর জন্য দোয়া চান। শেষে ক্বারী ওবায়দুল্লাহ আমিনী মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন।

দোয়া মাহফিল শেষে নৈশ্যভোজের মধ্য দিয়ে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলের সমাপ্তি হয়।

উল্লেখ্য, মরহুম আলাউদ্দিন মোবারক ২৩ মার্চ ৬ রামাদান লন্ডনের বাথ হসপিটালে ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন।

বিলেতে কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব জুবায়ের আহমেদ এর ছেলের বিবাহ সম্পন্ন

লন্ডন, ৫ এপ্রিল: যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুক্তরাজ্য যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিলেতে কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ, জগন্নাথপুর এর কৃতি সন্তান জনাব জুবায়ের আহমেদ এর ছেলে ফাহিম আহমেদ এর বিবাহ গতকাল বারমিংহামের একটি ব্যাংকুইট হলে সুসম্পন্ন হয়েছে।

উক্ত শুভানুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক মন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক মন্ত্রী আব্দুল ওয়াদুদ দারা, সিলেট সিটি করপোরেশন এর সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক সাংসদ হাবিবুর রহমান হাবিব, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান ফারুক, সহ সভাপতি জনাব হরমুজ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ড. মিসবাউর রহমান মিসবাহ, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক তারিফ আহমদ, শিল্প ও বানিজ্য সম্পাদক আ স ম মিসবাহ, মানবাধিকার সম্পাদক সারব আলী, আন্তর্জাতিক সম্পাদক কাওসার চৌধুরী, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আজাদুর রহমান আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সালেহ আহমদ সেলিম, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ নেতা চেয়ারম্যান আফসার আহমদ, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ খান, সহ সভাপতি আফজাল হোসেন, প্রচার সম্পাদক কবি ফয়েজুর রহমান ফয়েজ, লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ময়নুল হক, আন্তর্জাতিক সম্পাদক আমিনুল হক জিল্লু, আংগুর আলী, জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি মল্লিক শাকুর ওয়াদুদ, সভাপতি তারেক আহমেদ, কামরুল ইসলাম, সাংবাদিক সারওয়ার কবির, বারমিংহাম আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস শুক্কুর, সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা তাজুল ইসলাম, সংস্কৃতিকরমী সৈয়দা রেখা ফারুক, আওয়ামী লীগ নেতা আহমেদ হাসান, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রুম্মান আহমদ, ব্যারিস্টার নাজমুল ইসলাম, শ্রমিক লীগ নেতা শামীম আহমেদ, ড শামসুল হক, ইকবাল হোসাইন, বেলাল আহমেদ, আবু বক্কর খান সহ কয়েক শতাধিক অতিথিবৃন্দ।

বিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে - বিলেতের রাজনৈতিক ও কমিউনিটি অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা সহ অসংখ্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটে নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদযাপন

সিলেট অফিস : বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে সিলেটে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে বর্ষবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ (মঙ্গলবার) সকাল ৯টায় সিলেট সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে সিলেট জেলা প্রশাসন।

বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত শোভাযাত্রার প্রাক্কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম বলেন, বাংলা নববর্ষ বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ দিন সিলেটের সর্বস্তরের মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও গোত্র নির্বিশেষে এক মহামিলনমেলায় অংশগ্রহণ করেছে, যা জাতির ঐক্যের প্রতীক।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সম্প্রীতির দেশ এবং সিলেট অঞ্চলের মানুষও সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই মিলনমেলার মাধ্যমে সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে সিলেটে ছিল নানা আয়োজন। সারদা হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন আবৃত্তি, নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করে। এছাড়া ক্বিন ব্রিজের নিচে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, বিভিন্ন হাসপাতাল ও শিশু পরিবার (এতিমখানা)সমূহে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় সংগীত এবং বৈশাখী সংগীত 'এসো হে বৈশাখ' পরিবেশনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ক্বিন ব্রিজ সংলগ্ন সারদা হল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আশরাফুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষার্থী এবং ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রীর পাশে বসা নিয়ে হট্টগোল, ক্ষোভে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ আরিফের

সিলেট অফিস : সিলেটে মঞ্চে প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর পাশে বসা নিয়ে বিএনপি নেতাদের মধ্যে হট্টগোল ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেছেন। সোমবার গোয়াইনঘাট উপজেলার বীরমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫তলা বিশিষ্ট নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বীরমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫তলা বিশিষ্ট নতুন ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে স্কুলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এমপি। উদ্বোধীন অনুষ্ঠানের মঞ্চে মন্ত্রীর আসনের পাশে বসেন গোয়াইনঘাট উপজেলা যুবদল নেতা হাবিবুর রহমান।

এসময় স্থানীয় কয়েকজন বিএনপি নেতা মঞ্চে আসন না পেয়ে হট্টগোল করেন। মঞ্চে হাবিবুর রহমানকে কেন আসন দেওয়া হয়েছে এর প্রতিবাদ করেন তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হট্টগোল একপর্যায়ে হাতাহাতিতে গড়ায়। এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ হয়ে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন।

গোলাপগঞ্জে সরকারি জমি ও কালভার্ট দখল করে স্থাপনা নির্মাণ : পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ

সিলেট অফিস : সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের সুনামপুর গ্রামে সরকারি জমি দখল এবং কালভার্ট ভরাট করে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এতে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে এলাকার অন্তত ২ শতাধিক পরিবার পানিবন্দী হওয়ার উপক্রম হয়েছে। জনদুর্ভোগ লাঘবে ব্যবস্থা নিতে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর একটি লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয়েছে ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও ৬ নং ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি আজ্জাদ আলী প্রভাব খাটিয়ে এই জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করেছেন।

আবেদনের তথ্য মতে, সুনামপুর বাজারের উত্তর পাশে সরকারি গোপাট এবং সুনামপুর-চন্দরপুর ব্রিজের সংযোগ সড়কের অধিগ্রহণকৃত জমি অবৈধভাবে দখল করে তিনি দোকানপাট নির্মাণ করছেন। সবচেয়ে সংকটের বিষয় হলো, ঢাকাদক্ষিণ-সুনামপুর-বিয়ানীবাজার রাস্তার পাশে পানি নিষ্কাশনের জন্য দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কালভার্ট ছিল। গোলাপগঞ্জে সরকারি জমি অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই কালভার্টে মাটি ভরাট করে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন বলে গ্রামবাসী অভিযোগ করেছেন।

সুনামপুর গ্রামের বাসিন্দারা জানান, এই কালভার্টটি ওই এলাকার পানি নিষ্কাশনের প্রধান মাধ্যম। এর চারপাশে অসংখ্য মানুষের বসতবাড়ি, মসজিদ ও কবরস্থান রয়েছে। কালভার্টটি বন্ধ করে দেওয়ায় বর্তমানে বাজারে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা আসন্ন বর্ষা মৌসুমে অন্তত ২০০টি পরিবার সরাসরি পানিবন্দী হয়ে পড়বে। একই সাথে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় এলাকার মসজিদ, কবরস্থান ও বসতবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

ভুক্তভোগী এলাকাবাসী জানান, এর আগে ২০২৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকেও বিষয়টি বারবার জানানো হয়েছে। তবে দৃশ্যমান কোনো প্রতিকার না মেলায় এবার এলাকাবাসী গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদন নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দ্বারস্থ হয়েছেন। তারা "সরকারি গোপাট ও কালভার্ট থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে দ্রুত পানি চলাচলের ব্যবস্থা করার দাবি জানান। অন্যদিকে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে যে কোন সময় এলাকায় বড় ধরনের সংঘর্ষ বাঁধার আশঙ্কা রয়েছে।

গ্রামবাসীর পক্ষে সুনামপুর গ্রামের বাসিন্দা সুনামপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মুতওয়াল্লী তজমুল আলী বলেন, আমরা ১৫/২০ জন ভুক্তভোগী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে প্রতিকার চেয়েছি। আমরা অসহায়। এই বাধ অপসারণ না করলে আমাদের ২ শতাধিক পরিবারকে পানিতে ডুবে থাকতে হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আমরা গ্রামবাসী আশাবাদী।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম বলেন, একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তের জন্য গোলাপগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলীকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি সরেজমিন পরিদর্শন করে এসেছেন। তার প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপজেলা প্রকৌশলী প্রদীপ চন্দ্র দেবনাথ জানান, তিনি মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কালভার্ট এর মুখ ভরাটের প্রমাণ পেয়েছেন। তিনি সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের চিত্র দেখেছেন। উপজেলা প্রকৌশলী জানান, বিষয়টি তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সরাসরি অবহিত করেছেন। আজ লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন।

RCCM
Charity Reg. No. 1140526

Recruitment Advert

Position: Second Imam (Muazzin)

Location: Redcoat Community Centre & Mosque(RCCM), Stepney
Employment Type: Full -Time **Salary:** Negotiable

Applicants must be fluent in both Bengali and Arabic.
Fluency in English will be considered an advantage

RCCM is seeking to appoint a dedicated and knowledgeable Second Imam to join our team. This is an excellent opportunity to contribute to a vibrant and growing community.

Application process: Interested candidates are invited to send their **CV** to redcoatcommunitycentre@googlemail.com by 20th April 2026.

Please note that the job's key responsibilities will be shared at a later stage with shortlisted candidates only. For further details please contact: 02077908577 or 07853248067

পদত্যাগ করেছেন মানবাধিকার কমিশনের সব সদস্য

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সব সদস্য একযোগে পদত্যাগের পর একটি খোলা চিঠিতে নতুন আইনি পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিদায়ী চেয়ারম্যান বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীসহ অন্য কমিশনাররা।

এতে বিদায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর পাশাপাশি সদস্য নুর খান, ইলিরা দেওয়ান, মো. শরিফুল ইসলাম ও নাবিলা ইদ্রিসের স্বাক্ষর রয়েছে। এর আগে জাতীয় সংসদে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (রহিতকরণ ও পুনঃপ্রচলন) বিল' কণ্ঠভোটে পাস হয়। এর ফলে ২০০৯ সালের পুরোনো আইন পুনর্বহাল হয় এবং সাম্প্রতিক অধ্যাদেশগুলো বাতিল হয়ে যায়।

মূলত, বিরোধী দলের আপত্তি নাকচ করে ওই অধ্যাদেশ বাতিল হওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০৯ সালে প্রণীত 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন' পুনরায় চালু হলো।

এদিকে, চিঠিতে বলা হয়, অধ্যাদেশ বাতিল হওয়ায় ভুক্তভোগীরা অনিশ্চয়তায় পড়েছেন এবং তারা প্রশ্ন করছেন-"এখন আমাদের কী হবে?" এই দায়বদ্ধতা থেকেই তারা বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

চিঠির তিনটি অংশ বিভক্ত: সংসদে উপস্থাপিত ভুল তথ্যের জবাব, অধ্যাদেশগুলোর বিরুদ্ধে সরকারের প্রকৃত আপত্তি চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যৎ আইনের গুণগত মান বিচারের প্রস্তাবনা।

সংসদে উপস্থাপিত ভুল তথ্যের জবাব

অধ্যাদেশগুলো বাতিলের পক্ষে যুক্তি হিসেবে সংসদে বেশ কিছু ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে; নিচে সঠিক তথ্য দেওয়া হল। তবে শুরুতেই স্পষ্ট করা দরকার যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ হল প্রিন্সিপাল আইন; এর ওপরই দাঁড়িয়ে গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ অধ্যাদেশ। সুতরাং নিম্নোক্ত আলোচনা অঙ্গাঙ্গিভাবে-যুক্ত এই তিনটি অধ্যাদেশ নিয়েই।

১। সংসদে বলা হয়েছে; গুমের সাজা মাত্র ১০ বছর, যা ভুক্তভোগীদের জন্য অবিচার।

বাস্তবে: গুম অধ্যাদেশে অপরাধের মাত্রাভেদে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন সহ যেকোনো মেয়াদের কারাদণ্ড, এবং জরিমানা (ধারা ৪(১)-(২))।

২। সংসদে বলা হয়েছে: অধ্যাদেশে তদন্তের সময়সীমা নেই; জরিমানা নির্ধারণের ও আদায়ের উপায় নেই।

বাস্তবে; মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশে তদন্তের সময়সীমা স্পষ্ট বেঁধে দেওয়া আছে (ধারা ১৬(১) (ঙ)-(চ)) এবং জরিমানা নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত আছে (ধারা ২৩)। এমনকি সময়মতো তদন্ত রিপোর্ট দাখিল না করলে গুম অধ্যাদেশে শাস্তির বিধানও আছে (ধারা ৮(৫))।

বরং সংসদ কর্তৃক পুনর্বহালকৃত ২০০৯-এর মানবাধিকার কমিশন আইনে এগুলো কিছুই নেই।

৩। সংসদে বলা হয়েছে: আইসিটি আইন যথেষ্ট। মানবাধিকার কমিশন এবং গুম অধ্যাদেশ "বালখিল্যতা" মাত্র। গুম অধ্যাদেশ আইসিটি আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বাস্তবে: আইসিটি আইন কেবল মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার করতে পারে, ফৌজদারি অপরাধ নয় (ধারা ৩(২)(এ))। কোনো অপরাধ মানবতাবিরোধী হিসেবে গণ্য হতে হলে তা ব্যাপক/পদ্ধতিগত হতে হয়, অনেকটা হত্যা আর গণহত্যার পার্থক্যের মতো। তাই আইসিটি 'বিচ্ছিন্ন' গুমের বিচার করতে পারে না,

শুধু 'গণহারে' গুমের বিচার করতে পারে। সংসদে বলা হচ্ছে আইনে এ বিষয়ে "এমবিগুইটি" আছে, যা সঠিক নয়। গুম অধ্যাদেশও বলে যে ব্যাপক/পদ্ধতিগত গুমের বিচার আইসিটির এখতিয়ারাধীন (ধারা ২৮)। সংসদে বলা হয়েছে দুটো আইন "ম্যাচিং" করার উদ্দেশ্যে অধ্যাদেশ বাতিল হয়েছে। যেহেতু 'বিচ্ছিন্ন গুম' আর 'গণহারে গুম' ভিন্ন অপরাধ, আইন "ম্যাচিং" করার কোনো অবকাশ নেই। এদিকে সংসদ কর্তৃক অধ্যাদেশটি বাতিল হওয়ার কারণে, ১১ এপ্রিল থেকে কোনো নতুন গুম হলে সেটি ফৌজদারি আইনেও সংজ্ঞায়িত নয় এবং আইসিটিতে গেলেও ভুক্তভোগীরা কোনো প্রতিকার পাবেন না।

৪। সংসদে বলা হয়েছে: অধ্যাদেশ পাসের মাধ্যমে জুলাই যোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবে: জুলাই অধ্যাদেশ অনুযায়ী, অভ্যুত্থানকালে রাজনৈতিক প্রতিরোধের কারণে মৃত্যু হলে, জুলাই যোদ্ধারা সুরক্ষিত থাকবেন; তবে বিশৃঙ্খলার সুযোগে সংঘটিত হত্যা হলে, মামলা হবে (ধারা ৫)। স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়াতে, কোন মৃত্যু কোন শ্রেণিতে পড়বে তা মানবাধিকার কমিশন তদন্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। কিন্তু পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে, মানবাধিকার কমিশন নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করতে পারবে না (ধারা ১৮)। তদন্ত করবে সেই সরকারি বাহিনীগুলোই, যারা জুলাইয়ে নিজেরাই সরাসরি পক্ষ ছিল। যে তরুণ রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন তিনিই, যাঁর বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে ভবিষ্যতে সব রাজনৈতিক দলের জুলাই যোদ্ধারাই ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

৫। সংসদে বলা হয়েছে: কমিশন তদন্ত করে আবার নিজেই বাদী হয়ে মামলা করা পক্ষপাতমূলক।

বাস্তবে: কোনো অভিযোগ আপস-অযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে প্রতীয়মান হলে, কমিশনের মামলা করার সুযোগ আছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব কেবল তখনই হতো, যদি কমিশন সেই মামলায় বিচারকের ভূমিকাও পালন করত, যা অধ্যাদেশে নেই। তদন্তকারী পুলিশও নিয়মিত বাদী হয়ে মামলা করে, কেউ সেটাকে পক্ষপাতমূলক বলে না।

৬। সংসদে বলা হয়েছে: ২০০৯/২০২৫ উভয় আইনেই কমিশন স্বায়ত্তশাসিত, তাই দুটিই সমান শক্তিশালী।

বাস্তবে: পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে কমিশন নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করতে পারে না (ধারা ১৮), কিন্তু ২০২৫ অধ্যাদেশে পারত। অতএব স্বায়ত্তশাসন মানেই কার্যকর ক্ষমতা থাকা নয়।

অধ্যাদেশগুলোর বিরুদ্ধে সরকারের প্রকৃত আপত্তিসমূহ

সংসদীয় বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনে সরকারের প্রকৃত আপত্তিগুলো নথিভুক্ত আছে। আপত্তিসমূহের মূলে একটাই নীতি: মানবাধিকার কমিশনের আইনগত স্বাধীনতা খর্ব করা।

প্রথম, কমিশনকে মন্ত্রণালয়ের অধীন রাখার দাবি। এটি কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। অধ্যাদেশ অনুযায়ী কমিশনকে জবাবদিহি করতে হতো রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, অডিটর জেনারেল এবং নাগরিক সমাজের কাছে। পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে কমিশন আবার কার্যত আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফিরেছে।

দ্বিতীয়, নিরাপত্তা বাহিনীর তদন্তে সরকারের পূর্বানুমতির দাবি। বিগত পনেরো বছরে গুম, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার প্রায় সব অভিযোগই ছিল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে। সরকারি প্রতিষ্ঠান অভিযুক্ত হলে, সরকারেরই অনুমতিক্রমে তদন্ত অর্থহীন। পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে কমিশনের এই স্বাধীন তদন্তক্ষমতা আর নেই (ধারা ১৮)।

তৃতীয়, সরকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আটককে গুমের সংজ্ঞা থেকে বাদ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩ (২) মোতাবেক গুমের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছিল; যে কারণেই আটক হোক, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করলেই সেটা গুম নয়। আইনে সংবিধানের বাধ্যবাধকতা এড়ানো অসম্ভব।

চতুর্থ, বাছাই কমিটিতে আরও সরকারি প্রতিনিধিত্বের দাবি। ২০২৫ অধ্যাদেশে বাছাই কমিটির ৫০% নির্বাহী-ঘনিষ্ঠ ছিল। পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্তকরণসহ বাছাই কমিটির ৬০% নির্বাহী-ঘনিষ্ঠ। এতে করে কমিশনার নিয়োগে, পূর্বের ন্যায়, দলীয়করণের সুযোগ ফিরল।

ভবিষ্যৎ আইনের গুণগত মান বিচারের প্রস্তাবনা

এই আলোচনায় বোঝা যায় যে সরকারের অবস্থানে একটি মৌলিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। একদিকে বলা হচ্ছে, যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী আইন প্রণীত হবে। অন্যদিকে বিশেষ সংসদীয় কমিটি কর্তৃক নথিভুক্ত সরকারের প্রকৃত আপত্তিগুলো মানলে, অনিবার্যভাবে পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনের মত দুর্বল আইন তৈরি হবে, যা জন্মলগ্ন থেকে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ।

নিঃসন্দেহে অধিকতর পরামর্শ বাঞ্ছনীয়। তবে পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে ৬০০-এরও অধিক অংশীজন পরামর্শ প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে শীর্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারাও ছিলেন; বর্তমান আইনমন্ত্রীও ছিলেন। সে ক্ষেত্রে অধ্যাদেশ বাতিল হতে না দিয়েও, গুমের সংজ্ঞা বিলুপ্ত করে আইনি শূন্যতা তৈরি না করেও, এবং ২০০৯ সালের দুর্বল আইন পুনর্বহাল না করেও, পরামর্শের ভিত্তিতে পরে সংশোধনের পথ খোলা ছিল।

এদিকে গুম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ ওঈচচউউ-তে স্বাক্ষর করায়, গুমকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে রাষ্ট্র বাধ্য (অনুচ্ছেদ ৪(১))।

সুতরাং ভবিষ্যতে সরকার যদি নতুন আইন প্রস্তাব করেও, ভুক্তভোগীরা একটি বিষয়েই নজর রাখবে: সরকারের নথিভুক্ত আপত্তিগুলো মেনে নিয়ে কি আইনকে দুর্বল করা হচ্ছে, নাকি সেই আপত্তিগুলো প্রত্যাখ্যান করে অধ্যাদেশগুলোর চেয়েও শক্তিশালী আইন আনা হচ্ছে?যে পরিবারগুলো এখনও দরজায় কান পেতে আছে, তারা বহু অমূলক আশ্বাস শুনেছে।

"এখন আমাদের কী হবে?" এই প্রশ্নের জবাব মুখের কথায় নয়, দিতে হবে শক্তিশালী ও কার্যকর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে।

দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার বন্ধ ঘোষণা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অপরিশোধিত তেল সংকটের কারণে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি পিএলসি লিমিটেড (ইআরএল) বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে কারখানাটিতে শেষ পরিশোধন কার্যক্রম হয়েছিল বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির দুজন কর্মকর্তা।

এদিকে দেশে পরিশোধিত জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে এবং সরবরাহব্যবস্থায় কোনো প্রভাব পড়বে না বলে আশস্ত করেছে জ্বালানি বিভাগ।

ইআরএল কর্মকর্তাদের তথ্য মতে, কক্সবাজারের মহেশখালীর সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিংয়ের (এসপিএম) পাইপলাইনে জমে থাকা ৫ হাজার টন এবং অপরিশোধিত তেলের চারটি ট্যাংকের ডেড স্টক (মজুদ ট্যাংকের তলানিতে জমে থাকা অপরিশোধিত তেল) তুলেও পরিশোধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল।

কর্মকর্তার আরো জানায়, ইআরএল সাধারণত দৈনিক গড়ে ৪ হাজার ৫০০ টন ক্রুড তেল পরিশোধন করে থাকে। তবে ক্রুড সংকটের কারণে গত মাস থেকেই পরিশোধন কমিয়ে দৈনিক ৩ হাজার ৫০০ টন করা হয়েছিল। গত ৪ মার্চ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির কাছে ব্যবহারযোগ্য তেলের মজুদ ২ হাজার টনের নিচে নেমে এসেছে।

বিপিসির তথ্য মতে, দেশে প্রতিবছর ৬৫ থেকে ৬৮ লাখ টন জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়।

এর মধ্যে ডিজেল ও অপরিশোধিত তেলের পরিমাণ বেশি। প্রায় ১৫ লাখ টন অপরিশোধিত তেল আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে, যা ইআরএলে পরিশোধন করা হয়।

প্রসঙ্গত, ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সংকটে প্রায় দুই মাস ধরে অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ রয়েছে। আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পরবর্তী আমদানি চালান দেশে আসার কথা রয়েছে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ইআরএল কর্তৃপক্ষকে।

মায়ের কোল থেকে সন্তানকে কেড়ে নিয়ে আছড়ে হত্যা বাবার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে চা দিতে দেরি হওয়ায় মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দুই মাসের কন্যা শিশু সাবরিনা জান্নাত মাহিরাকে মাটিতে আছড় দিয়ে হত্যা করেছে বাবা ওসমান গণি। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার চারিয়া-মুরাদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দুপুর ২টার দিকে হাটহাজারী মডেল থানার এস, আই হাবিব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মাহিরা হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড চারিয়া মুরাদপুর এলাকার ইব্রাহীম মেম্বার বাড়ির ঘাতক ওসমান গণি ও সুমাইয়া আক্তারের কন্যা।

সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ওপর সচেতন মহল গুরুত্বারোপ করেছেন।

এ বিষয়ে হাটহাজারী মডেল থানার এসআই হাবিব জানান, উপজেলা মির্জাপুর ইউনিয়ন ৪নং ওয়ার্ড ইব্রাহিম মেম্বার বাড়িতে আজ সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ভুক্তভোগী মাহিরার পিতা ওসমান গনি তার স্ত্রী সুমাইয়ার কাছে চা চান। তখন তার স্ত্রী স্বামীকে চা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। এসময় মাহিরা তার মায়ের কোলে ছিল। তখন ওসমান গনি মাহিরাকে তার মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে পরপর দুইবার আছাড় দিলে সে অচেতন হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে ওসমান গনিসহ অন্যান্যরা হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তখন কর্তব্যরত

চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

এদিকে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

জানা যায়, স্থানীয়রা দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন তাকে। এদিকে ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত পিতাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

প্রতিবেশীরা জানান, এমন মর্মান্তিক পরিণতি কেউ কল্পনাও করেনি। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা ও মানসিক স্বাস্থ্য

হাটহাজারী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তদন্ত মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী বলেন, শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহোদয় ও অফিসার ইনচার্জ ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন। এ ঘটনায় শিশু মাহিরার মৃতদেহের সুরতহাল প্রস্তুত করেন এবং ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। তবে এ ঘটনায় নিহত মাহিরার চাচা রোমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

বিদেশগামী শ্রমিক ভোগান্তি দূর করুন

প্রবাসীদের শ্রমিকদের ভোগান্তি এটা প্রবাসীদের নিত্য সঙ্গী।
বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি হলো প্রবাসী শ্রমিকদের অবদান। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, গ্রামীণ অর্থনীতির গতি, এমনকি লাখো পরিবারের জীবিকার নিরাপত্তা-সবকিছুর পেছনেই রয়েছে তাঁদের নিরলস পরিশ্রম। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক মানুষ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন, আর তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্সই সচল রাখছে দেশের অর্থনীতির চাকা। তাই প্রবাসীদের গুরুত্ব কেবল অর্থনৈতিক নয়; এটি সামাজিক, মানবিক ও নীতিগত অগ্রাধিকারের বিষয়। সম্প্রতি কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত 'জনশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এসব বিষয় উঠে আসে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-প্রবাসীরা দেশের চালিকা শক্তি, অথচ অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় তাঁরা নানামুখী ভোগান্তির শিকার হন। এই বৈপরীত্য দূর করা এখন সময়ের দাবি।
অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের দৌরাত্ম্য একটি বড় সমস্যা। বৈধ প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় অনেকেই বাধ্য হয়ে অনিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের ওপর নির্ভর করেন। ফলাফল প্রতারণা, অতিরিক্ত খরচ, ভুয়া প্রতিশ্রুতি এবং বিদেশে গিয়ে দুর্বিষহ পরিস্থিতি। বৈঠকে উঠে এসেছে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিবাসী এ ধরনের প্রতারণার শিকার হন। অথচ এই 'মাধ্যম' বা 'মধ্যস্থতাকারী' ব্যক্তিদের জন্য এখনো সুস্পষ্ট কোনো আইন বা নিয়ন্ত্রণকাঠামো নেই। অবিলম্বে সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণে আইনি কাঠামো প্রণয়ন জরুরি।
প্রবাসীদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে গিয়ে অনেকেই নির্যাতন, অতিরিক্ত কাজের চাপ, বেতন আটকে রাখা কিংবা আইনি সহায়তার অভাবের মতো সমস্যায় পড়েন। এ ক্ষেত্রে দূতাবাসগুলোর কার্যকর ভূমিকা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। প্রবাসীরা শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী নন; তাঁরা পরিবারের স্বপ্ন, সমাজের উন্নয়ন এবং দেশের মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই তাঁদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে সম্মানজনক ও মানবিক।
আশার কথা, সরকার ইতিমধ্যে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। তবে এই উদ্যোগগুলোকে বাস্তব ফলাফলে রূপ দিতে হলে নীতিগত সংস্কার, আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে সাব-এজেন্টদের নিয়ন্ত্রণ, ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রবাসীদের সুরক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।
প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া মানে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয়, বরং তাঁদের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা। কুমিল্লার গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনাগুলো যদি বাস্তবায়নের পথে এগোয়, তবে তা শুধু একটি অঞ্চলের জন্য নয়, পুরো দেশের জন্যই ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হবে। নতুন সরকার ক্ষমতায়। শ্রমিকদের ভোগান্তি দুর করতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে ।

পুরোনো পথে হেঁটে নতুন গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না

ড. বদিউল আলম মজুমদার

আমাদের যে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান হলো, এই গণ-অভ্যুত্থানে যে বিষয়গুলো সামনে এসেছে এবং গণ-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সংস্কার তথা রাষ্ট্র মেরামত। এর পাশাপাশি অবশ্যই নির্বাচন ও বিচার-এই দুটোও ছিল। সংস্কার, রাষ্ট্র মেরামত এবং কতগুলো মৌলিক সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে ছয়টি কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও সংবিধান সংস্কার কমিশন অন্যতম। এরপর আরও পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে।
প্রথম ছয়টি সংস্কার কমিশন যখন ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রিপোর্ট পেশ করে, তখন সরকার ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বে প্রথম ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রধানদের নিয়ে এ ঐকমত্য কমিশন গঠিত হয়। ঐকমত্য কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কতগুলো মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর, যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের ওপর চেপে বসা স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং একটি গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথ প্রশস্ত হয়।
আমরা ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রধানরা প্রথমে কমিশনগুলোর দেওয়া সহস্রাধিক প্রস্তাব থেকে ১৬৬টি গ্রহণ করি। এ প্রস্তাবগুলো নিয়ে একটি স্প্রেডশিট তৈরি করে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রেরণ করি। তাদের কাছে জানতে চাই কোনগুলো সম্পর্কে তারা একমত, কোনগুলো সম্পর্কে দ্বিমত বা আংশিকভাবে একমত এবং একই সঙ্গে কীভাবে এগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এটা ছিল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে আমরা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এককভাবে বসেছি। বিএনপির সঙ্গে তিন দিন, জামায়াতের সঙ্গে দুই দিন, তরুণদের এনসিপির সঙ্গে দুই দিন-এভাবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অন্তত একদিন আলাপ করেছি। আলাপ করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং এ আলোচনার মাধ্যমে আরও অনেক বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়।
তৃতীয় ধাপে আমরা সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একত্রে বসেছি, যা বিটিভিতে প্রচার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দীর্ঘ আট মাসের মতো আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এবং পর্দার অন্তরালে আলাপ-আলোচনা করে ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাই। ঐকমত্য হওয়া ৮৪টি বিষয়ের মধ্যে ৩৬টি নোটিফিকেশন, অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বাকি ৪৮টির জন্য সংবিধান সংস্কার করতে হবে। এই ৪৮টি বিষয় নিয়েই জুলাই গণভোট হয়। এই ৮৪টি বিষয়ের ঐকমত্যই হলো 'জুলাই জাতীয় সনদ'। এ সনদ বাস্তবায়নের জন্য একমত হওয়া প্রতিটি রাজনৈতিক দল এতে স্বাক্ষর করেছে এবং বলেছে, তারা পরিপূর্ণভাবে এটি বাস্তবায়ন করবে ও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবে। পাশাপাশি তারা এই জুলাই জাতীয় সনদকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাবে না। এরপর সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত ওই ৪৮টি বিষয়ে রাষ্ট্রপতি 'জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ' জারি করেন। এ আদেশের ভিত্তিতে ৪৮টি বিষয়ে গণভোট হয় এবং সেখানে প্রশ্ন ছিল, তারা এ বিষয়গুলোতে একমত কি না। আমরা দেখেছি, গণভোটে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ এই সংস্কারগুলোর পক্ষে জনরায় দিয়েছে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির ওই আদেশে একটি বিধান ছিল যে, যারা নির্বাচিত হবে, ভোটের পর তারা দুটি ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ, পাঁচ বছরের জন্য সংসদ-সদস্য হবে, আবার ১৮০ কর্মদিবসের জন্য সংবিধান

বিএনপি আগে এসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলেনি, নির্বাচনের পর তারা প্রশ্ন তোলা শুরু করেছে এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে টালবাহানা করছে। পাশাপাশি গত অন্তর্বর্তী সরকার যে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করেছিল, তার মধ্যে ২০টি তারা অনুমোদন করেনি। এর মধ্যে ৪টি পুরোপুরি রহিত করেছে আর ১৬টি বিশেষ সংসদীয় কমিটিতে উত্থাপনই করেনি।

সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবেও ভূমিকা পালন করবে, যার মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার করা সম্ভব হবে।
তবে নির্বাচনের পর সবাই সংসদ-সদস্য হিসাবে শপথ নিলেও বিএনপির সদস্যরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ নেননি, যা জনগণ যে বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। নির্বাচনের পর বিএনপির পক্ষ থেকে বলা শুরু হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি এই আদেশ জারি করতে পারেন না এবং এটি বৈধ নয়। পাশাপাশি তারা প্রশ্ন তুলেছেন, ৮৪টি বিষয়ের মধ্যে তাদের যে 'নোট অব ডিসেন্ট' বা দ্বিমত ছিল, সেগুলো গণভোটে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
তাদের এসব যুক্তি অসার। প্রথমত, যেহেতু জনগণ গণভোটে এই প্রক্রিয়ার পক্ষে মত দিয়েছে, তাই শপথ নেওয়া তাদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং জনগণের মতামতই হলো সর্বোচ্চ আইন। তাই তারা জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। দ্বিতীয়ত, বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি এই আদেশ জারি করতে পারেন এবং যেহেতু জনগণ গণভোটের মাধ্যমে এটি অনুমোদন করেছে, তাই এটিও জনগণের রায়ে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বিএনপির যুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত, নোট অব ডিসেন্টের বিষয়ে তারা যুক্তি দিচ্ছে যে, তাদের নোট অব ডিসেন্ট গণভোটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আদতে নোট অব ডিসেন্ট হলো সংখ্যালঘু মতামত (গরহড়ৎরঃু ঠরবহ)। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মেজরিটারিয়ান বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেহেতু ৮৪টি বিষয় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে, তাই সংখ্যালঘু মতামত গণভোটে যাওয়ার দাবি অগ্রহণযোগ্য।
বিএনপি আগে এসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলেনি, নির্বাচনের পর তারা প্রশ্ন তোলা শুরু করেছে এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে টালবাহানা করছে। পাশাপাশি গত অন্তর্বর্তী সরকার যে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করেছিল, তার মধ্যে ২০টি তারা অনুমোদন করেনি। এর মধ্যে ৪টি পুরোপুরি রহিত করেছে আর ১৬টি বিশেষ সংসদীয় কমিটিতে উত্থাপনই করেনি। কিন্তু এগুলোই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ক্ষমতার ভারসাম্য, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, মানবাধিকার নিশ্চিত করত এবং গুম কমিশন গঠনের নিশ্চয়তা দিত। তারা বলছে, এগুলো পরবর্তী সময়ে উত্থাপন করবে; কিন্তু কবে এবং কী রকম পরিবর্তন করবে, তা নিশ্চিত নয়। গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত করার ব্যাপারে তাদের এই অনীহা ও সংস্কারের টালবাহানা একটি অশনিসংকেত। বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো ও আইনের সীমাবদ্ধতাই শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচারে পরিণত করেছিল। এগুলো অব্যাহত থাকলে পরবর্তী সরকারেরও স্বৈরাচারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
যদি সরকার মৌলিক কাঠামোগত সংস্কার না করে এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিতকারী অধ্যাদেশগুলো অনুমোদন না করে, তবে পুরোনো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার এবং স্বৈরাচারের পুনরুত্থানের আশঙ্কা থেকে যায়। পুরোনো পথে হেঁটে নতুন গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না; বরং তারা উলটোদিকে হাঁটছে। বহু মানুষের আত্মত্যাগ ও রক্তের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মৌলিক সংস্কারে ব্যর্থ হলে আমরা স্বৈরাচারের ফিরে আসার সুযোগ করে দেব এবং রক্তের ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হব, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশ্বনাথে বাড়িতে পেট্রোল মজুদ নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৭

সিলেট অফিস : জ্বালানি তেলের সংকটকে পুঁজি করে চড়া দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে বসত-বাড়িতে অবৈধভাবে পেট্রোল মজুদ করাকে কেন্দ্র করে সিলেটের বিশ্বনাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নারীসহ উভয় পক্ষে ৭ জন আহত হয়েছে। সোমবার (১৩ এপ্রিল) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার বিশ্বনাথ ইউনিয়নের ইলিমপুর গ্রামে দবির মিয়ার বাড়িতে সংগঠিত ওই সংঘর্ষের পর স্থানীয় মুরব্বীরা ঘটনাস্থল থেকে ১০টি ড্রাম'সহ প্রায় ১৭০ লিটার পেট্রোল উদ্ধার করে স্থানীয় ইউপি মেম্বার শেখ ফজর রহমানের জিম্মায় দেন।

এরপর রাতে অবৈধভাবে পেট্রোল মজুদের খবর পেয়ে থানা পুলিশ মেম্বারের জিম্মায় থাকা পেট্রোল জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে। তবে জব্দকৃত পেট্রোলের পরিমাণ নিয়ে সৃষ্টি হয়ে ধুম্রজাল। কারণ প্রথমে বিভিন্ন সূত্রে ১৭০ লিটার পেট্রোল উদ্ধারের খবর পাওয়া গেলেও পুলিশ জানিয়েছে তারা ১২০ লিটার পেট্রোল জব্দ করেছে। যা ৫টি ড্রামের মধ্যে ছিল, আর বাকী ৫টি ড্রাম ছিল সম্পূর্ণ খালি বা শূন্য।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে বিশ্বনাথ ইউনিয়নের ইলিমপুর গ্রামের মৃত হাফিজুর রহমানের পুত্র মাহবুব আহমেদ ও দবির মিয়ার পুত্র রাহীন মিয়ার অবৈধভাবে মজুদকৃত পেট্রোল উদ্ধারের ঘটনায় বিশ্বনাথ থানার এসআই স্বপন কুমার ঘোষ বাদী হয়ে তাদের (মাহবুব-রাহীন)'কে এজাহারনামীয় এবং আরোও ৭/৮ জনকে অজ্ঞাতনামা অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১০ (তাং ১৪.০৪.২৬ইং)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যার পর মাহবুব ও রাহীন নিজেদের বন্ধুদের কয়েকটি মোটর সাইকেল দিয়ে পেট্রোল ক্রয় করে অবৈধভাবে তা নিজের বাড়িতে নিয়ে মজুদ করছিলেন। এসময় অবৈধভাবে পেট্রোল মজুদের বিষয়টি মামলা অভিযুক্ত রাহীনের চাচাতো ভাই নাঈম মোবাইল দিয়ে ভিডিও ধারণ করে। এনিয়ে রাহীন ও নাঈমের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে নাঈম মিয়া (২১), নাঈমের বড় ভাই খলিল মিয়া (২৩), পিতা বাদশা মিয়া (৬০), মাতা ফুলতেরা বেগম (৫২) এবং রাহীন মিয়া (১৯), রাহীনের পিতা

দবির মিয়া (৫৮), মাতা ছলিমা বেগম (৪৩) আহত হয়েছেন বলে উভয় পক্ষ দাবি করেছেন।সংবাদ বিশ্লেষণ সেবা

এদিকে সংঘর্ষের পর বিষয়টি আপোষ মিমাংশায় শেষ করা জন্য স্থানীয় মুরব্বীরা এগিয়ে আসেন। এসময় দবির মিয়ার বাড়ি থেকে এলাকাবাসী পেট্রোল মজুদে ব্যবহার করা ১০টি ড্রাম'সহ মাহবুব-রাহীনের অবৈধভাবে মজুদকৃত পেট্রোল স্থানীয় ইউপি মেম্বার শেখ ফজর রহমানের জিম্মায় দেন। পরবর্তিতে থানা পুলিশ সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ইউপি মেম্বারর জিম্মায় থাকা পেট্রোল জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গ্রামের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, ওই চক্রটি শুধু অবৈধভাবে পেট্রোল মজুদ করা নয়, চক্রটি মাদক ব্যবসার সাথেও জড়িত রয়েছে। সুষ্ঠ তদন্ত হলে পুলিশ এর শতভাগ সত্যতা পাবে। আর তারা জ্বালানি তেলের সংকটকে পুঁজি করে চড়া দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে মোটর সাইকেল দিয়ে পেট্রোল ক্রয় করে অবৈধভাবে তা নিজের বাড়িতে নিয়ে মজুদ (ড্রাম ভর্তি) করে।

বিশ্বনাথ ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সদস্য শেখ ফজর রহমান বলেন, সংঘর্ষের বিষয়টি আপোষ মিমাংশা করতে যাওয়া এলাকার মুরব্বীরা ড্রাম ভর্তি পেট্রোল প্রথমে আমার জিম্মার রাখেন, আমি পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করলে পরবর্তীতে থানা পুলিশ তা জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়।

অবৈধভাবে মজুদকৃত পেট্রোল জব্দকারী বিশ্বনাথ থানার এসআই জহিরুল ইসলাম বলেন, ১০টি ড্রামের ৫টিতে কোন পেট্রোল ছিল না, আর বাকী ৫টি ড্রামে থাকা ১২০ লিটার পেট্রোল পুলিশ জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে।

অবৈধভাবে মজুদকৃত পেট্রোল উদ্ধারের ঘটনায় থানায় এসআই স্বপন কুমার ঘোষ বাদী হয়ে মামলা দায়েরের সত্যতা স্বীকার করে বিশ্বনাথ থানার অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) গাজী মাহবুবুর রহমান বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে অবৈধভাবে পেট্রোল মজুদকারী ওই চক্রের সাথে জড়িতদেরকেও আইনের আওতায় আনা হবে।

সুনামগঞ্জ-জগন্নাথপুর-ঢাকা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জ-জগন্নাথপুর-আউশকান্দি-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়কের জগন্নাথপুর উপজেলার নলজুর নদীর ওপর স্থাপিত সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) স্টিল ব্রিজটি আবারও দেবে গেছে। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে একটি মালবাহী ট্রাক পার হওয়ার সময় ব্রিজের মাঝখানের ২ টি স্টিলের পাটাতন দেবে যায়। এর ফলে বর্তমানে ওই সড়ক দিয়ে রাজধানী অভিমুখী সকল প্রকার যাত্রীবাহী বাস ও ভারী যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছে। কোনোমতে সিএনজি ও মোটরসাইকেলের মতো হালকা যানবাহন অতি সর্তকতার সাথে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করলেও সাধারণ যাত্রী ও চালকদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এলাকাবাসী ক্ষোভের সাথে জানান, এই বেইলি ব্রিজটি গত কয়েক বছরে বহুবার ধসে পড়েছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের ২২ আগস্ট একটি সিমেন্টবাহী ট্রাকসহ ব্রিজটি ভেঙে নদীতে পড়ে গিয়ে চালক ও হেলপারসহ দুজনের মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটেছিল। সেই স্মৃতি এখনো তাড়া করে ফিরছে স্থানীয়দের। ঝুঁকিপূর্ণ এই সেতুর ওপর দিয়ে ১০ টনের বেশি মালবোঝাই যানবাহন চলাচলে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও চালকদের মধ্যে তা মানার কোনো বালাই নেই। অতিরিক্ত পণ্যবোঝাই ট্রাক চলাচলের কারণেই যেকোনো মুহূর্তে আবারও প্রাণহানিসহ বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় লোকজন।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) সভায় একটি নতুন স্থায়ী আরসিসি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদিত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান কার্যক্রম শুরু হয়নি।

অনুমোদনের দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরও কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সিএনজি চালক সুজন মিয়া বলেন, 'ছোট গাড়ি নিয়া কোনোমতে যাতায়াত করলেও যাত্রী নিয়া ব্রিজে উঠতে ভয় লাগে।'

ঢাকাগামী ট্রাক চালক হাবিবুর রহমান বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে দেখতেছি শুধু জোড়াতালি দেওয়া হচ্ছে। ব্রীজের টেকসই কোন কাজ হচ্ছে না। একটা বড় ট্রাক উঠলেই ব্রিজ কাঁপে। স্থায়ী পাকা ব্রিজ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই ভোগান্তি শেষ হবে না।'

এই বিষয়ে সুনামগঞ্জ সওজ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ড. মোহাম্মদ আহাদ উল্লাহ বলেন, 'খবর পেয়ে আমরা পাটাতন মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে যান চলাচল স্বাভাবিক হবে। তবে এই স্থানে স্থায়ী আরসিসি সেতু নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দাপ্তরিক কাজ ও প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হলেই সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হবে।'

মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরের প্রস্তাব

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা : মৌলভীবাজার সদর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালকে ৪০০ শয্যায় উন্নীত করে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তরের প্রস্তাব দিয়েছেন মৌলভীবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য নাসের রহমান।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর মন্ত্রী সরদার মো. সাখওয়াত হোসেন বকুল-এর কাছে দেয়া

এক আনুষ্ঠানিক ডিও লেটারে তিনি এ প্রস্তাব তুলে ধরেন।

পত্রে উল্লেখ করা হয়, মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালের বিদ্যমান অবকাঠামো ও খালি জায়গা ব্যবহার করে সহজেই একটি আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন সম্ভব। হাসপাতালের পেছনের (পূর্ব দিকে) ফাঁকা জায়গায় একাধিক বহুতল একাডেমিক ভবন নির্মাণের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় থাকা পরিত্যক্ত আবাসিক ভবন ভেঙে শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক হোস্টেল নির্মাণ করা যেতে পারে। এছাড়াও, সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান-এর উদ্যোগে নির্মিত তিনতলা নার্স ট্রেনিং সেন্টার ইতোমধ্যে বিদ্যমান থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন আরও সহজ হবে বলে পত্রে উল্লেখ করা হয়। কেবল নার্সদের জন্য একটি বহুতল আবাসিক হোস্টেল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

সংসদ সদস্য নাসের রহমান বলেন, বিদ্যমান মূল হাসপাতাল ভবনে আরও দুই তলা যুক্ত করা এবং পুরাতন ভবন সংস্কারের মাধ্যমে শয্যা সংখ্যা ৪০০-তে উন্নীত করা সম্ভব। এতে ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম হবে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন প্রস্তাবিত নতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর তুলনায় মৌলভীবাজারে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কম ব্যয় হবে এবং দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব। এ বিষয়ে দ্রুত একটি সমন্বিত প্রকল্প প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, এমপি নাসের রহমানের ডিও লেটারের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রী একই দিন (১৩ এপ্রিল) সচিব বরাবর স্বাক্ষর করে পত্রটি প্রেরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

১৩ এপ্রিল (সোমবার) বিকেলে নাসের রহমান তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ডিও লেটারের কপি এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে তা হস্তান্তরের ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিও দেখা যায়।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, 'মৌলভীবাজারবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি 'মৌলভীবাজার মেডিকেল কলেজ' প্রতিষ্ঠা। সে দাবির বিষয় আজ সচিবালয়ে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সাথে অত্যন্ত ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে।'

তিনি আরও লেখেন, 'আশা করি মৌলভীবাজারবাসীর এই দাবি আর দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকবে না। খুব শিগগিরই এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে, ইনশাআল্লাহ।'

বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ

পুরোনোকে বিদায় আর নতুনকে বরণ- এই চিরন্তন বার্তাই বয়ে আনে পহেলা বৈশাখ। বাংলা বছরের প্রথম দিনটি শুধু ক্যালেন্ডারের পরিবর্তন নয়, এটি বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক অনন্য প্রকাশ। গ্রাম থেকে শহর- সবখানেই এই দিনটি হয়ে ওঠে আনন্দ, রঙ আর মিলনের উৎসব।

পহেলা বৈশাখের ইতিহাস জড়িয়ে আছে কৃষিভিত্তিক বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে। মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা সনের প্রচলন শুরু হয়। তখন কৃষকের ফসল তোলার সময়ের সঙ্গে মিল রেখে এই বর্ষপঞ্জি তৈরি করা হয়, যাতে খাজনা আদায় সহজ হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশাসনিক প্রথাই রূপ নেয় সর্বজনীন উৎসবে-যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে মেতে ওঠে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই শুরু হয় প্রস্তুতি। নতুন পোশাকে সেজে ওঠেন মানুষ, নারীদের লাল-সাদা শাড়ি আর পুরুষদের পাঞ্জাবি যেন বৈশাখের চিরচেনা প্রতীক। চারদিকে আলপনার ছোঁয়া, মুখে রঙের আঁচড়- সব মিলিয়ে এক অন্যরকম আবহ।

ফাগুন মানেই কি শুধু প্রেম

রাজধানী ঢাকায় এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে রমনার বটমূল। সেখানে বরাবরের মতো সংগীতের মাধ্যমে সূর্যোদয়কে বরণ করে নেওয়া হয়। ছায়ানটের আয়োজনে ভোরের এই অনুষ্ঠান যেন বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা-সব মিলিয়ে শহরজুড়ে পড়ে বৈশাখের রঙিন উচ্ছ্বাস।

মঙ্গল শোভাযাত্রা, যা ইউনেস্কোর স্বীকৃত বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ, বৈশাখের সবচেয়ে আকর্ষণীয় আয়োজনগুলোর একটি। বিশাল মুখোশ, ঘোড়া, পাখি, বাঘসহ বিভিন্ন প্রতীকী শিল্পকর্ম নিয়ে বের হয় এই শোভাযাত্রা। এতে ফুটে ওঠে সমাজের নানা চিত্র।

শুধু রাজধানী নয়, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বসে বৈশাখী মেলা। নাগরদোলা, পুতুলনাচ, বায়োস্কোপ, গ্রামীণ খেলাধুলা-সব মিলিয়ে মেলাগুলো হয়ে ওঠে প্রাণের মিলনমেলা। আর খাবারের তালিকায় থাকে পান্তা-ইলিশ, ভর্তা, পিঠা-যা বৈশাখের স্বাদকে আরও সমৃদ্ধ করে।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য দিনটি নিয়ে আসে হালখাতার ঐতিহ্য। পুরোনো হিসাব বন্ধ করে নতুন খাতা খোলার মাধ্যমে নতুন বছরের শুভ সূচনা করা হয়। ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়, যা সম্পর্ককে আরও মজবুত করে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখ উদযাপনের ধরনে এসেছে কিছু পরিবর্তন। শহরে জীবনে যুক্ত হয়েছে কনসার্ট, থিমভিত্তিক আয়োজন আর কর্পোরেট উৎসব। তবে মূল চেতনা একই-সব ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করা।

পহেলা বৈশাখ তাই শুধু একটি উৎসব নয়, এটি বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রতিচ্ছবি। নতুন বছরের প্রথম দিনে সবাই যেন নতুন করে স্বপ্ন দেখে, নতুন আশায় বুক বাঁধে। পুরোনো গ্লানি ভুলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাই দেয় এই প্রাণের উৎসব।

ধুলো পড়েছে ঐতিহ্যের হালখাতায়

আজ পহেলা বৈশাখ। একসময় পহেলা বৈশাখ আর হালখাতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। বাংলা বছরের প্রথম দিন রঙিন ফুল ও কাগজ দিয়ে দোকান সাজিয়ে আয়োজন চলত হালখাতার।

মূলত, সারা বছরের বকেয়া ওঠানোর জন্য আয়োজন হয় হালখাতার। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এই রীতিতে ভাটা পড়লেও এখনো কিছু কিছু জায়গায় আয়োজন হয় এই অনুষ্ঠানের।

সমগ্র দেশে দিন-তারিখের হিসাব ইংরেজিতে চললেও পহেলা বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। সারা বছর ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসাবে চালালেও বাঙালিরা পহেলা বৈশাখের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। বাংলা বছরের প্রথম এই দিনটিতে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মধ্যে দেনা-পাওনার হিসাব হয়। এই হিসাবকেই হালখাতা বলে।

দুপক্ষের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধির অন্যতম পন্থা এই হালখাতা। ডিজিটাল যুগের হিসাব-নিকাশ অনেক সহজ হওয়ায় প্রচলন কমেছে কাগজ-কলমের। আগে হালখাতা উপলক্ষে কাগজে-কলমে নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে উৎসবের আয়োজন করতেন ব্যবসায়ীরা। অনেক জায়গায় হালখাতা উপলক্ষে আয়োজন করতে গান-বাজনার। দোকানে আগত সবাইকে মিষ্টিমুখ করানোর প্রচলন ছিল।

অতীতে জমিদারকে খাজনা প্রদানের অনুষ্ঠান হিসেবে 'পুণ্যাহ' প্রচলিত ছিল। বছরের প্রথম দিন প্রজারা ভালো পোশাক পরে জমিদার বাড়িতে গিয়ে খাজনা পরিশোধ করতেন। তাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো।

জমিদারি প্রথা ওঠে যাওয়ায় 'পুণ্যাহ' বিলুপ্ত হয়েছে। তবে রয়ে গেছে হালখাতা। মোঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকে পহেলা বৈশাখের উদযাপনের প্রথা শুরু হয়। প্রথমে আকবরের পঞ্জিকার নাম ছিল 'তারিখ-এ-এলাহী'। আর ওই পঞ্জিকায় মাসগুলো আর্বাদিন, কার্দিন, বিসুয়া, তীর এমন নামে প্রচলিত ছিল। তবে ঠিক কখন যে এই নাম পরিবর্তন হয়ে বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ হলো তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি।

ধারণা করা হয়, বাংলা ১২ মাসের নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে। যেমন- বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ, জায়িষ্ঠা থেকে জৈষ্ঠ্য, শার থেকে আষাঢ়, শ্রাবণী থেকে শ্রাবণ এমন করেই বাংলায় নক্ষত্রের নামে মাসের নামকরণ হয়।

পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হলে সেই সময় থেকেই দোকানে দোকানে ব্যবসার হিসাব করার জন্য শুরু হয় হালখাতার প্রথা। হাল মানে নতুন, হালখাতা অর্থাৎ নতুন খাতা। পুরোনো বছরের সব হিসাব মিটিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই শুরু হয় নতুন খাতায় হিসাব-নিকাশ।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রাচীন বাংলার অনেক উৎসব আজ বঙ্গের পথে। একবিংশ শতাব্দীতে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরেরা পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বলতে বোঝে মঙ্গল শোভাযাত্রা, সকালে পান্তা-ইলিশ খাওয়া। তবে অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে ধারণ করতে হালখাতার প্রাচীন প্রথা ধরে রেখেছেন অনেকে।

বসন্ত এলেই কেন বদলে যায় মন

ফাগুনের নরম হাওয়া যখন গালে ছুঁয়ে যায়, তখন যেন হঠাৎ করেই বদলে যায় চারপাশের আবহ। শুকনো ডালে নতুন কুঁড়ি ফোটে, শহরের ব্যস্ত রাস্তাতেও চোখে পড়ে হলুদের ছোঁয়া- আর মানুষের মনেও শুরু হয় এক অদ্ভুত রঙিন পরিবর্তন। বসন্ত যেন শুধু ঋতু নয়; এটি অনুভূতির দরজা খুলে দেওয়া এক জাদুকরী সময়, যেখানে ভালোবাসা একটু বেশি নরম হয়, আবেগ একটু বেশি গভীর হয়ে ওঠে।

বছরের অন্য সময়েও প্রেম থাকে, কিন্তু বসন্তে তার রূপ যেন অন্যরকম। ফুলের সুবাস, রোদের উষ্ণতা আর বাতাসের মিষ্টি ছোঁয়া- সব মিলিয়ে মানুষের মনে তৈরি করে এক অচেনা রোমাঞ্চ। অনেকেই বলেন, এই সময়টায় হঠাৎ করেই পুরনো কারও কথা বেশি মনে পড়ে, নতুন কারও হাসি বেশি ভালো লাগে। যেন হৃদয় নিজেই নতুন গল্প লিখতে শুরু করে।

বিশেষ করে তরুণদের মাঝে বসন্তের দিনগুলো হয়ে ওঠে প্রেমের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ক্যাম্পাসের গাছতলায় বসে গল্প, হলুদ শাড়ি আর পাঞ্জাবিতে ছবি তোলা, কিংবা বিকেলের নরম আলোয় হাত ধরাধরি করে হাঁটা- সবকিছুতেই থাকে ভালোবাসার নিঃশব্দ ভাষা।

ফাগুন এলে অনেকেই ফিরে যান নিজের প্রথম প্রেমের স্মৃতিতে। কেউ মনে করেন প্রথম হাত ধরা, কেউ মনে করেন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা সেই হাসি। বসন্ত যেন স্মৃতির অ্যালবাম খুলে দেয়- যেখানে জমে থাকে অপ্রকাশিত ভালোবাসা, অপূর্ণ অনুভূতি আর এক ফোটা মিষ্টি কষ্ট।

সাধারণত বছরের অন্য সময় এতটা প্রেম অনুভূতি হয় না। কিন্তু বসন্ত এলেই যেন মনে হয়, কাউকে পাশে চাই- যার সাথে রঙিন দিনগুলো ভাগ করা যায়। এই কথার মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে বসন্তের আসল রহস্য- মানুষ চায় কাছের মানুষ, চায় ভাগাভাগি করা সুখ।

কেন বদলে যায় মন

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রকৃতির পরিবর্তন মানুষের আবেগেও প্রভাব ফেলে। শীতের স্থিরতা কাটিয়ে বসন্তের উষ্ণতা মানুষের মনে এনে দেয় নতুন উদ্যম। সূর্যের আলো বাড়ে, প্রকৃতির রঙ বাড়ে-আর সেই সঙ্গে মানুষের মনেও জন্ম নেয় নতুন আশা, নতুন ভালোবাসা।

তবে শুধু বিজ্ঞান নয়, সংস্কৃতিও বড় কারণ। বসন্ত মানেই উৎসব, মানেই রঙিন পোশাক, মানেই প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানো। ফলে এই সময়টায় সম্পর্কগুলো আরও গভীর হয়, নতুন বন্ধুত্ব জন্ম নেয়, পুরনো ভালোবাসা ফিরে পায় নতুন প্রাণ।

শহরের ক্যাফে, পার্ক কিংবা নদীর ধারে বসন্তের দিনে দেখা যায় অগণিত প্রেমিক-প্রেমিকাকে। কেউ গিটার বাজিয়ে গান শোনায়, কেউ ফুল দিয়ে প্রকাশ করে অনুভূতি। আবার গ্রামবাংলায় বসন্ত মানে কাশফুলের মাঠে হাঁটা, বিকেলের হাওয়ায় চুপচাপ পাশে থাকা-যেখানে কথা কম, অনুভূতি বেশি।

ভালোবাসার অদেখা ভাষা

বসন্ত শেখায় ভালোবাসা মানে শুধু বড় বড় কথা নয়; ছোট ছোট মুহূর্তই আসল। প্রিয়জনের জন্য ফুল তুলে আনা, রোদে বসে গল্প করা, কিংবা হঠাৎ করেই 'তোমাকে ভালো লাগে' বলে ফেলা- এসব ছোট কাজই হয়ে ওঠে জীবনের বড় স্মৃতি।

ফাগুন এলে মন বদলায়- কারণ প্রকৃতি বদলায়, মানুষ বদলায়, আর অনুভূতিগুলো নতুন করে জন্ম নেয়। বসন্ত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জীবনের রঙগুলো তখনই সুন্দর হয় যখন সেখানে থাকে ভালোবাসা। তাই হয়তো প্রতি বছর ফাগুন ফিরে আসে নতুন প্রেমের গল্প নিয়ে- কারও শুরু, কারও পুনর্মিলন, কারও আবার নিঃশব্দ অপেক্ষা।

বসন্তের এই রঙিন সময়ে প্রেম শুধু অনুভূতি নয়- এটি হয়ে ওঠে জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়, যেখানে প্রতিটি দিন যেন এক নতুন কবিতা, প্রতিটি মুহূর্ত এক নতুন ভালোবাসার গল্প।

ফ্যাশন হাউস সারার পোশাক সম্ভারে রয়েছে শাড়ি, টপস, কুর্তি, কটি, স্কার্ট-টপস, থ্রি-পিস, সিঙ্গেল কামিজ, আনস্টিচ ড্রেস, পালাজো, সিঙ্গেল ওড়না, ব্লাউজ, শার্ট, পাঞ্জাবি ও টি-শার্ট। ছেলেদের পাঞ্জাবি, শার্ট, টি-শার্ট ও ফতুয়া। বড়দের মতো ছোটদের পোশাক রয়েছে।

সারা লাইফস্টাইলের ডিজাইনার শামীম রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে আমরা বৈশ্বিক ধারাকে প্রাধান্য দিই। এখন যেহেতু ফিউশনটা

বেশি অনুসরণ করা হচ্ছে আমরাও আমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে ডিজাইন করে থাকি। যেমন ওয়েস্টার্ন কোন প্যাটার্নের সঙ্গে দেশীয় কারুকার্য্যের মেলবন্ধন করি। সারার এবারের ফাল্গুনের পোশাক সম্ভারের মূল থিম বোটানিক বিউটি।

বসন্ত মানেই রঙের বাহার। তাই পোশাকে দেখা যায় রঙের সমাহার। ফাল্গুনে সাধারণত রং হিসেবে প্রাধান্য পেয়ে থাকে বাসন্তী বা হলুদের নানান শেড। এটাকেই ফাল্গুনের রং মনে করা হয়। তবে দিনে দিনে রঙের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। এখন কমলা, লাল, গেরুয়া, গোলাপি, ফিরোজা, নেভি ব্লু, টিয়া, জলপাই ও নতুন পাতার সবুজ রঙের পোশাক রয়েছে এবারের বসন্তের আয়োজনে।

এ প্রসঙ্গে ফ্যাশন ব্র্যান্ড অঞ্জন'স-এর ডিজাইনার ফারুক হেলাল বলেন, বসন্ত মানে উৎসব, নতুনকে আগমন জানানো আর হলুদ মানে উচ্ছ্বাস, আনন্দ, তারুণ্য এবং ভালো কিছুর প্রার্থনা করা। এজন্যই আমরা উজ্জ্বল রংগুলো বসন্তে বেশি ব্যবহার করি।

প্রকৃতিতে এখন মিষ্টি ফাগুন হাওয়ার সঙ্গে হালকা গরম অনুভূত হচ্ছে। সেজন্য সুতি কাপড়কে প্রাধান্য দেওয়া হয় বসন্তের পোশাকে। এ ছাড়া কটন, লিলেন, খাদি, ভয়েল, অ্যান্তি সিল্ক, হাফ সিল্ক ও তাঁতের তৈরি পোশাক রয়েছে।

বসন্ত উৎসবে কারও একরঙা আবার কারও বাহারি রঙের শাড়ি বেশি পছন্দ। তাই ব্লাউজে থাকে বাহারি রঙের ছোঁয়া। এর সঙ্গে যোগ হয় নিত্যনতুন ডিজাইন। ব্লাউজের গলায় এসেছে ভিন্নতা। এখন একটু উঁচু গলার ব্লাউজ যে কোনো শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে যায়। হাতার ক্ষেত্রে স্লিভলেস ব্লাউজ পছন্দ মেয়েদের।

দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলো প্রতি বছর বসন্তের রঙিন পোশাকের পসরা সাজায়। এবারও নানান রং, ডিজাইন ও মোটিফ নিয়ে বৈচিত্র্যময় পোশাক এসেছে। ফলে সাধ আর সাধ্য অনুযায়ী পছন্দের ফাল্গুনের পোশাক পাওয়া যাবে। বড়দের ক্ষেত্রে মাত্র ১ হাজার থেকে ৪ হাজার ও ছোটদের ক্ষেত্রে ৪০০ থেকে শুরু করে ১ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে ফাল্গুন কালেকশনের এসব পোশাক কিনতে পারবেন ক্রেতারা।

বসন্ত কড়া নাড়ছে দরজায়। প্রকৃতি সাজতে শুরু করেছে নতুন রূপে। বসন্তকে বরণ করে নিতে ফ্যাশনপ্রেমীরাও উন্মুখ। সাজে, পোশাকে বসন্তকে বরণ করে নিতে তাদের যেন আগ্রহের শেষ নেই। আপনিইবা সেই তালিকা থেকে বাদ পড়বেন কেন। চলুন জেনে আসি বসন্তে সাজ-পোশাকের ধরনটা কেমন হবে-

ফাল্গুনের দিনে পোশাকে থাকবে রঙের বিচিত্রতা। শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ফতুয়া, ফ্রক যে যাই পরুক না কেন, তাতে থাকা চাই হলুদ, বাসন্তী কিংবা লাল রঙের ছোঁয়া। শুধু নারী নয়, পুরুষের শার্ট, পাঞ্জাবি বা ফতুয়ার ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার কাজ করে। আজকাল সব বয়সীই পোশাক-সাজ নিয়ে বেশ সচেতন থাকে। আরও আছে কাঠ, মাটি, মেটাল, পাথর, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চুড়ি, কানের দুল, গলার মালা ইত্যাদি।

এখনই কড়া রোদ ওঠা শুরু হয়েছে, তাই ফাল্গুনে দিনের বেলা বেশি মেকআপ নিয়ে বাইরে না যাওয়াই ভালো। হালকা মেকআপেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠুন। ফেসপাউডার ও কনসিলার ব্যবহারে সাধারণ বেস মেকআপ দিয়ে নিন। হালকা কের ব্লাশন লাগান। লাল রঙের লিপস্টিক বেছে নিন। চাইলে পোশাকের রঙের সঙ্গে মিলিয়েও লাগাতে পারেন লিপস্টিক। গাঢ় ও মোটা করে এঁকে নিন আইলাইনার। চুল বেঁধে নিতে পারেন খোঁপা করে কিংবা ছেড়ে কার্ল করেও নিতে পারেন। কানে গুঁজে দিতে পারেন ফুল। হাতেও পরে নিতে পারেন ফুলের মালা। ব্যস, হলে গেল মেকআপ।

পুরুষের জন্য অবশ্য এ সময় পাঞ্জাবিই সেরা। ছেলেদের তো গহনা বা মেকআপের প্রয়োজন হয় না। তবে একটু টুকিটাকি আনুষঙ্গিক রাখতে পারেন সঙ্গে যেমন-হাতঘড়ি, সানগ্লাস, রুমাল অথবা মাথায় বেঁধে নিতে পারেন গামছা। দারুণ মানিয়ে যাবে।

বসন্তের আগমনে সেজেছে শাবিপ্রবি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) সবসময়ই পরিচিত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য। দৃষ্টিনন্দন কিলোরোড ও লেক, সবুজে ঘেরা টিলা, ছায়াঘেরা গাছপালা আর খোলা প্রান্তর মিলিয়ে এটি অনেকের কাছে এক টুকরো স্বর্গের মতো।

বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ যুক্ত হয়েছে ফুলের রঙ, যা ক্যাম্পাসকে করেছে আরও আকর্ষণীয়। শীত শেষে আবহাওয়া উষ্ণ হতে শুরু করায় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে ফুলের সমারোহ।

ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায়, প্রধান ফটক থেকে শুরু করে গোলচত্বর, গ্রন্থাগার ভবনের আশপাশ, একাডেমিক ভবন ও আবাসিক হলসহ ক্যাম্পাসজুড়ে ফুটে উঠেছে নানা জাতের ফুল। চন্দ্রমল্লিকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, ডায়াস্থাসের উজ্জ্বল রঙ, বাহারি পেটুনিয়া, বাগানবিলাস বা কাগজফুলের ছড়ানো রঙের ঢেউ, স্যালভিয়ার টকটকে সৌন্দর্য আর গাঁদা ফুলের প্রাণবন্ত উপস্থিতি মিলিয়ে বসন্তের পূর্ণতা যেন ধরা দিয়েছে ক্যাম্পাসের প্রতিটি পথে।

ফুলগুলো শুধু সৌন্দর্যই ছড়াচ্ছে না, ছড়াচ্ছে মুগ্ধতা। অনেক শিক্ষার্থীকে দেখা গেছে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে সেলফিতে বন্দি করছে বসন্তকে, কেউবা ফুলের পাশে বসে একটু সময় কাটাচ্ছে। বসন্ত যেন শাবিপ্রবির বাস্তব জীবনে এনে দিয়েছে এক টুকরো প্রশান্তি।

শিমুল বাগানে বসন্ত বরণে মানুষের ঢল

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা শিমুল বাগানে বসন্তবরণ ও ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে মানুষের ঢল নেমেছিল যেন। লাল টকটকে শিমুল ফুলে ছেয়ে যাওয়া গাছের নিচে রঙিন পোশাকে তরুণ-তরুণী, পরিবার-পরিজন ও পর্যটকদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

গতকাল শনিবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস ও পহেলা ফাগুনের দিনে সকাল থেকে জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে হয় বসন্তবরণ অনুষ্ঠান। যেখানে ছিল গান, আবৃত্তি, নৃত্য ও লোকজ পরিবেশনা। বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক অনন্য আবহ। সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে দর্শনার্থী ভিড় জমাতে থাকেন। দুপুর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকা পরিণত হয় মিলনমেলায়।

সিলেট থেকে ঘুরতে আসা শাহিনুর রহমান নামে এক পর্যটক বলেন, শিমুল বাগানের সৌন্দর্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। চারদিকে শুধু লাল আর লাল। বসন্তবরণ অনুষ্ঠানের কারণে পরিবেশ আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পরিবার নিয়ে এসে খুব ভালো লাগছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও জানান, পর্যটকদের আগমনে বিক্রি বেড়েছে। ফলে বসন্ত উৎসব শুধু আনন্দই নয়, অর্থনৈতিক গতিশীলতাও তৈরি করছে। প্রকৃতির রঙে রাঙানো শিমুল বাগানে বসন্তবরণ আর ভালোবাসা দিবসের এমন আয়োজন দর্শনার্থীদের মনে বাড়তি আনন্দ যোগ করেছে। বসন্তের এই রাঙা আবেশ চলবে ফুলঝরা দিন পর্যন্ত- এমন প্রত্যাশাই করছেন তারা।

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের মানিগাঁও এলাকায় অবস্থিত এই শিমুল বাগানটি প্রায় ১০০ বিঘা জমির ওপর গড়ে তোলা। বাগানে ছোট-বড় মিলিয়ে তিন হাজারেরও বেশি শিমুল গাছ রয়েছে। ২০০৩ সালে বাণিজ্যিক ভাবনা থেকে এই শিমুল বাগানটি গড়ে তোলেন প্রয়াত ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ জয়নাল আবেদিন। এটি এশিয়ার সর্ববৃহৎ শিমুল বাগান হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

শিমুল বাগানের মালিক রাকাব উদ্দিন বলেন, আমার বাবা জয়নাল আবেদিন ছিলেন একজন প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। তিনি প্রায় ২৫ বছর আগে এই বাগান তৈরি করেন। প্রতি বছর বসন্ত এলেই শিমুল ফুল ফুটে বাগান লাল হয়ে ওঠে। এবার জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে বসন্তবরণ অনুষ্ঠান হওয়ায় পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে। আমরা চাই এই বাগানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হোক।

দেশে ১৬৪৯ জাল সনদধারী শিক্ষকের কাছে সরকারের পাওনা ৮৩৪ কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত জাল সনদধারী আরো ৮১৭ জন শিক্ষককে শনাক্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ)। এ নিয়ে জাল সনদে চাকরি করা ১ হাজার ৬৪৯ শিক্ষকের কাছে সরকারের পাওনা দাঁড়িয়েছে ৮৩৫ কোটি টাকা। কিন্তু টাকা উদ্ধারে দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরমধ্যে ৬৭৮ শিক্ষকের চলমান বেতন-ভাতা বন্ধ করা হয়েছে। বাকি জাল সনদধারী শিক্ষকরা বেতনও পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ডিআইএ ২০২১ সালের জুলাই থেকে চলতি বছর ২০২৬ সালের গতকাল পর্যন্ত বেসরকারি এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরেজমিন তদন্ত করেছে ডিআইএ।

ডিআইএর একজন কর্মকর্তা বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে এ পর্যন্ত জাল সনদধারী শিক্ষকের সংখ্যা ৮১৭ জন। এরমধ্যে ৫০০ জন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। আগামী রবিবার এই তালিকাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবে ডিআইএ। বাকিগুলো স্কুল-কলেজের শিক্ষক। গত সপ্তাহে ৪৭১ জন জাল সনদধারীর তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এই তালিকায় থাকা শিক্ষক-কর্মচারীদের মাস্থলি পেমেন্ট অর্ডার (এমপিও) বন্ধ, মামলা, বেতন-ভাতা বাবদ নেওয়া অর্থ ফেরতসহ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে ডিআইএ। ডিআইএ সূত্র জানায়, ২০২৪ সালে ১৫৪ জন শিক্ষকের

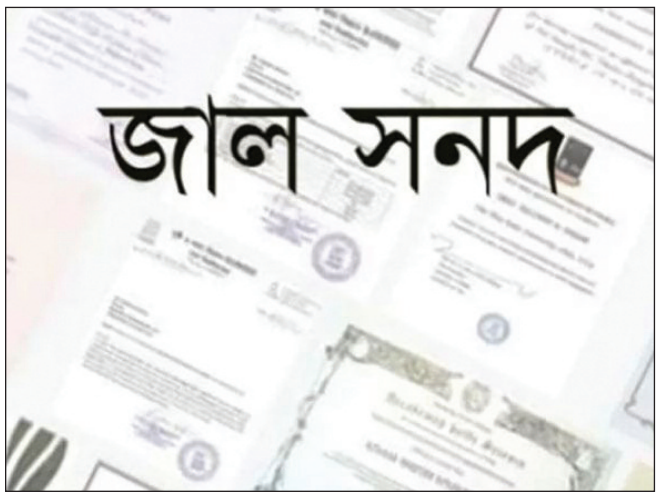

সনদ জালিয়াতির প্রমাণ পেয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। এরপর মন্ত্রণালয় ঐ বছরের এপ্রিলে অভিযুক্ত শিক্ষকদের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসে। এ সময় অভিযুক্ত শিক্ষকরা কোনো সদুত্তর দিতে না পারায় তাদের চাকরি থেকে বরখাস্তের পাশাপাশি প্রায় ৩৫ কোটি টাকার ফেরত আনার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু রহস্যময় কারণে এখনো তাদের বরখাস্ত করা হয়নি। ডিআইএর আরেকজন কর্মকর্তারা বলেন, সীমিত জনবল নিয়েও সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করে নানা অনিয়ম খুঁজে বের করেন তারা। তবে মন্ত্রণালয়ের এক অদৃশ্য সিন্ডিকেটের কারণে জাল সনদধারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। এই সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারলে জাল সনদধারীদের নিয়োগ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। জাল সনদধারীদের নিয়োগ বন্ধ না হলে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়ও রোধ করা যাবে না।

ডিআইএ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো তালিকায় মোট ৪৭১ জন শিক্ষক-কর্মচারীর তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৪ জন শিক্ষকের বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সনদ জাল করে চাকরি নিয়েছিলেন। এছাড়া কম্পিউটার সনদ জাল করে চাকরি করছেন ২২৯ জন। আর ৪৮ জন শিক্ষকের বিপিএড, বিএড, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ জাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ময়মনসিংহের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীর সনদ জাল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, ডিআইএর পাঠানো জাল সনদধারীদের তালিকাটি চিঠির মাধ্যমে মাউশিতে পাঠানো হয়েছে। যেহেতু তাদের বেতন-ভাতা মাউশির মাধ্যমে দেওয়া হয়, এজন্য এ বিষয়ে মাউশিকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। জাল সনদ হিসেবে চিহ্নিত হওয়া ব্যক্তিদের সরকারের কাছ থেকে নেওয়া বেতন-ভাতা ফেরত দেওয়ার নির্দেশনা দিতে সুপারিশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; এসব শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে মামলার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিআইএ পরিচালক প্রফেসর এম এম সহিদুল ইসলাম বলেন, 'ডিআইএর জনবল সংকট রয়েছে। এছাড়া নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। জাল সনদ এবং প্রতিষ্ঠানের জমি বেহাত হওয়ার বিষয়টি প্রতিটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে গুরুত্বসহ উল্লেখ করা হয়েছে। এসব অনিয়ম তুলে ধরে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।'

২০১২ সাল থেকে জাল সনদ শনাক্তকরণ কার্যক্রম শুরু করেছে ডিআইএ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ বিষয়ে জোরদার অভিযান চালাচ্ছে শিক্ষা প্রশাসনের পুলিশ খ্যাত সংস্থাটি। এরই ধারাবাহিকতায় স্কুল-কলেজের জাল সনদধারীদের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে সংস্থাটি। এর আগে ২০২৩ সালের শুরুতে স্কুল-কলেজের ৬৭৮ জন এবং কারিগরি ও মাদ্রাসার প্রায় ২০০ জন জাল সনদধারীর তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল সংস্থাটি। সে সময় মন্ত্রণালয় জাল সনদধারীদের বিরুদ্ধে মামলাসহ একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছিল। তবে মন্ত্রণালয়ের ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেক শিক্ষক-কর্মচারী উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে। আদালতে মামলা চলমান থাকায় অনেক জাল সনদধারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি সরকার।

দেশে বাড়ছে বিদ্যুতের দাম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ ও বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকায় বাংলাদেশেও ফার্নেস অয়েলের দাম ইতোমধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যয় বেড়েছে, পাশাপাশি সরকারের ভর্তুকির বোঝাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদ্যুতের পাইকারি ও খুচরা- দুই স্তরেই মূল্য পুনর্নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অর্থমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে গঠিত এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদমন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি অর্থ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের সচিবরাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সংশ্লিষ্টদের মতে, এই উদ্যোগ বিদ্যুৎ খাতে নতুন মূল্য সমন্বয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে।

কেন নতুন কমিটি: সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল ও ফার্নেস অয়েলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যয় হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। বিশেষ করে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে উৎপাদনব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি বড় অংশ এখনো তরল জ্বালানিনির্ভর হওয়ায় এই ব্যয় সরাসরি ভর্তুকির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

সরকার প্রতি বছর বিদ্যুৎ খাতে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে থাকে। তবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ, আমদানিব্যয় বৃদ্ধি এবং বাজেট ঘাটতির কারণে এই ভর্তুকি দীর্ঘমেয়াদে বহন করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। ফলে বিদ্যুতের মূল্য সমন্বয়কে অনেকটাই অনিবার্য সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, জ্বালানি সরবরাহব্যয় ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মূল্য সমন্বয়ের বিষয়টি এখন অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এ কারণে পাইকারি ও খুচরা উভয় পর্যায়ের বিদ্যুতের দাম পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা যাচাই করবে এই কমিটি।

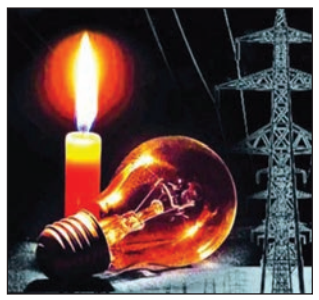

ভর্তুকির বোঝা কতটা: অর্থনীতিবিদ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি এখন সরকারের জন্য বড় ধরনের আর্থিক চাপ। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি মূল্য বাড়লে উৎপাদনব্যয় দ্রুত বেড়ে যায়, কিন্তু সেই অনুপাতে খুচরা পর্যায়ে মূল্য সমন্বয় না হলে ভর্তুকির পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

বিশেষ করে ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ইউনিটপ্রতি উৎপাদনব্যয় গ্যাসভিত্তিক কেন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে তরল জ্বালানিনির্ভর উৎপাদন বাড়লে সরকারের ভর্তুকি ব্যয়ও বেড়ে যায়। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে ভর্তুকির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে। এমন বাস্তবতায় বিদ্যুতের দাম সমন্বয় ছাড়া বিকল্প পথ সীমিত হয়ে পড়ছে।

এবার ইতালি থেকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে বাংলাদেশিদের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার ইতালি থেকে বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। আগামী ২০ এপ্রিল ৩০ বাংলাদেশিকে চার্টার্ড ফ্লাইটে ফেরত পাঠানোর কথা। ইতালি সরকার ইতোমধ্যে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে চিঠি দিয়েছে। গতকাল সোমবার ইমিগ্রেশন পুলিশের একটি সূত্র থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। এর আগেও ইতালি থেকে বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হয়েছে।

অবৈধ অভিবাসন, অপরাধে জড়ানোর অভিযোগ, ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বেশ কিছু দেশের ভিসায় কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। আবার ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়মের কারণেও বাংলাদেশিদের জন্য তৈরি হয়েছে ভিসা জটিলতা। ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে মানব পাচারের ঘটনাও ঘটছে।

গত ৮ এপ্রিল কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপের ১৩টি দেশ বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নির্দেশনা পাঠিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও অভিবাসন নীতিতে আকস্মিক এক পরিবর্তনের কারণে সংকটের মুখে পড়ে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্র বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্স) বাংলাদেশকে 'প্রমাণের স্তর ৩' বা সর্বোচ্চ ঝুঁকির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই সিদ্ধান্তের কারণে ভিসা পাওয়ার শর্তাবলি আগের চেয়ে বেশি কঠোর হয়েছে।

সমকান্তিলা বন্ধ বা কড়াকড়ি, উচ্চশিক্ষার জন্য নানা শর্তসহ বিদেশে কর্মসংস্থান সীমিত হয়ে যাওয়ায় অভিবাসন খাত এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের যুদ্ধ এই পরিস্থিতিকে আরও নেতিবাচক করে তুলতে পারে।

ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ বাংলাদেশিদের এর আগেও ফেরত পাঠানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি পরিবর্তনের আওতায় 'ভিসা বন্ড' তালিকায় বাংলাদেশের নাম যুক্ত করা হয়েছে। গত বছরের মার্চ থেকে এক বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত এসেছে অন্তত ২৪৮ জন। যাদের ফেরত পাঠানো

হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেককে শিকল ও ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে অমানবিক কায়দায় পাঠানো হয়।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ইতালি থেকে ২০ এপ্রিল চার্টার্ড ফ্লাইটে যাদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে তারা সেখানে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর কথা থাকলেও ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের কারণে ফ্লাইটের সূচি বদল হয়।

ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ইতালিতে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি বসবাস করেন। ২০১৫ সালের অক্টোবরে কারিতাস-মিগ্রান্তেস ফাউন্ডেশনের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, দেশটির মোট কর্মশক্তির ১০ দশমিক ৫ শতাংশ বিদেশি নাগরিক। ইতালিতে বসবাসরত বিদেশিদের প্রধান উৎস দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে রোমানিয়া, মরক্কো, আলবেনিয়া, ইউক্রেন ও চীনকে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পেরু ও বাংলাদেশ থেকে আসা নাগরিকের সংখ্যা বেড়েছে। ইতালির অর্ধেকেরও বেশি প্রদেশে নতুন ইস্যু করা রেসিডেন্স পারমিট বা বসবাসের অনুমতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা এখন শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে রয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

দেশে কমেছে ইলিশ উৎপাদন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসহ মানবসৃষ্ট নানা কারণে দেশে কমছে ইলিশ উৎপাদন। দুই বছরের ব্যবধানে এ মাছের উৎপাদন ১২ দশমিক ৪৯ শতাংশ কমেছে, পরিমাণের হিসাবে যেটি ৭১ হাজার টনের বেশি।

দুই দশকের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেকর্ড ৫ লাখ ৭১ হাজার টনের বেশি ইলিশ উৎপাদন হয়েছিল। এরপর টানা দুই বছরে সেটি কমে গত অর্থবছরে পাঁচ লাখ টনে নেমে এসেছে। বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, অতিরিক্ত ও বেআইনি আহরণ, ইলিশের অভয়াশ্রম ও প্রজননক্ষেত্রে ধ্বংস হওয়া, কারেন্ট জাল ব্যবহার, নদীতে চর, দূষণসহ সাগরে মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ সময়ের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘ ব্যবধানের কারণে এমনটি ঘটে থাকতে পারে। অবশ্য তারা বলছেন, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে দেশে আবারো ইলিশের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশে ২ লাখ ৯৫ টন ইলিশ উৎপাদন হয়। তবে এর পর থেকে প্রতি বছরই এর পরিমাণ বেড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেকর্ড উৎপাদন হয় ৫ লাখ ৭১ হাজার ৩৪২ টন। তবে এরপর টানা দুই বছর ইলিশ উৎপাদন কমেছে। আগের অর্থবছরের তুলনায় ৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদন দাঁড়ায় ৫ লাখ ২৯ হাজার ৪৮৭ টনে এবং ১২ দশমিক ৪৯ শতাংশ কমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে পাঁচ লাখ টনে।

মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ উৎপাদন কমে যাওয়ার পেছনে কয়েকটি মুখ্য কারণের কথা জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে জলবায়ু পরিবর্তন, বেআইনি মৎস্য আহরণ, ইলিশের অভয়াশ্রম ও প্রজনন স্থান নষ্ট, জেলি ফিশ বেড়ে যাওয়া, বিগত সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দূষণের কথা। পাশাপাশি তারা ইলিশের

জেনেটিক্যাল পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে বলেও ধারণা করছে। কেননা গত কয়েক বছরে আহরিত মাছের গড় দৈর্ঘ্য কমে এসেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। অর্থাৎ আগের তুলনায় ইলিশের আকার ছোট হয়েছে। আকার ছোট হওয়ায় ইলিশের মোট ওজনেও তার প্রভাব পড়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখার উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মো. আবুল কালাম আজাদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'সাগর ও নদীর মোহনায় ডুবোচর বেড়েছে। এতে ইলিশের চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। নদীর নাব্য কমে যাওয়া এবং জলবায়ুজনিত অভিঘাত ইলিশ উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।'

বিভাগওয়ারি হিসাবে বরিশাল ও চট্টগ্রামে বেশি ইলিশ আহরণ হয়। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনা করলে দেখা যায়, এক বছরের তুলনায় বরিশাল বিভাগে ইলিশ আহরণ কমেছে ২৩ হাজার ৫০৯ টন। বিভাগের ছয়টি জেলাতেই ইলিশ উৎপাদন কমেছে। সবচেয়ে বেশি ১১ হাজার ৩২০ টন কমেছে ভোলায়। এরপর বরগুনায় ৫ হাজার ৯১৩ টন এবং ৪ হাজার ৪৫৫ টন কমেছে পটুয়াখালীতে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিভাগে ইলিশ আহরণ কমেছে ১৬ হাজার ৭১১ টন। এর মধ্যে চাঁদপুর জেলায় ২ হাজার ৫৮১ টন, চট্টগ্রামে ৫ হাজার ৮৮৪, কক্সবাজারে ৩ হাজার ৬৯৬, লক্ষ্মীপুরে ১ হাজার ৩১৭ ও নোয়াখালীতে কমেছে ৩ হাজার ১৭১ টন।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন :

যুদ্ধই এক ধরনের ব্যবসা

পোস্ট ডেস্ক : জঙ্গলে দীর্ঘদিন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকা কলম্বিয়ান ভাড়াটে সৈন্যদের কাছে সুদানের সংঘাত শুরুতে অনেক ধীর মনে হয়েছিল। আফ্রিকার এই দেশে যুদ্ধ করার জন্য নিয়োগ পাওয়া শত শত কলম্বিয়ানদের একজন কার্লোস। তিনি জানান, 'সুদানে তারা রাতে ঘুমায়-এমনকি পাহারাও দেয় না, কারণ সবাই বিছানায় চলে যায়।'

সুতরাং, যখন কার্লোস ও তার সহযোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছালেন, তারা অন্ধকার ভেদ করে শত্রুপক্ষের এলাকার আরো গভীরে অগ্রসর হলেন।

তিনি বলেন, 'তারপর থেকেই লড়াই বাড়তে শুরু করল-আর সঙ্গে মৃতের সংখ্যাও।'

কার্লোস এই বছরের শুরুতে সুদানে পৌঁছান। সেখানে প্রায় দুই বছর ধরে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলছে; যেখানে সরকারি সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী 'র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস' (আরএসএফ)-এর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের মতে, এই সংঘাত সুদানকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে নিমজ্জিত করেছে; যেখানে দেড় লাখ মানুষ নিহত হয়েছে, নারী ও শিশুদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়েছে এবং প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুতির ঘটনা।

প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার মানুষ এখনো এল ফাশের শহরে আটকা পড়ে আছে, যা উত্তর দারফুরের রাজধানী এবং দারফুর অঞ্চলে সেনাবাহিনীর শেষ প্রধান ঘাঁটি। শহরটি ৫০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ। সেখানে প্রায় দেড় বছর ধরে কোনো ত্রাণ পৌঁছায়নি এবং শিশুরা পশুখাদ্য খেয়ে বেঁচে আছে। সেখানেই এখন পাঠানো হয়েছে কলম্বিয়ানদের, যারা আরএসএফ-এর হয়ে লড়ছে। কার্লোসের ভাষায়, 'যুদ্ধই এক ধরনের ব্যবসা।'

ভাড়াটে সৈন্যদের এই অংশগ্রহণের খবর প্রথম প্রকাশ পায় গত বছর, যখন বোগোটাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম লা সিলা ভাসিয়া জানায় যে ৩০০-রও বেশি সাবেক কলম্বিয়ান সেনা সুদানে যুদ্ধ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন-এর পর কলম্বিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নজিরবিহীনভাবে ক্ষমা চায়।

তবে কলম্বিয়ানদের ভূমিকা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না, তারা সুদানি শিশু সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং দেশটির সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুত শিবির জামজামে তাদের দেখা গেছে। এপ্রিল মাসে আরএসএফ ওই শিবিরে হামলা চালিয়ে ৩০০ থেকে ১,৫০০ জনকে হত্যা করে।

জাতিসংঘ একে যুদ্ধের অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যা বলে বর্ণনা করে।

দারফুরের জামজাম শিবিরের মুখপাত্র মোহাম্মদ খামিস দৌদা সুদান ট্রিবিউনকে বলেন, 'আমরা নিজের চোখে এক দ্বৈত অপরাধ দেখেছি: প্রথমে আরএসএফ আমাদের জনগণকে বাস্তুচ্যুত করেছে, এখন তাদের স্থানে বিদেশি ভাড়াটে সৈন্যরা শিবির দখল করেছে।'

কিছু কলম্বিয়ান প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন, তাদের বলা হয়েছিল তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতে তেল স্থাপনায় নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করবেন, কিন্তু কার্লোস জানতেন যে তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন-তবে আফ্রিকার কোন দেশে, সেটা জানতেন না।

তার যাত্রা শুরু হয় বোগোটায় চিকিৎসা পরীক্ষা দিয়ে, যেখানে তিনি মাসে ২,৬০০ ডলারের চুক্তিতে সই করেন। এরপর তাকে ইউরোপ হয়ে ইথিওপিয়ায়, সেখান থেকে সোমালিয়ার বসাসো শহরে অবস্থিত এক আমিরাতি সামরিক ঘাঁটিতে নেওয়া হয়। পরে তাকে পাঠানো হয় সুদানের নিয়ালা শহরে-যা এখন কলম্বিয়ান ভাড়াটে সৈন্যদের কেন্দ্র হিসেবে কুখ্যাত।

কার্লোস স্বীকার করেছেন যে, তার প্রথম কাজ ছিল সুদানি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া-যাদের অধিকাংশই ছিল শিশু। তিনি বলেন, 'ক্যাম্পগুলোতে হাজার হাজার প্রশিক্ষণার্থী ছিল, কিছু প্রাপ্তবয়স্ক, কিন্তু বেশিরভাগই শিশু-অনেক অনেক শিশু। এই শিশুরা আগে কখনও অস্ত্র ধরেনি। আমরা তাদের রাইফেল, মেশিনগান, আরপিজি ব্যবহার শেখাতাম। তারপর তাদের ফ্রন্টলাইনে পাঠানো হতো। আমরা তাদের যুদ্ধ করতে নয়, মরতে পাঠাচ্ছিলাম।'

তিনি বলেন, শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ছিল 'ভয়ঙ্কর ও পাগলাটে' অভিজ্ঞতা, কিন্তু 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুদ্ধ এমনই।'

আন্তর্জাতিক সংকট গোষ্ঠীর কলম্বিয়া বিষয়ক সিনিয়র বিশ্লেষক এলিজাবেথ ডিকিনসন বলেন, কলম্বিয়ার আধা-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সশস্ত্র সংঘাতের ইতিহাস রয়েছে। তাদের সৈন্যরা শুধু ভালোভাবে প্রশিক্ষিতই নয়, বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে কঠিন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাই তারা সবসময় প্রস্তুত থাকে।

কলম্বিয়ান সাবেক সামরিক সদস্যরা ইরাক, আফগানিস্তান এবং বর্তমানে ইউক্রেনেও যুদ্ধ করেছেন। গত বছর নভেম্বরে কলম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, প্রায় ৫০০ নাগরিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইউক্রেনে গেছেন।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো ভাড়াটে যুদ্ধকে বর্ণনা করেছেন 'মানুষকে পণ্য বানিয়ে হত্যার ব্যবসা' হিসেবে। তিনি এই ব্যবসা নিষিদ্ধ করার অঙ্গীকার করেছেন। তবে প্রাক্তন যোদ্ধাদের অনেকেই সমাজে পুনঃএকীভূত হতে ব্যর্থ হন, আর উচ্চ আর্থিক প্রলোভনের কারণে এই ব্যবসা শিগগিরই বন্ধ হবে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ডিকিনসনের মতে, যদি কেউ ১৮ বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় এবং ২০ বছর কাজ করে, তবে অবসর নেওয়ার সময় তার বয়স ৪০ বছরও হয় না। তখনও তার ১৫-২০ বছর যুদ্ধ করার মতো বয়স থাকে। কিন্তু কলম্বিয়ার অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের জন্য সহায়তা কাঠামো খুবই দুর্বল, বিশেষ করে যখন অন্য সংগঠনগুলো এত বড় আর্থিক প্রস্তাব দেয়।

বিশেষজ্ঞ শন ম্যাকফেইট বলেন, বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় বিশ্বের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভাড়াটে সৈন্যরা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই ব্যবসা আবার দ্রুত বাড়ছে।

তিনি বলেন, 'এটি বিশ্বের প্রাচীনতম পেশাগুলোর একটি। আমরা এক প্রকার মধ্যযুগীয় যুগে ফিরে যাচ্ছি, যেখানে অতিধনীরা নিজেরাই সুপারপাওয়ারে পরিণত হতে পারে।'

সৌদি আরবে একদিনে সাতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

পোস্ট ডেস্ক : মাদক পাচারের দায়ে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ একদিনে দোষী সাব্যস্ত সাতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। সৌদি প্রেস এজেন্সি জানায়, পাঁচজন সৌদি নাগরিক এবং দু'জন জর্ডানির বিরুদ্ধে রাজ্যে অ্যামফেটামিন ট্যাবলেট পাচারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সংস্থাটি জানায়, অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিবেচনামূলক শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। রোববার রিয়াদে এই দণ্ড কার্যকর করা হয়। ২০২৬ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত রিয়াদ মাদক সম্পর্কিত মামলায় ৩৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে করা হিসাব অনুযায়ী যা মোট ৬১টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। এ বছর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে বিদেশি নাগরিকরাই বেশি। তাদের মোট সংখ্যা ৩৩। ২০২৫ সালে দেশটিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা টানা দ্বিতীয় বছরের মতো রেকর্ড ছুঁয়েছিল। ওই বছর ৩৫৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এর মধ্যে ২৪৩ জনই মাদক-সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত ছিলেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯০ সাল থেকে সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ডের তথ্য সংরক্ষণ শুরু করার পর এটিই ছিল এক বছরে সর্বোচ্চ সংখ্যা। এর আগের রেকর্ড ছিল ২০২৪ সালে ৩৩৮টি মৃত্যুদণ্ড। প্রায় তিন বছর বিরতির পর ২০২২ সালের শেষ দিকে সৌদি আরব আবার মাদক সংক্রান্ত অপরাধে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর শুরু করে। আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশটি একই সঙ্গে ক্যাপটাগন নামের অবৈধ উত্তেজক মাদকের অন্যতম বড় বাজার। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত নেতা বাশার আল-আসাদ-এর আমলে এই মাদক ছিল দেশটির সবচেয়ে বড় রপ্তানি পণ্য। মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে সৌদি আরব দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনার মুখে রয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো এটিকে অতিরিক্ত বলে উল্লেখ করেছে এবং বলেছে, এটি বিশ্বে নিজেদের আধুনিক ভাবমূর্তি তুলে ধরার সৌদি প্রচেষ্টার সঙ্গে স্পষ্ট বৈপরীত্য সৃষ্টি করছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষাচুক্তি স্থগিত করল ইতালি

পোস্ট ডেস্ক : ইসরায়েলের সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তির স্বয়ংক্রিয় নবায়ন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইতালি। দেশটির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এ ঘোষণা দিয়েছেন।

টাইমস অফ ইসরায়েলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েল ও ইতালি একে-অপরের সঙ্গে সামরিক সরঞ্জাম (অস্ত্র) এবং প্রযুক্তি গবেষণা আদান-প্রদান করে।

ভেরোনায় এক উৎসবে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তির স্বয়ংক্রিয় নবায়ন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে তৎকালীন ইতালির প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বারলুসকোনির সময় এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয় এবং প্রতি পাঁচ বছর পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হয়ে আসছিল। এই চুক্তির আওতায় দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহযোগিতা চলত।

গাজায় হামলার পর থেকে ইতালিজুড়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়।

দেশটির ডানপন্থী সরকারের ওপরও এই ইস্যুতে ব্যাপক চাপ তৈরি হয়।

গত সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে দেওয়া এক ভাষণে মেলোনি জানান, গাজা উপত্যকায় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করবে ইতালি। তিনি বলেন, ইসরায়েলের পদক্ষেপ 'মানবিক সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং এতে বেসামরিক মানুষের গণহত্যা ঘটছে।'

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানবিরোধী সামরিক অভিযানের সময় ইতালি তাদের সিগোনেলা ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু যুদ্ধবিমান অবতরণের অনুমতিও দেয়নি বলে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এবং ইতালীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।

যে কারণে ভেঙ্গে গেল ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান হাইভোল্টেজ সংলাপ

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সপ্তাহান্তের আলোচনায় তেহরানের পারমাণবিক কার্যক্রম নিয়ে মতবিরোধই ছিল প্রধান অচলাবস্থা। ওয়াশিংটন তাদের প্রস্তাবে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ২০ বছরের জন্য স্থগিত করার কথা বলেছিল। কিন্তু তেহরান জানিয়েছে তারা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত এতে সম্মত হতে পারে। এমন তথ্য জানিয়েছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসলামাবাদ আলোচনায় ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রম স্থগিত করা নিয়ে দুই দেশ প্রস্তাব আদান-প্রদান করলেও চুক্তির মেয়াদ নিয়ে বড় ব্যবধান রয়ে গেছে। তেহরান সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধের প্রস্তাব দেয়। যা ট্রাম্প প্রশাসন প্রত্যাখ্যান করে ২০ বছরের ওপর জোর দেয়। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস দু'জন জ্যেষ্ঠ ইরানি কর্মকর্তা ও একজন মার্কিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে এ তথ্য জানায়।

এই অবস্থান ডনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের আগের দাবির তুলনায় একটি বড় পরিবর্তন, যেখানে তারা ইরানকে স্থায়ীভাবে অভ্যন্তরীণ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল। কারণ এটি ভবিষ্যতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথ খুলে দিতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ইয়ান ব্রেমার মনে করেন, মতবিরোধের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত ১২ বছর ছয় মাসের একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

সংলাপ এখনো চলছে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সংঘাত নিরসনে সপ্তাহান্তের এই বৈঠকটি ছিল এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ এবং ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ। যদিও পারমাণবিক ইস্যুতে অচলাবস্থার কারণে ইসলামাবাদ আলোচনা শেষ হয়, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সংলাপ এখনো চালু আছে এবং শান্তিচুক্তির পথ এখনো খোলা রয়েছে। এর মধ্যেই সোমবার ইরানের বন্দরগুলোতে মার্কিন সামরিক অবরোধ শুরু হয়েছে, যা প্রায় এক সপ্তাহের পুরোনো যুদ্ধবিরতিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে কর্মকর্তারা জানান, সরাসরি আলোচনার দ্বিতীয় দফা আয়োজনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে, যদিও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

ইসলামাবাদে কী ঘটেছিল

ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ছাড়াও আলোচনার আরেকটি বড় ইস্যু ছিল হরমুজ প্রণালি, যা বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। ইরান কার্যত এটি বন্ধ করে রেখেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র তা পুনরায় খুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া তেহরানের ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাও ছিল আলোচনার অন্যতম বিষয় বলে রয়টার্স জানিয়েছে। ইসলামাবাদের বিলাসবহুল সেরেনা হোটেলের ভেতরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তিনটি অংশে। একটি মার্কিন দলের জন্য, একটি ইরানি দলের জন্য এবং একটি যৌথ বৈঠকের জন্য, যেখানে পাকিস্তান মধ্যস্থতা করে। প্রধান কক্ষে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ ছিল। ফলে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের গালিবাফসহ প্রতিনিধিদের বিরতির সময় বাইরে গিয়ে নিজ নিজ দেশে বার্তা পাঠাতে হয়েছে। একজন পাকিস্তানি সরকারি সূত্র বলেন, আলোচনার মাঝামাঝি মনে হয়েছিল অগ্রগতি হবে এবং চুক্তি হতে পারে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ২০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আলোচনা চলে। যখন নিরাপত্তা নিশ্চয়তা ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মতো বিষয়ে আলোচনা আসে, তখন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, আমরা কীভাবে আপনাদের বিশ্বাস করব, যখন জেনেভার আগের বৈঠকে আপনারা বলেছিলেন কূটনীতি চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র হামলা করবে না?

উল্লেখ্য, জেনেভা বৈঠকের দুই দিন পরই যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল ইরানে হামলা চালায়।

চুক্তির কাছাকাছি গিয়েও ভাঙন

সূত্রগুলো জানায়, হরমুজ প্রণালি, নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য ইস্যু ছাড়াও চুক্তির পরিধি নিয়েও মতবিরোধ ছিল। যুক্তরাষ্ট্র মূলত পারমাণবিক বিষয় ও হরমুজ প্রণালিতে গুরুত্ব দিলেও, ইরান একটি বিস্তৃত সমঝোতা চেয়েছিল। এক পর্যায়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আলোচনা কক্ষের বাইরে উচ্চস্বরে কথা শোনা যায়। পরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান অসিম মুনির এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার চা-বিরতির ঘোষণা দিয়ে দুই পক্ষকে আলাদা কক্ষে নিয়ে যান।

আলোচনায় যুক্ত একটি সূত্র জানান, দুই পক্ষ খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল এবং প্রায় ৮০ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছিল। কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তখনও নেয়া সম্ভব হয়নি। দু'জন জ্যেষ্ঠ ইরানি সূত্র রয়টার্সকে জানান, পুরো পরিবেশ ছিল ভারী ও অমায়িক। পাকিস্তান পরিবেশ নরম করার চেষ্টা করলেও কোনো পক্ষই ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল না। তবে রোববার ভোরের দিকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি দেখা যায় এবং আলোচনার সময় একদিন বাড়ানোর সম্ভাবনাও তৈরি হয়।

তীব্র জ্বালানি সংকটে দেশ

করেন, অকটেন ও পেট্রোলের মজুদ দিয়ে আগামী দুই মাসেও কোনো সমস্যা হবে না। ডিজেলের ক্ষেত্রেও মে মাসে পর্যন্ত সমস্যা দেখছেন না। দেশে ডিজেল মজুদ রয়েছে এক লাখ এক হাজার ৩৮৫ মেট্রিক টন, অকটেন ৩১ হাজার ৮২১ মেট্রিক টন, পেট্রোল ১৮ হাজার ২১১ মেট্রিক টন, ফার্নেস তেল ৭৭ হাজার ৫৪৬ মেট্রিক টন এবং জেট ফুয়েল ১৮ হাজার ২২৩ মেট্রিক টন। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের দাবি, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর আগে যে পরিমাণ তেল দেয়া হতো, এখনো তাই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় বেশি কিনছে। বিজয় সরণির ট্রাস্ট পাম্পে আগে ৫০ থেকে ৫৪ হাজার লিটার অকটেন দেয়া হলেও গত মঙ্গলবার দেয়া হয়েছে ৮০ হাজার লিটারের বেশি। জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুদের বিরুদ্ধে অভিযানের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচ লাখ ৪২ হাজার ২০৬ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, গত ৩ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে ৯ হাজার ১১৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এসব অভিযানে তিন হাজার ৫১০টি মামলা হয়েছে, জরিমানা আদায় হয়েছে এক কোটি ৫৬ লাখ ৯ হাজার ৬৫০ টাকা এবং ৪৫ জনকে কারাদ-দেয়া হয়েছে। জ্বালানি সংকট নিয়ে মানুষের মধ্যে হাহাকার এবং সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ উঠলেও দায়িত্বশীল মন্ত্রী-আমলারা কাজির গরু কেতাবের হিসাব নিয়েই রয়েছেন। বর্তমানে জ্বালানি সংকট কার্যত বৈশ্বিক সংকট। এ সংকট মোকাবিলা ও উত্তরণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের মতো করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে এবং জ্বালানি সংকট উত্তরণে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অথচ নতুন নির্বাচিত সরকার এখনো গণবিচ্ছিন্ন আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছেন।

কয়েক সাপ্তাহ থেকে রাজধানী ঢাকায় পেট্রোল পাম্পগুলোতে যানবাহনের প্রচন্ড ভিড়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও জ্বালানি ক্রয় করতে পারছেন না ক্রেতারা। এমনকি জ্বালানির জন্য সারারাত পেট্রোল পাম্পের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখা গেছে। গত বুধবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে একই চিত্র দেখা গেছে। গত কয়েক দিন বাইকের সারি দীর্ঘ দেখা গেলেও বুধবার প্রাইভেটকারের সারি দেখা গেছে। ঢাকার প্রায় প্রতিটি পেট্রোল পাম্পে বাস, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার, অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলের দীর্ঘ সারি। কেউ আগের রাত থেকে, কেউ ভোর থেকে, আবার কেউ সকালে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। তবুও তেল পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না।

জ্বালানি তেল বিতরণে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা ফেরাতে ঢাকায় পরীক্ষামূলকভাবে মোটরসাইকেল চালকদের জন্য 'ফুয়েল পাস' অ্যাপ বা ওয়েবসাইট চালু করা হয়। এ ব্যবস্থায় নিবন্ধনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা একটি ইউনিক কিউআর কোড পাচ্ছেন, যা নির্দিষ্ট পেট্রোল পাম্পে স্ক্যান করে তেল সংগ্রহ করা যাচ্ছে। ফুয়েল পাসধারী মোটরসাইকেল আরোহীরা সর্বোচ্চ এক হাজার টাকার জ্বালানি তেল নিতে পারছেন। তবে সাধারণ মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীরা পাচ্ছেন সর্বোচ্চ ৫০০ টাকার তেল।

আরামবাগের বাসিন্দা মজিবুর রহমান ঢালি ভোরে ফজরের নামাজ শেষে মোটরসাইকেলে তেল নিতে বের হন। মতিঝিলের একটি পাম্পে পৌঁছানোর আগেই দেখেন লাইনের শেষ প্রান্ত আধা-কিলোমিটার পর্যন্ত চলে গেছে।

ডিপো থেকে তেলের গাড়ি না আসায় সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সরবরাহই শুরু হয়নি। পরে বেলা সোয়া ১১টার দিকে তেল দেয়া শুরু হলে তখনো তিনি লাইনে অপেক্ষমাণ ছিলেন। তিনি বলেন, 'ভোরে বের হয়েছিলাম কাজে যাব বলে; কিন্তু দুপুরেও যেতে পারব কি-না জানি না। সব কিছুই অনিশ্চিত হয়ে গেছে।'

টিকাটুলি, যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, ধোলাইরপাড়, নীলক্ষেত, কাঁটাবন, ঢাকা কলেজ, শাহবাগ, ফার্মগেইট, উত্তরা এলাকায় একই চিত্র দেখা গেছে। দীর্ঘ লাইনের কারণে অনেক সড়ক আংশিক দখল হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে শনির আখড়ার বাসিন্দা মাইনুল হোসেন খান বলেন, 'বুধবার কয়েকটি পাম্প ঘুরেও তেল পাইনি। এখন আবার লাইনে দাঁড়িয়েছি। প্রচন্ড রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে পড়ছি।'

ঢাকা-গাজীপুর রুটের ভিআইপি পরিবহনের বাসচালক চাঁন মিয়া নীলক্ষেত মোড়ে বাস রেখে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, 'দুপুরের পর থেকে তেল দেয়া শুরু হবে বলেছে। তাই সিরিয়াল দিয়ে বসে আছি। সবসময় বাস চালাতে পারি না, তাই আয়ও কমে গেছে।'

ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সচালকরা জানান, তেল সংকটে তারা মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে দূরের পথে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। কোথাও কোথাও সিএনজি গ্যাসেরও সংকট দেখা দিচ্ছে, যা পরিস্থিতি আরো জটিল করছে।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বুধবার সচিবালয়ের তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের বলেছেন, জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকারসহ সব শ্রেণিপেশার মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সংকট এতটাই বড় যে, এর বোঝা সবাইকে ভাগ করে নিতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের জন্য বরাদ্দ জ্বালানি প্রথমে কমানো হয়েছে, শুধু সরকারি খাত নয়, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে।

সরকারি ব্যয় সঙ্কোচন নীতি প্রসঙ্গে ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, মন্ত্রীদের জ্বালানি বরাদ্দ কমানোর পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে নতুন সুবিধা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আন্তর্জাতিক অস্থিরতা বিশেষ করে ইরান-ইসরাইল-আমেরিকা যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে। এর প্রভাবে দেশে ডিপো থেকে তেল সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। সময়মতো ও পর্যাপ্ত জ্বালানি না আসায় পাম্পগুলো গ্রাহকদের কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। বর্তমান জ্বালানি সংকট পরিস্থিতিতে জনজীবনে সৃষ্টি হয়েছে বহুমাত্রিক চাপ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে কর্মঘণ্টা নষ্ট, পণ্য ও যাত্রী পরিবহন ব্যাহত, জরুরি যানবাহনও আটকে পড়ছে সড়কে তীব্র যানজট, গরমে অসুস্থতা এবং ভোগান্তি চরমে উঠছে। রাজধানী ঢাকায় জ্বালানি সংকটে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংকট দীর্ঘায়িত হলে জাতীয় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। মিলকারখানায় উৎপাদন কমবে। পরিবহন খাতের ধীরগতিতে সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়তে পারে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা ও জরুরি সেবাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জ্বালানি সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক না হলে জনভোগান্তি আরো বাড়বে এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব আরো গভীর হবে।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. বদরুল ইমাম বলেন, 'জ্বালানি সংকটের এই সমস্যা শুধু আমাদের দেশে নয়, এটি বৈশ্বিক সমস্যা। এখন জ্বালানি সাশ্রয়ী হওয়া একটি বড় উপায় যার মাধ্যমে কিছুটা হলেও স্বস্তি আসতে পারে। জ্বালানি ব্যবহারে কৃচ্ছ্রসাধন করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই।' সরকারের উচিত চলমান এই সংকটে জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুদ ঠেকাতে কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে। অবৈধভাবে মজুদ করে উচ্চমূল্যে বিক্রি করার কিছু অবৈধ ব্যবসায়ী আছে। এ ধরনের লোকজন সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বুধবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মনির হোসেন চৌধুরী বলেছেন, কাঁচামালের অভাবে দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি বন্ধ হওয়ার খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসলেও শোধনাগারটি এখনো সীমিত উৎপাদনে চালু আছে। সরকার সূচি অনুযায়ী পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নিশ্চিত করছে এবং নিয়মিত আমদানির পাশাপাশি বিকল্প উৎস থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জ্বালানি তেলের সংকটের কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে সুরাহা করতে না পারায় জামায়াত, এনসিপি, সিপিবিসহ রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, এনার্জিতে (জ্বালানি তেল) এখন হাহাকার। তেল আছে শুধু সংসদে, বাংলাদেশে নেই। সংসদে যখন দায়িত্বশীল মন্ত্রী কোনো বিবৃতি দেন অথবা সরকারি দলের ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে কেউ কথা বলেন, তখন মনে হয় যে, তেলের ওপর বাংলাদেশ ভাসছে। গাড়ি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিলোমিটারের পর কিলোমিটার লাইনে দাঁড়িয়েও মানুষ তেল পাচ্ছে না। কিন্তু কালোবাজারে আড়াই-তিনগুণ বেশি দামে সেই তেল বিক্রি হচ্ছে। তবে মাঝে মধ্যে কিছু লোকদেখানো অভিযান চালানো হচ্ছে। সিন্ডিকেটের খুঁটির জোরে এসব হচ্ছে।'

জ্বালানি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ব্যর্থ হলে ভুক্তোভোগী সাধারণ মানুষও প্রতিবাদী হয়ে উঠবে।

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের

সাধারণত বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলা ব্যক্তিদের স্বীকৃতি হিসেবে প্রকাশ করে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিন লিখেছে, তিনি কয়েক মাস আগেও লন্ডনের সবুজ-শ্যামল দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নির্বাসিত অবস্থায় এক নিরুদ্বেগ জীবন কাটাচ্ছিলেন। তবে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অপসারণের ঘটনা দৃশ্যপট বদলে দেয়।

৫৭ বছর বয়সী এই রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী বিরোধী আন্দোলনের কর্মী থেকে জাতীয় নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এরপর ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে দেশে ফিরে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ভূমিধস জয় পান তারেক রহমান।

এই বিজয়ের অর্থ তারেক রহমান তার মা খালেদা জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ঢাকায় ফেরার মাত্র পাঁচ দিন পরেই তার মা মারা যান।

জানুয়ারিতে টাইম ম্যাগাজিনকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময়েও তারেক রহমানের শোক ছিল তাজা। তবে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন সাড়ে ১৭ কোটি মানুষের দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিকে আবার সচল করতে সেই শোককে কাজে লাগাবেন।

টাইম ম্যাগাজিনে আরো বলা হয়, বাংলাদেশ বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও যুব বেকারত্বে জর্জরিত। আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এসব সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।

এর আগে টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তারেক রহমান বলেন, 'আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে মানুষ তাদের রাজনৈতিক অধিকার পেতে পারে।'

কানাডায় ইতিহাস গড়লেন

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। বর্তমানে লিবারেল পার্টির আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৪টি-তে।

মৌলভীবাজারের মনু পাড়ের মেয়ে ডলি বেগমের শিকড় মৌলভীবাজার জেলার মনুমুখ বাজরাকোনা এলাকায়। বাবা রাজা মিয়া এবং মা জবা বেগমের হাত ধরে মাত্র অল্প বয়সেই তিনি কানাডায় পাড়ি জমান। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি মনুমুখ বাজরাকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর মনুমুখ পিটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৯৯ সালে তিনি পরিবারের সাথে প্রবাস জীবনে যান। তাঁর এই সাফল্যে এখন আনন্দের জোয়ার বইছে মৌলভীবাজারে।

জানা যায়, ডলি বেগম টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং লন্ডনের বিশ্বখ্যাত ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্রাদেশিক রাজনীতিতে তিনি ছিলেন এক অপ্রতিরোধ্য নাম। ২০১৮ সালে প্রথমবার নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এনডিপি) প্রার্থী হিসেবে অন্টারিও প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত 'এমপিপি' হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এরপর ২০২২ এবং ২০২৩ সালেও তিনি ধারাবাহিকভাবে বিজয়ী হন।

চলতি বছরের শুরুতে স্কারবোরো সাউথওয়েস্ট আসনটি শূন্য হলে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির আমন্ত্রণে ডলি বেগম লিবারেল পার্টিতে যোগ দেন। লিবারেল দলে যোগ দেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়া এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর লড়াইকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

ডলি বেগমের এই সংগ্রামের পথটি সহজ ছিল না। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি তাঁর স্বামী, টরন্টোর বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার রিজওয়ান রহমানকে হারান। ব্যক্তিগত জীবনের এই গভীর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে তিনি নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং এই অনন্য বিজয় অর্জন করেন।

মৌলভীবাজারের ডলি বেগমের সাফল্যে স্থানীয়রা বলছেন, এটি শুধু ডলি বেগমের ব্যক্তিগত জয় নয়, বরং এটি সারা বিশ্বের বাংলাদেশিদের এবং নতুন প্রজন্মের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা। বিশ্ব দরবারে মৌলভীবাজার তথা বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরলেন ডলি বেগম।

ব্রিটেনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ৭ মে

সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তর অভিযোগ করেছেন।

এদিকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার স্থানীয় নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে বড় ধরনের ইউ-টার্ন নেয়ার ফলে বাতিলের ঘোষণা দেয়া ৩০টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাচন এখন নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে প্রায় ৪৬ লাখ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।

সরকার প্রথমে জানিয়েছিল, স্থানীয় প্রশাসনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সামনে থাকায় নির্বাচন আয়োজন ব্যয়বহুল ও জটিল হবে। তবে সমালোচকদের অভিযোগ ছিল, ৭ মে সম্ভাব্য ভরাডুবি এড়াতেই নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হচ্ছিল। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় দ্য টেলিগ্রাফ।

স্থানীয় সরকারবিষয়ক সচিব স্টিভ রিড এক চিঠিতে নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্তের কথা জানান। হাইকোর্টে রিফর্ম ইউকে-এর আইনি চ্যালেঞ্জের ঠিক আগে এই ঘোষণা আসে। রিড জানান, "সাম্প্রতিক আইনি পরামর্শ" পাওয়ার পর সরকার বুঝতে পারে, নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত আইনসম্মত নয়। পাশাপাশি, আইনি লড়াইয়ের জন্য রিফর্ম ইউকের প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড খরচ সরকার বহন করবে বলেও নিশ্চিত করা হয়েছে।

রিফর্ম ইউকের নেতা নেইজেল ফারেজ সরকারের আচরণকে "স্বৈরাচারী" বলে আখ্যা দিয়ে বলেন, "এটি শুধু রিফর্মের নয়, দেশের গণতন্ত্রের জয়।" তার দাবি, বেআইনি সিদ্ধান্তের দায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

কনজারভেটিভ পার্টির নেত্রী কেমি বাডেনচ অভিযোগ করেন, "ভোটারদের মুখোমুখি হতে ভয় পেয়েই সরকার নির্বাচন ঠেকাতে চেয়েছিল।" তিনি বলেন, স্থানীয় গণতন্ত্র রক্ষায় সংবাদপত্রটির ভূমিকা প্রশংসনীয়।

আইনি বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট ২০০০-এর একটি ধারা, যার মাধ্যমে মন্ত্রীরা স্থানীয় নির্বাচন স্থগিতের ক্ষমতা পান। সাবেক মন্ত্রী রবার্ট জেনরিক দাবি করেন, কোভিড মহামারির সময়ও সরকারি আইনজীবীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে টানা দুই বছর স্থানীয় নির্বাচন বাতিল করা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বেআইনি হবে।

তবে ইউ-টার্ন সত্ত্বেও সরকার গ্রেটার এসেক্স, সাসেক্স ও ব্রাইটন, হ্যাম্পশায়ার ও সোলেন্ট, এবং নরফোক ও সাফোক অঞ্চলের চারটি মেয়র নির্বাচন বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে।

এদিকে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে জানা গেছে, নির্বাচন ও প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে করদাতাদের প্রায় ৬ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ড অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হতে পারে।

ইরান যুদ্ধ একটি 'ভুল': ব্রিটিশ চ্যান্সেলর

অপছন্দ করেন বলে এ সময় উল্লেখ করেন রিভস।

ব্রিটিশ চ্যান্সেলর জানান, বিশ্ব আগে যে অবস্থায় ছিল, যুদ্ধের পর পরিস্থিতি তার চেয়ে নিরাপদ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না।

তার এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করছেন, তার সামরিক অভিযানে ইরান প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের পর দেশটির চ্যান্সেলর রাচেল রিভসের এই বক্তব্য স্পষ্ট করে, ইরানের সঙ্গে এই সংঘাত নিয়ে যুক্তরাজ্যের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে অস্বস্তি ও দ্বিমত কাজ করছে। বিশেষ করে ওয়াশিংটনে মাটিতে ব্রিটিশ চ্যান্সেলরের এই মন্তব্য দুই দেশের সম্পর্কে নতুন টানাপড়েনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে বিমান ফ্লাইট

চালু হবে বিমানের ফ্লাইট। হজ মৌসুম থাকায় মে ও জুন মাসের পর ফ্লাইটটি চালু হবে। এদিকে টিকেটিং সিস্টেম চালু হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ম্যানচেস্টার অঞ্চলের যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা। ম্যানচেস্টারের ইউকে এনআরবি সোসাইটির পরিচালক এম জুনেদ আহমদ জানিয়েছেন, টিকিটিং সিস্টেম চালু হওয়ার বিষয়টি এরই মধ্যে কমিউনিটিকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, ফ্লাইট চালুর আগে সবাই এ বিষয়ে অবগত হবেন।

তিনি জানিয়েছেন, এ ফ্লাইট বন্ধ করা ছিলো বিমান কর্তৃপক্ষের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। বর্তমান সরকার এসে ফ্লাইট চালুর ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় প্রবাসীরা এখন খুশি। এটি আগামীতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলাচল করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

সোসাইটির আরেক পরিচালক জামাল আহমদ বলেন, ফের ফ্লাইট চালুর কার্যক্রম শুরু করে বিএনপি সরকার ঘোষণা করলো বর্তমান সরকার জনগনের সরকার। এ রুটে ফ্লাইট কখনোই অলাভজনক ছিলো না। অথচ অসত্য তথ্য দিয়ে প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা হয়েছিলো। ফের ফ্লাইট চালুর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় তিনি প্রধানমন্ত্রী সহ বিমানমন্ত্রী, বানিজ্যমন্ত্রী ও প্রবাসী কল্যানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

ব্রিটেনের সঙ্গে ট্রাম্পের টানাপোড়েন

নেতিবাচকভাবে দেখছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেন জানান, যুক্তরাষ্ট্র যখন সমর্থন চেয়েছিল, তখন যুক্তরাজ্য পাশে ছিল না।

এদিকে ওয়েলসের ফার্স্ট মিনিস্টার মরগানও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বড় প্রতিরক্ষা প্রকল্প থেকে সরে আসার দাবি জানান।

তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে পেমব্রোকশায়ারে একটি গভীর মহাকাশ রাডার স্থাপনার কাজ বন্ধ করার আহ্বান জানান। এটি বিশ্বব্যাপী নির্ধারিত তিনটি স্থানের একটি।

লেডি মরগান বলেন, ট্রাম্পের যুক্তরাজ্যের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ এবং ইরানে হামলায় সমর্থন না দেওয়ায় যুক্তরাজ্যকে হুমকি দেওয়ার কারণে এই প্রকল্পে যুক্ত থাকা উচিত নয়।

তিনি আরও বলেন, ট্রাম্পের ইরানি সভ্যতা ধ্বংসের হুমকি খুবই উদ্বেগজনক। এমন অবিশ্বস্ত অংশীদারের সঙ্গে যুক্ত থাকা ঠিক নয়, যিনি বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের হুমকি দিয়েছেন এবং আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সেনাদের ভূমিকা নিয়েও অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন।

এসব কারণে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পরোক্ষ হুমকি দিয়ে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি গত বছর স্যার কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে করা চুক্তিটি পরিবর্তন করতে পারেন, কারণ মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেন যথেষ্ট সমর্থন দেয়নি।

ট্রাম্প বলেন, "আমরা তাদের ভালো একটি বাণিজ্য চুক্তি দিয়েছি। যতটা দেওয়ার দরকার ছিল তার চেয়েও ভালো। তবে এটি চাইলে পরিবর্তন করা যেতে পারে।"

স্টারমারের এই অবস্থানকে একদিকে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার কারণ হিসেবেও দেখা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্প শুধু পররাষ্ট্রনীতিই নয় বরং যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ নীতি নিয়েও সমালোচনা করেন। তার মতে, ব্রিটেনের অভিবাসন নীতি "অব্যবস্থাপূর্ণ" এবং উত্তর সাগরের তেলগ্যাস অনুসন্ধান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত "ভুল পদক্ষেপ"।

ট্রাম্প দাবি করেন, জ্বালানি উৎপাদন কমিয়ে যুক্তরাজ্য নিজের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং এতে জ্বালানির দাম বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন , কঠোর জ্বালানি নীতি এবং অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা দেশকে সংকটে ফেলতে পারে।

যুক্তরাজ্যের বিরোধী দল ও কিছু রাজনৈতিক নেতা ট্রাম্পের মন্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি "শেষ সতর্কবার্তা" হতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

অন্যদিকে সরকারপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে "দীর্ঘস্থায়ী ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব" হিসেবে উল্লেখ করেছে। এই সম্পর্ক কোনো একক রাজনৈতিক ব্যক্তির বক্তব্যে প্রভাবিত হবে না বলেও জানিয়েছে দেশটি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রেজারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হলেও একই সঙ্গে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক সমানভাবে বজায় রাখা জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় একক বাণিজ্য অংশীদার। ২০২৪ সালে মোট বাণিজ্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশই ছিল দুই দেশের মধ্যে। তবে সাম্প্রতিক চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে ট্রাম্পের হুমকি দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন ব্রিটিশ রাজদম্পতি

নিহতদের পরিবারের সদস্য এবং জরুরি সেবাকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রয়েছে। রাজদম্পতি শহরে আরো কিছু অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন যেখানে সাহিত্য, খাদ্যনিরাপত্তা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তুলে ধরা হবে।

ভার্জিনিয়ায় একটি জাতীয় উদ্যান, ঘোড়দৌড়কেন্দ্রিক একটি স্থানীয় খামার এবং অ্যাপালাচিয়ান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পরিবেশনা উপভোগ করবেন তারা। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি ব্লক পার্টিতেও যোগ দেবেন রাজদম্পতি।

লুৎফুর ও এসপায়ার পার্টিকে নির্বাচিত করুন : জেরেমি করবিন এমপি

কমিউনিটি নেত্রী ও টিচার নাইমা ওমর ,সমাজ কর্মী ও লাভ সুইমের ডিরেক্টর লেসলী গ্রীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ,ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার মাইয়ুম মিয়া তালুকদার ।

বক্তারা সবাই লুৎফুর রহমানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বলেন -টাওয়ার হ্যামলেটসের লুৎফুর রহমানের ও এসপায়ারের কোনো বিকল্প নেই।

লুৎফুর রহমানের প্রতি সমর্থন প্রদান করে আরো বক্তব্য রাখেন -ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারপারসন ব্যারিষ্টার আতাউর রহমান, ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট খসরুজ্জামান খসরু, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদের সালেহ, কমিউনিটি নেতা মাহফুজ নাহিদ, মাহিন মজুমদার ও কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সকল বক্তাই মেয়র লুৎফুর রহমানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভূয়শী প্রশংসা করে আগামীদিন এসপায়ার পার্টিকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান।

মেয়র লুৎফুর রহমান তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যে তার প্রশাসনের অর্জনসমূহ তুলে ধরে বলেন, আপনারা দয়াকরে উন্নতি ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার জন্য আমাদের ভোট দিন। কথা দিচ্ছি, যতদিন দায়িত্বে থাকবো, যতদিন দিন সুস্থভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারবো ততদিন আপনাদের সেবা করে যাবো। আপনারা অষ্টারিটিকে না বলুন। ফাণ্ড কর্তনকে না বলুন। ইনভেস্টমেন্টকে সমর্থন দিন।

তিনি আরো বলেন -নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রায় ১২০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রায় ৯৩ শতাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকীগুলো হলে তার অর্জন হবে ৯৭%। মেয়র বলেন, তার নেতৃত্বে গৃহীত বেশ কিছু উদ্যোগ শুধু টাওয়ার হ্যামলেটস নয়, বরং সমগ্র যুক্তরাজ্যের জন্যও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেরেমি করবিন এমপি আরো বলেন যে, লুৎফুর ও এসপায়ার পার্টিকে পুনরায় নির্বাচিত করার জন্য আগামী ৭ ই মে সবাইকে বের হতে হবে এবং বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। এসপায়ারকে নির্বাচিত করা মানে হচ্ছে, হাউজিং এর যে বিশাল কাজ শুরু হয়েছে তা অব্যাহত রাখা। তরুণ থেকে বৃদ্ধ, পুরুষ বা নারী সবার জন্য যে সেবা দেয়া হচ্ছে তা আরো নিশ্চিত করা।

অনুষ্ঠানে মেয়র প্রার্থী লুৎফুর রহমানের নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন এসপায়ার পার্টির চেয়ারম্যান কে এম আবু তাহের চৌধুরী। এসময় তার সাথে ছিলেন সেক্রেটারি শেনালী মিয়া এবং ট্রেজারার সৈয়দ তারেক আব্দুল্লাহ।

এসপায়ার চেয়ারম্যান তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে -মেয়র লুৎফুর রহমান ও এসপায়ারের ৪৫ জন কাউন্সিলারদের নির্বাচিত করার জন্য আহ্বান জানান।

নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান আরো বলেন, "আমি জটিল সমস্যাগুলো সমাধানে এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সব সময় কাজ করেছি। হাউজিং, শিক্ষা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, লেইসার সুবিধা ও জীবনযাত্রার ব্যয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করেছি। মিথ্যা কথায় কান না দিয়ে আমাদের সাথে থাকুন।

বক্তারা লুৎফুর রহমানের সেরা ৪০টি অর্জনের কথা তাদের আলোচনায় উল্লেখ করেন। এগুলো হলো, ফ্রি স্কুল মিল ও স্কুল ইউনিফর্ম, হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও এ-লেভেল গ্রান্ট, যুব ও নারী সেন্টার, ফ্রি হোম কেয়ার, বিনামূল্যে সুইমিং সুবিধা, কাউন্সিল মালিকানাধীন ঘর-বাড়ি উন্নয়ন, জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় আর্থিক সহায়তা, নিরাপত্তা ও সিসিটিভি সম্প্রসারণ, ক্লিন ও গ্রীন উদ্যোগ, এবং পাবলিক সার্ভিস ও কমিউনিটি উন্নয়ন।

বক্তারা বলেন, মেয়র লুৎফুর রহমানের কিছু কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রথম এবং একমাত্র বারা হিসেবে তার কিছু অনন্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে -

* প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে স্কুল মিল, ৩৮ হাজার শিশু উপকৃত।
*৳১,৫০০ করে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট এবং এ লেভেলে বছরে৳৬০০ করে শিক্ষা ভাতা (EMA)। দুটো মিলে ৫,২০০ শিক্ষার্থী উপকৃত।
* প্রায় ৭,০০০ নতুন শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম।
* ইয়ুথ সার্ভিসে বছরে৳১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ, যার মধ্যে ২০টি ওয়ার্ডে একটি করে ইয়ুথ সেন্টার, মেয়েদের জন্য একটি আলাদা বিশেষায়িত সেন্টার ও একটি নারী সেন্টার।
* ফ্রি হোম কেয়ারের জন্য বছরে৳৪.৯ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ। (এদেশে ২য় বারা হিসেবে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন)
* ফ্রি সুইমিং-এ তালিকাভুক্ত ২০ হাজার ৳১০৭ মিলিয়ন পাউন্ড লেইসার সুবিধায় বিনিয়োগ।
* কাউন্সিল মালিকানাধীন ঘরবাড়ির উন্নয়নে৳৬০৯ মিলিয়ন পাউন্ড বাজেট পরিকল্পনা।
* মে ২০২৬-এর মধ্যে সরবরাহের পথে ৬,৪৪১টি ঘরবাড়ি।

লন্ডনের ইমামের বিরুদ্ধে সিলেটে পর্নোগ্রাফি মামলা নিয়ে তোলপাড়

স্ত্রী আমিনা খাতুন ও সন্তানদের নিয়ে সিলেটে আসেন। শুক্রবার দুপুরে কোতোয়ালি থানা পুলিশের একটি দল গিয়ে তাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে আসে। সুবহানীঘাটের পাশ্ববর্তী ধোপাদিঘীর পূর্বপাড় এলাকার বাসিন্দা ফাতেমা বেগমের দায়ের করা পর্ণোগ্রাফির অভিযোগে তাকে আটক করা হয়। মামলায় ফাতিমা অভিযোগ করেন- শাকিরের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। ভিডিও কলের মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রায় সময় যোগাযোগ হয়। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার পার্সোনাল অশ্লীল ছবি ও ভিডিও মোবাইলে ধারণ ও সংরক্ষণ করে রাখে। এবার দেশে এসে তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। এক পর্যায়ে বিয়ের কথা বললে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে।

এদিকে মামলার কাগজপত্রে ভিডিও কলের যে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাফেজ শাকিরের স্বজনরা। তার ভাই লন্ডন প্রবাসী শাকিল আহমদ জানিয়েছেন- হাফেজ শাকির যে স্বভাবের মানুষ নয় তাকে সেই স্বভাবে দোষী করা হচ্ছে। ফাতেমা ও তার ভাই শাহাদাত এক সময় তাদের প্রতিবেশী ছিল। ফলে পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রায় সময় হাফেজ শাকের তাদের টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করতেন। পিতার অসুস্থতার মিথ্যা অজুহাত তুলে টাকা নেয়ার পর থেকে তিনি সহযোগিতা বন্ধ করে দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কাল্পনিক অভিযোগ তুলে বিবাহিতা মহিলা ফাতেমা তার ভাইকে ব্ল্যাকমেইল শুরু করে। এতে শাহাদাতের গোটা পরিবার জড়িত বলে দাবি করেন তিনি। বলেন- তার ভাই শাকিরের সঙ্গে ওই মহিলার সরাসরি কোনো ভিডিও কল নেই। বরং শাকিরের হোয়াটসআপে ন্যুড ভিডিও পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে ৫ লাখ টাকা দাবি করেছিল। আর টাকা না দেয়ার কারণে এখন শাকিরকে ফাঁসানো হয়েছে। শনিবার ছিল শাকিরের লন্ডনে ফেরার ফ্লাইট। মিথ্যা ঘটনা দিয়ে মামলা করে তাকে শুক্রবারই গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় তটস্থ হয়ে শাকিরের স্ত্রী আমিনা খাতুন স্বজনদের অনুরোধে স্বামীকে কারাগারে রেখেই সন্তানদের নিয়ে শনিবার দেশ ছেড়েছেন।

কোতোয়ালি থানার ওসি খান মো. মাইনুল জাকির জানিয়েছেন- ফাতিমার অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। আসামি গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এখন পুলিশ ঘটনার সত্যতা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করছে। তবে মামলার বাদী ফাতেমার অস্বাভাবিক ভিডিও কলে হাফেজ শাকিরের সশরীরে উপস্থিতির বিষয়টি পাওয়া যায়নি। এ কারণে অভিযোগের সত্যতা জানতে মোবাইল ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। ওদিকে- হাফেজ শাকির গ্রেপ্তারে ক্ষোভ জানিয়েছেন স্ত্রী আমিনা খাতুন। তিনি বলেন- তার স্বামীর চরিত্র কী সেটি তিনি ভালো করেই জানেন। একজন হাফেজ ও আলেমের চরিত্র নিয়ে একটি ব্ল্যাকমেইলার গ্রুপ নাটক সাজিয়েছে। আর সেটি পুলিশ গ্রহণ করেছে। এটা মেনে নেয়ার নয়।

১৫ বছরে সবচেয়ে বড় ছাঁটাইয়ের ঘোষণা বিবিসির

এই ছাঁটাই হচ্ছে বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনের অংশ হিসেবে। আগামী মাসে নতুন মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন ম্যাট ব্রিটিন। তার দায়িত্ব নেওয়ার আগেই এই পরিবর্তন শুরু হচ্ছে।

খরচ কমাতে বিবিসি ৬০০ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি পরিকল্পনা নিয়েছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কর্মী কমানো হবে এবং কিছু অনুষ্ঠান বন্ধ করা হবে। সাবেক মহাপরিচালক টিম ডেভি আগে বলেছিলেন, আগামী তিন বছরে সংস্থার মোট খরচের ১০ শতাংশ কমাতে হবে।

টিম গত ২ এপ্রিল পদত্যাগ করেন। এর আগে তিনি নভেম্বর মাসে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তার সময়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প, গাজা ও ট্রান্স অধিকার ইস্যু নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

বিবিসি এখন সরকারের সঙ্গে তাদের রয়্যাল চার্টার নবায়ন নিয়ে আলোচনা করছে। আগামী বছরের শেষে এই চার্টারের মেয়াদ শেষ হবে। লাইসেন্স ফি মডেল নিয়েও আলোচনা চলছে। গত ১ এপ্রিল লাইসেন্স ফি বেড়ে ১৭৪.৫০ পাউন্ড থেকে ১৮০ পাউন্ড হয়েছে। গত বছর ২ কোটি ৩৮ লাখ পরিবারের কাছ থেকে ৩.৮ বিলিয়ন পাউন্ড আয় করেছে বিবিসি। এছাড়া বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে আরও ২ বিলিয়ন পাউন্ড এসেছে।

তবে লাইসেন্স ফি দেওয়া পরিবারের সংখ্যা কমেছে। এক বছরে প্রায় ৩ লাখ পরিবার কমেছে। মানুষ এখন বেশি ঝুঁকছে নেটফ্লিক্স ও ডিজনির মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের দিকে।

স্ট্রিমিং সেবার কারণে বিবিসি আরও চাপে পড়ছে। গত বছর অফকম সতর্ক করে বলেছিল, পাবলিক সার্ভিস টিভি 'বিপন্ন প্রজাতি' হয়ে যেতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে বিবিসি তাদের বিবিসি আইপ্লেয়ার সেবা বাড়াতে চাইছে। পাশাপাশি জানুয়ারিতে ইউটিউবের সঙ্গে কনটেন্ট চুক্তি করেছে।

বিবিসি জানিয়েছে, গত তিন বছরে তারা ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় করেছে। এর বড় অংশ কনটেন্ট তৈরিতে খরচ করা হয়েছে।

দেশে ৬৪৭৬ জন 'ভুয়া' মুক্তিযোদ্ধা বাদ

তাদের সনদ ও সুযোগ-সুবিধা বাতিলের সুপারিশ করা হয়। রংপুর-৪ আসনসহ দেশের যেকোনো প্রান্তের অমুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে একই প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তালিকা স্বচ্ছ করার কাজ অব্যাহত থাকবে। এর আগে জামুকা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধাপে ধাপে মোট ৬ হাজার ৪৭৬ জনকে তালিকাচ্যুত করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি বড় অংশই ভারতীয় তালিকার অপব্যবহারকারী।

ভয়াবহ মন্দার ঝুঁকিতে বিশ্ব অর্থনীতি: আইএমএফ

হয়ে যাওয়ায় এবং ইরান-যুক্তরাষ্ট্র শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় জ্বালানি তেলের দাম হু হু করে বেড়েছে।

আইএমএফ বলছে, তেলের দাম যদি এ বছর গড়ে ১১০ ডলার এবং আগামী বছর ১২৫ ডলারে পৌঁছায়, তবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থবিরতা চরম রূপ নেবে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সালে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়াতে বাধ্য হবে। আর যুদ্ধ যদি দুই বছর ছাড়িয়ে যায় তবে মন্দার ঝুঁকি বাড়বে কয়েকগুণ।

আইএমএফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যদি সংকটের সমাধান হয় এবং বছরের মাঝামাঝি নাগাদ মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদন ও রপ্তানি স্বাভাবিক হতে শুরু করে, তবে ২০২৬ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ১ শতাংশ হতে পারে। তবে এটি আগের পূর্বাভাস অর্থাৎ ৩ দশমিক ৩ শতাংশের চেয়ে কম।

উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো এ বছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বড় ধরনের ধস বা সংকোচনের মুখে পড়তে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছে আইএমএফ। সংস্থাটির পূর্বাভাস অনুযায়ী, এ বছর ইরানের অর্থনীতি ৬ দশমিক ১ শতাংশ সংকুচিত হবে। তবে যুদ্ধ দ্রুত শেষ হলে ২০২৭ সালে দেশটি ৩ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ফিরে পেতে পারে।

অন্যদিকে, কাতারের মতো দেশ, যারা তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) বড় সরবরাহকারী, তারাও ইরানের হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম এলএনজি শোধনাগার রাস লাফান আক্রান্ত হওয়ায় ২০২৬ সালে কাতারের অর্থনীতি ৮ দশমিক ৬ শতাংশ সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। আইএমএফ উল্লেখ করেছে, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো একটি দেশের অর্থনীতি টিকে থাকা নির্ভর করে তার জ্বালানি অবকাঠামো ও হরমুজ প্রণালির ওপর নির্ভরশীলতার ওপর। যেমন, সৌদি আরবের নিজস্ব ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন থাকায় তারা বিকল্প পথে তেল পাঠাতে পারে। ফলে তাদের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমলেও ৩ দশমিক ১ শতাংশ টিকে থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে এর বাইরে অধিকাংশ তেল রপ্তানিকারক দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে আগামী কয়েকমাসে জ্বালানি পরিবহন ব্যবস্থা কতটা দ্রুত স্বাভাবিক হয় তার ওপর।

সাংবাদিকদের বৈশাখী আড্ডা

অনুষ্ঠান আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সাংবাদিক মোসলেহ উদ্দিন, এমরান আহমদ, আবদুল হান্নান, আবদুল কাদির মুরাদ, শাহ বেলাল, জুয়েল রাজ, আফজাল হোসেন, সারোয়ার হোসেন, এখলাসুর রহমান পাক্কু, মোহাম্মদ সোবহানসহ আরও অনেকে।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে ফ্রি আফটার-স্কুল ক্লাবের উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার : তরুণদের শিক্ষাগত সাফল্যে সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি নতুন কমিউনিটি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার, ২৭ মার্চ ২০২৬, পূর্ব লন্ডনের লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে।

ফ্রি আফটার স্কুল ক্লাব নামে এই কর্মসূচিটি পরিচালনা করছে ইস্টহ্যান্ডস, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় এবং বিবিসি চিলড্রেন ইন নিড-এর অর্থায়নে। এর উদ্দেশ্য হলো শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের পড়াশোনায় সহায়তা, ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবহারের সুযোগ এবং নিরাপদ, তত্ত্বাবধানে থাকা পরিবেশ প্রদান করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন রুপী আমিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিন ও ট্রাস্টি বাবলুল হক, প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মো আব্দুল হান্নান, এখলাছুর রহমান পাক্কু , সারওয়ার হোসেন, মহিতুল ইসলাম বাবলু, জাহাঙ্গীর শিকদার প্রমুখ।

এই কর্মসূচি ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় চলবে। প্রতিটি সেশনে যোগ্য টিউটর ও স্টাফদের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনার সহায়তা, মজার কার্যক্রম, ইন্টারনেট সুবিধা এবং শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা হবে। আয়োজকরা আশা করছেন, এই ক্লাব "মনকে অনুপ্রাণিত করবে এবং ভবিষ্যৎ গড়বে।"

যেসব অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভর্তি করাতে আগ্রহী, তাদের দ্রুত যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে, কারণ আসন সংখ্যা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

একজন অভিজ্ঞ, যোগ্য ও দ্বীনদার ইমাম নিয়োগ দেওয়া হবে

- ইংরেজি, বাংলা ও আরবি ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে সক্ষম হতে হবে।
- সুন্নী আকীদায় দৃঢ় হতে হবে।
- যুক্তরাজ্যে ইমামতির পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদনের নির্দেশনা:
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিচের ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
253E East India Dock Road, London E14 0EG
07947 528370

ভ্রমণের সময়ের নিরাপত্তায় কিছু নববী রীতি

মুফতি সাইফুল ইসলাম

মানুষের জীবনে ভ্রমণ একটি অপরিহার্য অংশ। জীবিকা, শিক্ষা, দাওয়াত কিংবা প্রয়োজন; বিভিন্ন কারণে মানুষকে পথ ধরতে হয়। কিন্তু পথ সবসময় নিরাপদ নয়। অজানা ঝুঁকি, দুর্ঘটনা, দুষ্কৃতকারী, ক্লান্তি; সব মিলিয়ে ভ্রমণ একটি অনিশ্চিত অভিজ্ঞতা।

এই বাস্তবতায় ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনাই দেয়নি, বরং ভ্রমণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও দিয়েছে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত কিছু নববী রীতি, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

ভ্রমণের শুরুতেই রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে যাত্রা শুরু করতে। তিনি যখন সফরে বের হতেন, তখন দোয়া পড়তেন-

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

উচ্চারণ: "সুবহানাল্লাযি সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মকিরিনীন

অর্থ: আল্লাহ পবিত্র, যিনি এ বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন" (মুসলিম, হাদিস : ১৩৪২)

এই দোয়া শুধু ইবাদত নয়, বরং মানসিক প্রস্তুতি। মানুষকে মনে করিয়ে দেয়; নিরাপত্তার প্রকৃত উৎস আল্লাহ, আর মানুষ তাঁরই ওপর নির্ভরশীল।

ভ্রমণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নববী নির্দেশনা হলো একা সফর না করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি মানুষ জানত একা ভ্রমণে কী বিপদ আছে, তাহলে কেউ একা সফরে বের হতো না।" (বুখারি, হাদিস : ২৯৯৮)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, "একজন আরোহী শয়তান, দুইজন দুই শয়তান, আর তিনজন হলে তারা একটি দল।" (আবু দাউদ, হাদিস : ২৬০৭; তিরমিজি, হাদিস : ১৬৭৪)

এই হাদিসগুলোর মধ্যে গভীর নিরাপত্তাবোধ নিহিত রয়েছে।

দলবদ্ধ ভ্রমণ মানে পারস্পরিক সহায়তা, বিপদের সময় সহযোগিতা এবং অপরাধের ঝুঁকি হ্রাস পাওয়া। যা আধুনিক নিরাপত্তা নীতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভ্রমণে নেতৃত্ব নির্ধারণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ নববী রীতি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "যখন তিনজন কোনো সফরে বের হয়, তখন তারা যেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্ধারণ করে।" (আবু দাউদ, হাদিস : ২৬০৮)

এই নির্দেশনা দলগত শৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর।

একটি নির্দিষ্ট নেতৃত্ব থাকলে বিভ্রান্তি কমে, সিদ্ধান্ত দ্রুত হয় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

ভ্রমণের সময় কখন যাত্রা করা হবে; এ বিষয়েও নববী দিকনির্দেশনা রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "তোমরা রাতে ভ্রমণ করো, কারণ রাতে জমিন সংকুচিত হয়ে যায় (অর্থাৎ পথ সহজ হয়)।" (আবু দাউদ, হাদিস: ২৫৭১)

তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দিনের তাপদাহ এড়ানো এবং পথের সুবিধা লাভের বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমান যুগে এর অর্থ দাঁড়ায়; পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নিরাপদ সময় নির্বাচন করা।

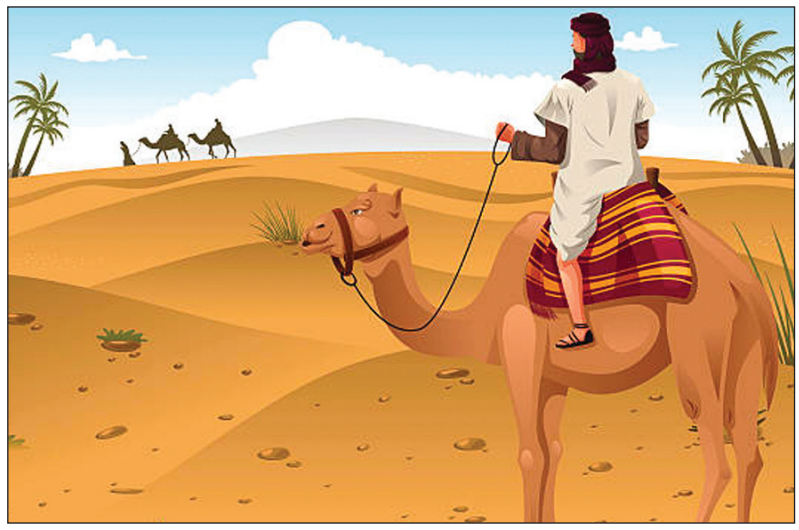

ভ্রমণে বিরতি নেওয়া এবং সঠিকভাবে অবস্থান করাও নিরাপত্তার অংশ। রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন- "তোমরা যখন রাতের বেলা অবস্থান করবে, তখন রাস্তার ওপর অবস্থান করো না; কারণ এটি রাতে জীবজন্তুর চলাচলের পথ।" (মুসলিম, হাদিস নং ১৯২৬)

এটি একেবারেই বাস্তবসম্মত নির্দেশনা। যা আমাদের শিখায় যে, সফর করার সময় বিরতির জন্য নিজ বাহন রাস্তায় না রেখ নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে।

ভ্রমণের সময় সম্পদ ও বাহনের নিরাপত্তার দিকেও ইসলাম দৃষ্টি দিয়েছে। এক ব্যক্তি তার উটকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে চাইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেন- "প্রথমে উটকে বেঁধে রাখো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।" (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৭)

এটি ইসলামের নিরাপত্তা দর্শনের একটি মৌলিক নীতি। শুধু তাওয়াক্কুল নয়, বরং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর তাওয়াক্কুল।

ভ্রমণে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার বিষয়েও নববী নির্দেশনা রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "সফর হলো শাস্তির একটি অংশ; যখন তোমাদের কেউ তার কাজ সম্পন্ন করে, তখন সে যেন দ্রুত তার পরিবারের কাছে ফিরে আসে।" (বুখারি, হাদিস : ১৮০৪) অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ঝুঁকি বাড়ায়; এই বাস্তবতাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

সবশেষে, ভ্রমণের নিরাপত্তায় দোয়া ও আল্লাহর স্মরণ একটি শক্তিশালী মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুরক্ষা। রাসুলুল্লাহ (সা.) সফরের সময় বিভিন্ন দোয়া পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করতেন। এটি মানুষের ভেতরে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে এবং ভয়-আতঙ্ক কমায়।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, নববী রীতিতে ভ্রমণের নিরাপত্তা কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এখানে রয়েছে পরিকল্পনা, সতর্কতা, দলগত শৃঙ্খলা, বাস্তব প্রস্তুতি এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরতার সমন্বয়। আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বহু নীতিই এই নববী শিক্ষার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই নিরাপদ ভ্রমণের জন্য এই রীতিগুলো অনুসরণ করা কেবল ধর্মীয় অনুশীলনই নয়, বরং একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত।

জুমার দিনের মর্যাদা ও করণীয়

পোস্ট ডেস্ক :

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

সুরা : জুমুয়া, আয়াত : ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

সরল অনুবাদ

৯. হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

সুরা জুমুয়ার আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হচ্ছে যে, এই দিনটি মুসলিমদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুম'আ' বলা হয়। এই দিনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হাদিসে এসেছে; যেমন, আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগৎকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুময়ার দিন। (মুসলিম, হাদিস: ২৭৮৯) আরও এসেছে, "যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে, জুময়ার দিন। এই দিনেই আদম (আ.) সৃজিত হন, এই দিনেই তাকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জন্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। আর কেয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। "(মুসলিম, হাদিস: ৮৫৪) আরও এসেছে, "এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়।" (বুখারি, হাদিস: ১৯৩৫)

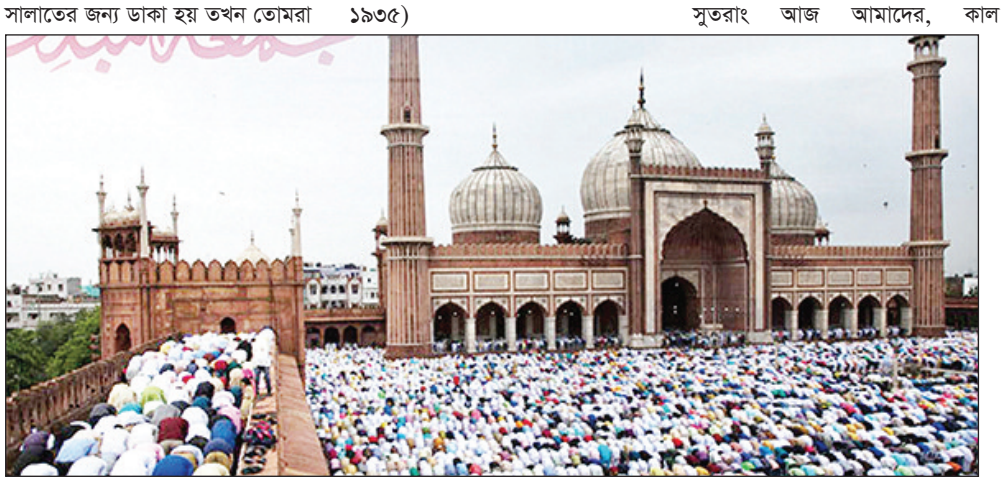

আল্লাহ তাআলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইয়াহুদীরা 'ইয়াওমুস সাবত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং নাসারারা রবিবারকে।

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে। অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমরা সবশেষে এসেও কিয়ামতের দিন অগ্রণী হব। আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। যদিও তাদেরকে আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। কিন্তু তারা এতে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পথ দিয়েছেন। এই যে দিনটি, তারা এতে মতভেদ করেছে। অত:পর আল্লাহ আমাদেরকে এ দিনের সঠিক হেদায়াত করেছেন। তা হলো, জুম'আর দিন। সুতরাং আজ আমাদের, কাল ইয়াহুদীদের। আর পরশু নাসারাদের।" (বুখারি, হাদিস : ৮৭৬)

আয়াতে উল্লেখিত يُودَىٰ অর্থ যখন ডাকা হয়। এখানে খোর্তবার আযান বোঝানো হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর, তাফসিরে বাগভী) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ, আবু বকর এবং উমরের যুগে জুমুয়ার দিনে ইমাম যখন মিম্বরে বসত তখন প্রথম আযান দেয়া হত। তারপর যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগ আসল এবং মানুষ বেড়ে গেল তখন তৃতীয় আহবানটি তিনি বাড়িয়ে দেন" (বুখারি, হাদিস : ৯১২) আর আয়াতে বর্ণিত فَاسْعَوْا শব্দের এক অর্থ দৌড়ানো এবং অপর অর্থ কোনো কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ, সালাতের জন্যে দৌড়ে আসতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে সালাতের জন্যে গমন কর।" (বুখারি, হাদিস: ৬৩৬, মুসলিম, হাদিস: ৬০২) আয়াতের অর্থ এই যে, জুমুয়ার দিনে জুমুয়ার আযান দেয়া হলে আল্লাহর যিকিরের দিকে গুরুত্বসহকারে যাও। অর্থাৎ সালাত ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে যেমন অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর সালাত ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না। এখানে 'যিকির' বলে জুমুয়ার সালাত এবং এই সালাতের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে। বহু হাদিসে জুময়ার দিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মসজিদে হাযির হওয়ার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে জুময়ার দিনে জানাবত তথা অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার মত গোসল করবে, তারপর (প্রথম ঘণ্টায়) মসজিদে হাজির হবে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘণ্টায় গেল সে যেন গরু কুরবানী করল। যে তৃতীয় ঘন্টায় গেল সে যেন শিংওয়ালা ছাগল কুরবানী করল। যে চতুর্থ ঘন্টায় গেল সে যেন মুরগী উৎসর্গ করল। যে পঞ্চম ঘন্টায় গেল সে যেন ডিম উৎসর্গ করল। তারপর যখন ইমাম বের হয়ে যায় তখন ফেরেশতারা (লিখা বন্ধ করে) ইমামের কাছে হাযির হয়ে যিকর (খুতবা) শুনতে থাকে।" (বুখারি, হাদিস: ৮৮১) তাছাড়া এটা অনেকের নিকট দোয়াঅ কবুল হওয়ার সময়। এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জুময়ার দিনে এমন একটি সময় আছে কোনো মুসলিম যদি সে সময়ে আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ চায় তবে অবশ্যই তিনি তাকে সেটা দিবেন"। (বুখারি, হাদিস: ৬৪০০)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৭.০৪.২৬ শুক্রবার	4:46	5:58	01:45	5:50	8:11	9:45
১৮.০৪.২৬ শনিবার	4:43	5:56	01:30	5:51	8:12	9:45
১৯.০৪.২৬ রবিবার	4:41	5:54	01:30	5:52	8:14	9:45
২০.০৪.২৬ সোমবার	4:39	5:52	01:30	5:53	8:16	9:45
২১.০৪.২৬ মঙ্গলবার	4:35	5:49	01:30	5:55	8:17	9:45
২২.০৪.২৬ বুধবার	4:33	5:47	01:30	5:56	8:19	9:45
২৩.০৪.২৬ বৃহস্পতিবার	4:31	5:45	01:30	5:57	8:21	9:45

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

আর্সেনালকে ম্যানসিটির হুঙ্কার

পোস্ট ডেস্ক : ম্যাচের পর স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের গ্যালারি থেকে ম্যানচেস্টার সিটির সমর্থকরা গলা ফাটাচ্ছে, 'আর ইউ ওয়াচিং আর্সেনাল?' ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের পয়েন্ট টেবিলের চূড়ায় থাকা গানারদের এভাবেই নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছিলেন সিটিজেন ভক্তরা। দেবে না-ই বা কেন? আজ স্বাগতিক চেলসিকে যে ৩-০ গোলে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছে সিটি। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলের চূড়ায় থাকা আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান ৬-এ কমিয়ে

এনেছে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল কিছুটা ম্যাড়ম্যাড়ে। কোল পালমার আর পেদ্রো নেতোদের আক্রমণ রুখে দিয়ে রক্ষণভাগ অটুট রাখে সফরকারী সিটি। তবে বিরতির পর ড্রেসিংরুম থেকে ফিরেই অন্য এক সিটির দেখা মেলে। ৫০তম মিনিটে নিকো ও'রাইলির চমৎকার হেডে ডেডলক ভাঙে সিটিজেনরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লাবের হয়ে নিজের প্রথম লীগ গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্ক গেহি। ম্যাচের শেষ গোলটি করেন জেরেমি ডকু। চেলসি মিডফিল্ডার ময়েসেস কায়সেদোর মারাত্মক ভুলের সুযোগ নিয়ে ৩-০ গোলের জয় নিশ্চিত করেন এ বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড।

এখন ফুটবল বিশ্বের নজর আগামী সপ্তাহের সেই অলিখিত ফাইনালে। ইত্তিহাদ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল। ঘরের মাঠে জয় তুলে নিতে পারলে সিটির ব্যবধান কমে দাঁড়াবে মাত্র ৩-এ, হাতে থাকবে একটি বাড়তি ম্যাচ। শিরোপা লড়াই কি শেষ পর্যন্ত সিটির হাতেই যাবে, নাকি দুই যুগ পর আর্সেনাল প্রিমিয়ার লীগ শিরোপার স্বাদ পাবে, সেসব সময়ই বলে দেবে।

দুশ্চিন্তায় আর্জেন্টিনা

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বকাপের পর্দা উঠতে বাকি মাত্র মাস দুই। এমন সময়ে গভীর উৎকণ্ঠা ভর করেছে আর্জেন্টিনা শিবিরে। লন্ডনের মাঠ থেকে মিলানের গ্যালারি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উড়ে এলো একের পর এক দুঃসংবাদ। লিওনেল স্কালোনি যখন বিশ্বকাপের দল গোছাতে ব্যস্ত, তখন দলের অন্যতম তিন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের চোটের খবর তার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। সেই তিনজন হলেন রক্ষণভাগের ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, আক্রমণভাগের লাউতারো মার্টিনেজ ও গোলপোস্টের অতন্দ্র প্রহরী এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে রোববার সান্ডারল্যান্ডের মুখোমুখি হয় টটেনহ্যাম হটস্পার। ৬৪তম মিনিটে এক অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য থমকে দেয় আর্জেন্টাইন সমর্থকদের

হৃদয়। সান্ডারল্যান্ড ফরোয়ার্ড ব্রায়ান ব্রবির ধাক্কায় নিজ দলের গোলকিপার আন্তোনিন কিনস্কির সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় রোমেরোর। হাঁটুর প্রচণ্ড আঘাতে মাঠেই লুটিয়ে পড়েন এই রক্ষণভাগের খেলোয়াড়। তার চোখের জলে মাঠ ছাড়ার দৃশ্য বড় কোনো বিপদেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্পার্সের নতুন কোচ রবের্তো দে জের্বি এ চোটকে আখ্যা দেন 'খুবই বাজে' হিসেবে। দুর্ভাগ্য একা আসেনি। রোমেরোর পাশাপাশি স্কালোনির কপালে ভাঁজ বাড়িয়েছেন দিবু মার্টিনেজ এবং গোলমেশিন লাউতারো মার্টিনেজ। ইন্টার মিলানের হয়ে খেলতে গিয়ে সেই পুরনো পেশির চোট ফিরে এসেছে লাউতারোর। এর আগে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে অ্যাস্টন ভিলার শুরুর একাদশে থেকে ছিটকে যান এমিলিয়ানো মার্টিনেজও। বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার ম্যাচের আগে অস্বস্তিবোধ করায় ম্যাচ খেলতে মাঠে নামতে পারেননি। এ বিষয়ে ভিলা কোচ উনাই এমেরি বলেন, ওয়ার্মআপের সময় সে আমাদের জানায়, কাফ মাসলে অস্বস্তি বোধ করছে। সেখানে ব্যথা ছিল। আগামী ১১ই জুন পর্দা উঠবে বিশ্বকাপ আসরের, আর ৩০ মে'র মধ্যে জমা দিতে হবে চূড়ান্ত স্কোয়াড। হাতে সময় একদমই সামান্য। আর্জেন্টাইন সাংবাদিক গ্যাস্টন এদুলের মতে, রোমেরোর চোট গুরুতর হলে তাদের রক্ষণভাগে যে শূন্যতা তৈরি হবে, তা অপূরণীয়।

নেইমারকে যে শর্ত দিলেন আনচেলত্তি

পোস্ট ডেস্ক : আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ সামনে রেখে ব্রাজিল দলে জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে এখনো টিকে আছেন নেইমার জুনিয়র। তবে তার জন্য স্পষ্ট শর্ত বেঁধে দিয়েছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

আনচেলত্তির মতে, বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেতে হলে আগামী দুই মাসে নিজের ফিটনেস ও পারফরম্যান্স প্রমাণ করতে হবে নেইমারকে। পুরোপুরি ফিট এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখাতে পারলেই কেবল ২৬ সদস্যের দলে জায়গা পাবেন ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এই তারকা।

দীর্ঘদিনের চোটের কারণে জাতীয় দলের বাইরে থাকা নেইমার ২০২৩ সালের অক্টোবরে হাঁটুর গুরুতর ইনজুরিতে পড়েছিলেন। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে আর দেখা যায়নি তাকে। বর্তমানে সান্তোসে খেললেও এখনো সেরা ছন্দে ফিরতে লড়াই করছেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি বলেন, 'নেইমার অসাধারণ প্রতিভা। সে আমাদের বিশ্বকাপ জেতাতে সাহায্য করতে পারে, এটা স্বাভাবিক ভাবনা। তবে তাকে দেখাতে হবে, সে এখনো সেই মানের খেলোয়াড়।'

তিনি আরো জানান, ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) এবং কোচিং স্টাফ নেইমারের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছে।

ফ্রান্সের বিপক্ষে সাম্প্রতিক ম্যাচে গ্যালারিতে সমর্থকদের মুখে নেইমারের নাম শোনা গেলেও আনচেলত্তি বিষয়টি গুরুত্ব দিতে চাননি।

বরং দলে থাকা খেলোয়াড়দের ওপরই আস্থা রাখতে চান তিনি।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে ব্রাজিল রয়েছে 'সি' গ্রুপে। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড।

সম্পদ ফিরে পাচ্ছেন ইরানের অধিনায়ক

পোস্ট ডেস্ক : ইরান নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক জাহরা ঘানবারির ওপর থেকে সব বিধি-নিষেধ তুলে নিয়েছে দেশটির বিচার বিভাগ। অস্ট্রেলিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার ঘটনায় তার যে সম্পদ ও স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, আদালতের নির্দেশে তা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত মার্চে। এএফসি নারী এশিয়ান কাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল ইরান দল।

ঠিক সেই সময়েই ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শুরু হয়। দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে জাহরাসহ দলের ছয় ফুটবলার ও এক কর্মকর্তা অস্ট্রেলিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেন।

তবে কয়েক দিন পরই মত বদলান জাহরা। চার সতীর্থকে নিয়ে গত ১৯ মার্চ ইরানের রাজধানী তেহরানে ফিরে যান তিনি।

বিমানবন্দরে তাদের বীরোচিত সংবর্ধনাও দেওয়া হয়।

ইরানের বিচার বিভাগীয় সংবাদ সংস্থা 'মিজান' জানিয়েছে, আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসায় ও নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করার পর আদালত জাহরার সম্পদ হস্তান্তরের আদেশ দিয়েছেন।

মাত্র দুদিন আগে ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলো একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। সেখানে যুদ্ধ শুরুর পর যারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

সেই তালিকায় অধিনায়ক জাহরার নামও ছিল।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিযোগ, বিদেশে খেলতে যাওয়া ক্রীড়াবিদরা যেন দলছুট না হন, সে জন্য তাদের পরিবারের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি বা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মতো কৌশল নেয় ইরান সরকার।

এ ক্ষেত্রে ফুটবলারদের মা-বাবাকে গোয়েন্দা সংস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে ইরান সরকার পাল্টা দাবি করেছে, অস্ট্রেলিয়াই ইরানি ফুটবলারদের তাদের দেশে থেকে যেতে প্ররোচিত করেছিল।

এশিয়ান কাপে প্রথম ম্যাচে জাতীয় সংগীত না গেয়ে কট্টরপন্থীদের তোপের মুখে পড়েছিলের ইরানের কয়েকজন।

২০৩০ বিশ্বকাপেও খেলতে চান রোনালদো!

পোস্ট ডেস্ক : পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো আবারও জানিয়ে দিলেন, বয়স কেবল একটি সংখ্যা মাত্র। ৪১ বছর বয়সেও আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়ার কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছেন না তিনি, বরং লক্ষ্য আরো বড়।

সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের অধিনায়ক ও স্ট্রাইকার রোনালদো জানিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে পর্তুগালের হয়ে খেলার ইচ্ছা এখনো অটুট। শুধু তাই নয়, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন আরো বড় চমকের।

২০৩০ বিশ্বকাপেও খেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি এই তারকা।

রোনালদো স্পষ্ট করেছেন, বয়স বাড়লেও তার ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা একটুও কমেনি। নিজের ফিটনেস ও পারফরম্যান্স নিয়ে আত্মবিশ্বাসী এই কিংবদন্তি মনে করেন, তিনি এখনো সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার সক্ষমতা রাখেন।

রোনালদো জানিয়েছেন, তিনি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান এবং যদি শারীরিকভাবে ফিট থাকেন ও গোল করা অব্যাহত রাখতে পারেন, তাহলে ২০৩০ বিশ্বকাপেও খেলার চেষ্টা করবেন।

এই বিষয়ে ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোনালদো ২০৩০ বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

ইতিমধ্যেই অসংখ্য রেকর্ড নিজের নামে করে নেওয়া রোনালদো যদি সত্যিই ২০৩০ বিশ্বকাপে খেলেন, তবে সেটি হবে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা।

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রেকর্ড প্রাইজমানি, বাংলাদেশ কত টাকা পাবে

পোস্ট ডেস্ক : ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে ২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো ১২ দল নিয়ে হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ। ইংল্যান্ডে টুর্নামেন্টের দামামা বাজতে বাকি আর দুই মাস।

এর আগে বিশ্বকাপের জন্য রেকর্ড প্রাইজমানি ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

টুর্নামেন্টের জন্য বাংলাদেশি মুদ্রায় সর্বোচ্চ ১০৭ কোটি ৭৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যা সর্বশেষ ২০২৪ বিশ্বকাপের চেয়ে ১০ গুণ বেশি।

বরাদ্দ বাড়ায় পকেট গরম হবে দলগুলোরও। সন্দেহাতীতভাবে সবচেয়ে বেশি টাকা পাবে চ্যাম্পিয়নরা। শিরোপাজয়ী দলের পকেটে ঢুকবে ২৮

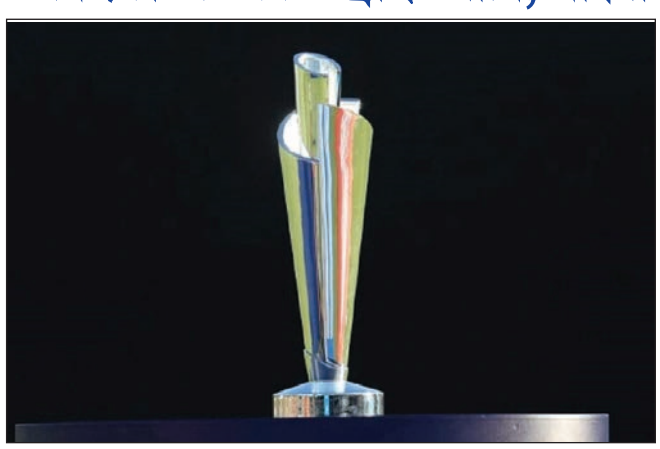

কোটি ৭৬ লাখ টাকা।

রানার্সআপ দল পাবে ১৪ কোটি ৩৮ লাখ টাকা।

সেমিফাইনালে যাত্রাপথ শেষ হওয়া প্রতি দল পাবে ৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা। গ্রুপ পর্বের প্রতি ম্যাচ জয়ে ৩৮ লাখ ৩০ হাজার টাকা পাবে দলগুলো।

তবে বিশ্বকাপে জয় না পেলেও খালি হাতে ফিরবে কোনো দল।

অংশ নিলেই কমপক্ষে ৩ কোটি ৪ লাখ টাকা ব্যাংক হিসাবে ঢুকে যাবে। সেই অনুযায়ী, বাংলাদেশ দলও বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে এই পরিমাণ অর্থ পাবে।

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসর শুরু হবে আগামী ১৩ জুন। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা।

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে ১৪ জুন। বার্মিংহামের এজবাস্টনে সেদিন নিগার সুলতানা জ্যোতি-মারুফা আক্তারদে প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা:

রমযানের আমল কীভাবে ধরে রাখবো?

- শায়খ আব্দুল কাইয়ূম

আল-হামদুলিল্লাহ। রমযান আসে এবং আমাদের জীবনের পরিবেশকে বদলে দেয়। আমরা রোজা রাখি, বেশি নামাজ পড়ি, বেশি কুরআন তিলাওয়াত করি, মসজিদ ভরে যায়, আর আমাদের অন্তরে এক সুন্দর অনুভূতি জন্ম নেয়। আমরা ঈমানের মাধুর্য অনুভব করি। আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যাই। কিন্তু রমযান শেষ হয়ে যায়, ঈদ চলে যায়, এবং আমাদের অনেকের মনে তখন প্রশ্ন জাগে: এখন কী হবে? এটাই আসল পরীক্ষা।

প্রতিবছর আমরা একই চিত্র দেখি এবং যদি সত্যি কথা বলি, নিজেকেও একই প্রশ্ন করতে হয়। রমযানে মসজিদগুলো পরিপূর্ণ থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কাতারগুলো ভরে যায়। কিন্তু রমযানের পরে সেই উদ্যম কমে যায়। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হতে থাকে। অনেকেই আগের মতো মসজিদে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেন । কেউ নামাজে অবহেলা করেন। কেউ কুরআন তেলাওয়াত ছেড়ে দেন। কেউ আবার পরবর্তী রমযানের অপেক্ষায় থাকে, যেন ইবাদত শুধু বছরের এক মাসের জন্য।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শুধু রমযানে ইবাদত করতে বলেননি। তিনি বলেন: "আর তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত (মৃত্যু) আসে।" (কুরআন ১৫:৯৯)। এর অর্থ হলো-রমযান শেষ হলেও ইবাদত শেষ হয় না। আল্লাহ শুধু রমযানের প্রতিপালক নন । তিনি শাওয়ালের রব, প্রতিটি মাসের রব, এবং সেই রব যাঁর কাছে একদিন আমাদের ফিরে যেতে হবে।

উলামারা বলেন, কোনো নেক আমল কবুল হওয়ার একটি লক্ষণ হলো-এর পরে বান্দা ভালো কাজে অব্যাহত থাকে। যদি রমযান কবুল হয়, তবে তার প্রভাব পরবর্তী মাসগুলোতে দেখা যাবে । হয়তো একই মাত্রায় নয়, কিন্তু ধারাবাহিকতায় । যদি সবকিছু হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এটি ভালো লক্ষণ নয়।

আল্লাহ বলেন: "তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে নিজের শক্ত করে কাটা সুতা আবার খুলে ফেলে।" (কুরআন ১৬:৯২)

কী গভীর উদাহরণ! একজন মানুষ পরিশ্রম করে মজবুত কোনো কিছু তৈরি করল, তারপর নিজ হাতে তা ধ্বংস করে দিল। আমরা কি তাই করি না-যদি রমযানে আল্লাহর সঙ্গে একটি মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলে ঈদের পর তা ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলি।

রমযানের পরে প্রথম যে জিনিসটি আমাদের রক্ষা করতে হবে, তা হলো সালাত । সালাত আমাদের এবং আল্লাহর মধ্যে সংযোগ। আমরা যদি নিয়মিত ও সঠিকভাবে নামাজ আদায় করি, তবে আমরা সংযুক্ত থাকব । আর যদি নামাজ অবহেলা করি, তবে যেন সেই সংযোগ কেটে যায়। কিয়ামতের দিন প্রথম যে আমলটির হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো নামাজ । যদি তা ঠিক থাকে, তাহলে বাকি আমলগুলোও ঠিক থাকবে। আর যদি তা নষ্ট হয়, তবে বাকি আমলগুলোও নষ্ট হবে।

তাহলে আমরা কীভাবে এতে অবহেলা করতে পারি? অনেকে রমযানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, কিন্তু রমযানের পরে তা কমিয়ে শুধু জুমা' বা "সময় পেলে" নামাজ পড়ে থাকেন । অথচ নামাজ এমন কিছু নয়, যা আমরা শুধু অবসর সময়ে করব। বরং আমাদের দিনের কাঠামোই হওয়া উচিত নামাজকে কেন্দ্র করে। এটি আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ।

আর আছে 'জামাত'। নবী (সাঃ) সেই ব্যক্তির জন্য কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন, যে বিনা কারণে মসজিদে আসা থেকে বিরত থাকে। এটি প্রমাণ করে যে, জামাতের নামাজ আদায় করা-বিশেষ করে পুরুষদের জন্য-কোনো গৌণ বিষয় নয়।

আমরা কেন এমন বড় পুরস্কারের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যাই? জামাতে নামাজ পড়লে আল্লাহ ২৫ থেকে ২৭ গুণ বেশি সওয়াব দেন। সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আল্লাহ জান্নাতে প্রতিদান প্রস্তুত করেন। প্রতিটি পদক্ষেপে একটি গুনাহ মাফ হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

এত বড় সওয়াব সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন অলস হয়ে যাই?

রমযানের পরে আমাদের উচিত কিছু না কিছু চালু রাখা-কিছু রোজা, কিছু কুরআন, কিছু ইবাদত, কিছু প্রচেষ্টা যাতে আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী থাকতে পারি। যদিও তা ছোট হয়, তবুও তা অব্যাহত রাখা জরুরি।

নবী ﷺ বলেছেন: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেইগুলো, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা সামান্য হয়।"

রমযানের পরে আমাদের এটাই দরকার-সবকিছু রমযানের মতো না হলেও, যেন পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে যায়। আমরা যা পারি তা চালিয়ে যাই, এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত ইবাদতে অটল থাকি।

আসল সফলতা হলো না যে আমরা এক মাস ইবাদত করে তারপর থেমে গেলাম। আসল সফলতা হলো-রমযান আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়, যাতে আমরা প্রতিটি মাসেই আল্লাহর পথে চলতে পারি।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা রমযানের পরেও ইবাদতে অব্যাহত থাকে। হে আল্লাহ, আমাদের সালাতকে হেফাজত করুন, আমাদের অন্তরকে আপনার সঙ্গে যুক্ত রাখুন, এবং আমরা যে ভালো কাজ গড়ে তুলেছি তা নষ্ট হতে দেবেন না। হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার আনুগত্যে স্থায়িত্ব দিন এবং ইসলামের উপর সুন্দর পরিণতি দান করুন।

আমীনএ আলহামদুলিল্লাহ, রমযান আসে এবং আমাদের জীবনের পরিবেশকে বদলে দেয়। আমরা রোজা রাখি, বেশি নামাজ পড়ি, বেশি কুরআন তিলাওয়াত করি, মসজিদ ভরে যায়, আর আমাদের অন্তরে এক সুন্দর অনুভূতি জন্ম নেয়। আমরা ঈমানের মাধুর্য অনুভব করি। আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যাই।

কিন্তু রমযান শেষ হয়ে যায়, ঈদ চলে যায়, এবং আমাদের অনেকের মনে তখন প্রশ্ন জাগে: এখন কী হবে?

এটাই আসল পরীক্ষা।

প্রতিবছর আমরা একই চিত্র দেখি-এবং যদি সত্যি কথা বলি, নিজেকেও একই প্রশ্ন করতে হয়। রমযানে মসজিদগুলো পরিপূর্ণ থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কাতারগুলো ভরে যায়। থাকে উৎসাহ, চেষ্টা, অঙ্গীকার। কিন্তু রমযানের পরে সেই উদ্যম কমে যায়। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হতে থাকে। কেউ কেউ আগের মতো মসজিদে আসা বন্ধ করে দেয়। কেউ নামাজে অবহেলা করে। কেউ কুরআন ছেড়ে দেয়। কেউ আবার পরবর্তী রমযানের অপেক্ষায় থাকে, যেন ইবাদত শুধু বছরের এক মাসের জন্য।

কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে শুধু রমযানে ইবাদত করতে বলেননি।

আল্লাহ বলেন: "আর তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিততা (মৃত্যু) আসে।" (কুরআন ১৫:৯৯)

এর অর্থ হলো-রমযান শেষ হলেও ইবাদত শেষ হয় না। আল্লাহ শুধু রমযানের রব নন। তিনি শাওয়ালের রব, প্রতিটি মাসের রব, এবং সেই রব যাঁর কাছে একদিন আমাদের ফিরে যেতে হবে।

উলামারা বলেন, কোনো নেক আমল কবুল হওয়ার একটি লক্ষণ হলো-এর পরে বান্দা ভালো কাজে অব্যাহত থাকে। যদি রমযান কবুল হয়, তবে তার প্রভাব পরবর্তী মাসগুলোতে দেখা যাবে। হয়তো একই মাত্রায় নয়, কিন্তু ধারাবাহিকতায়। যদি সবকিছু হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এটি ভালো লক্ষণ নয়।

আল্লাহ বলেন: "তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে নিজের শক্ত করে কাটা সুতা আবার খুলে ফেলে।" (কুরআন ১৬:৯২)

কী গভীর উদাহরণ! একজন মানুষ পরিশ্রম করে কিছু মজবুত তৈরি করল, তারপর নিজ হাতে তা ধ্বংস করে দিল। আমরা কি তাই করি না-যদি রমযানে আল্লাহর সঙ্গে একটি মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলে ঈদের পর তা ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলি?

রমযানের পরে প্রথম যে জিনিসটি আমাদের রক্ষা করতে হবে, তা হলো নামাজ। সালাত আমাদের এবং আল্লাহর মধ্যে সংযোগ। আমরা যদি নিয়মিত ও সঠিকভাবে নামাজ আদায় করি, তবে আমরা সংযুক্ত থাকব। আর যদি নামাজ অবহেলা করি, তবে যেন সেই সংযোগ কেটে যায়।

কিয়ামতের দিন প্রথম যে আমলটির হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো নামাজ। যদি তা ঠিক থাকে, তাহলে বাকি আমলগুলোও ঠিক থাকবে। আর যদি তা নষ্ট হয়, তবে বাকি আমলগুলোও নষ্ট হবে।

তাহলে আমরা কীভাবে এতে অবহেলা করতে পারি? অনেকে রমযানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, কিন্তু রমযানের পরে তা কমিয়ে শুধু জুমা বা "সময় পেলে" নামাজ পড়ে। অথচ নামাজ এমন কিছু নয়, যা আমরা ফাঁকা সময়ে করব। বরং আমাদের দিনের কাঠামোই হওয়া উচিত নামাজকে কেন্দ্র করে। এটি আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ।

আর আছে জামাআত। নবী ﷺ সেই ব্যক্তির জন্য কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন, যে বিনা কারণে মসজিদে আসা থেকে বিরত থাকে। এটি প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের সঙ্গে জামাআতে নামাজ আদায় করা-বিশেষ করে পুরুষদের জন্য-কোনো গৌণ বিষয় নয়।

আমরা কেন এমন বড় পুরস্কারের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যাই?

জামাআতে নামাজ পড়লে আল্লাহ ২৫ থেকে ২৭ গুণ বেশি সওয়াব দেন। সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আল্লাহ জান্নাতে প্রতিদান প্রস্তুত করেন। প্রতিটি পদক্ষেপে একটি গুনাহ মাফ হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

এত বড় সওয়াব সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন অলস হয়ে যাই?

রমযানের পরে আমাদের উচিত কিছু না কিছু চালু রাখা। কিছু রোজা, কিছু কুরআন তেলাওয়াত, কিছু ইবাদত, কিছু প্রচেষ্টা যাতে আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী থাকতে পারি । যদিও তা ছোট হয়, তবুও তা অব্যাহত রাখা জরুরি।

নবী (সাঃ) বলেছেন: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেইগুলো, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা সামান্য হয়।" রমযানের পরে আমাদের এটাই দরকার-সবকিছু রমযানের মতো না হলেও, যেন পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে যায়। আমরা যা পারি তা চালিয়ে যাই, এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত ইবাদতে অটল থাকি।

আসল সফলতা এই নয় যে, আমরা এক মাস ইবাদত করে তারপর থেমে গেলাম। আসল সফলতা হলো-রমযান আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়, যাতে আমরা প্রতিটি মাসেই আল্লাহর পথে চলতে পারি।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা রমযানের পরেও ইবাদতে অব্যাহত থাকে। হে আল্লাহ, আমাদের সালাতকে হেফাজত করুন, আমাদের অন্তরকে আপনার সঙ্গে যুক্ত রাখুন, এবং আমরা যে ভালো কাজ গড়ে তুলেছি তা নষ্ট হতে দেবেন না। হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার আনুগত্যে স্থায়িত্ব দিন এবং ইসলামের ওপর সুন্দর পরিণতি দান করুন। আমীন।

শায়খ আব্দুল কাইয়ূম : প্রধান ইমাম ও খতীব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার । জুমার খুতবা, ২৭ মার্চ ২০২৬।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Mahmood promises action against 'sham lawyers' abusing asylum system

Home Secretary Shabana Mahmood has promised that "sham lawyers" who facilitate abuse of the asylum system "will face the full force of the law".

It comes after a BBC investigation revealed how law firms and advisers are charging thousands of pounds to help migrants pretend to be gay in order to stay in the UK.

The Home Office is investigating the individuals highlighted in the BBC's reporting as part of a wider investigation prompted by officials noticing a growing trend of fake claims from people pretending to be gay.

However, the Conservatives said the system "must be totally overhauled" so only those facing real personal persecution are granted asylum.

The BBC has uncovered how migrants whose visas are due to run out are being given fake cover stories and instructed in how to obtain fabricated evidence, including supporting letters, photographs and medical reports.

They then apply for asylum claiming to be gay and in fear for their lives if they return to Pakistan or Bangladesh.

The UK's asylum process offers protection to people who cannot return to their home countries because they would be in danger, for example in countries like Pakistan and Bangladesh where gay sex is illegal.

But the BBC News investigation reveals the process is being systematically exploited by legal advisers extracting fees from migrants who want to stay in the country.

These are often people whose student, work or tourist visas have expired, rather than those who have just arrived in the country on small boats or through other illegal routes.

This group now makes up 35% of all asylum claims, which topped 100,000 in 2025.

Mahmood said: "Anyone abusing protections for people fleeing persecution over gender or sexual orientation is beyond contempt.

"Let me be clear: try to defraud the British people to enter or remain in the UK and your asylum claim will be refused, your support cut off, and you will find yourself on a one-way flight out of Britain.

"Sham lawyers facilitating this abuse will face the full force of the law."

The Solicitors Regulation Authority (SRA) said it was urgently following up with all the firms it regulated which were identified in the BBC's reporting.

Jonathan Peddie, executive director of investigations, enforcement and litigation at the SRA, said: "If we find evidence that anyone we regulate has acted in ways that contravene their duty to act legally and uphold the law, we will take action."

The Immigration Advice Authority, which regulates the sector, said it was assessing the evidence in the BBC's investigation and would pursue action against anyone found to be providing immigration advice illegally.

Labour MP Jo White, a member of the Commons home affairs select committee, called for the Home Office to stop issuing study

visas to people from Pakistan, as it did last month for people from Afghanistan, Cameroon, Myanmar and Sudan over what it said was widespread visa abuse.

Conservative shadow home secretary Chris Philp said the BBC's investigation "exposes the scam at the heart of many asylum claims" and the legal advisers identified "should be prosecuted for immigration fraud".

Liberal Democrat immigration and asylum spokesman Will Forster said the BBC's findings were "abhorrent", adding: "We need an asylum system that is fair, controlled and efficient. Not the shambles the Conservatives left us with."

He called on the government to urgently investigate how widespread the issue was.

Welcoming the BBC investigation, Reform UK leader Nigel Farage said: "There is an illegal immigration industry and there are many in the legal profession benefiting from this."

If Reform wins power, it has pledged to make facilitating a false asylum claim a "strict liability" criminal offence, meaning there would be no requirement to prove intent in prosecutions, which would be punishable by up to two years in jail.

Green Party leader Zack Polanski said: "It's disgusting to see these unscrupulous law firms taking advantage of people like this or taking advantage of a system like this."

He added that there was a wider issue of the government having "inconsistent policies", which create "perverse incentives for these kind of unscrupulous businesses and industries to pop up".

Aderonke Apata, who founded the African Rainbow Family charity, was granted asylum in the UK because she is a lesbian and could have faced the death penalty in Nigeria.

She said she was "appalled" by the BBC's findings, adding: "It dismisses the real struggle that we face as a community.

"And for genuine people who are seeking asylum and LGBTIQ people, this makes it extremely difficult for them to be able to be successful in their asylum claims."

The BBC has been contacted by several LGBT groups who said they had noticed an increasing number of people turning up to meetings who they suspect are making fake gay asylum claims.

Tom Guy, the founder of National Student Pride, said: "We've had people turning up... they take photos and they would leave. They weren't even staying for the event."

Human rights campaigner Peter Tatchell, whose foundation helps people secure asylum on LGBT grounds, said the vast majority of claims were genuine and had gone through "a rigorous criterion".

However, he told BBC Radio 4's World at One programme his foundation had been "swamped" by people from Pakistan claiming to be LGBT and seeking letters of recommendation.

Imran Hussain, from the Refugee Council charity, said it was "deplorable that unscrupulous advisers are exploiting desperate and vulnerable people for profit and those responsible must be held to account".

He added: "Every day in our frontline services we work with LGBTQ+ refugees from countries like Uganda and Pakistan who have faced imprisonment, violence and abuse simply for who they are, and who have come to Britain so they can live safely and openly.

"These kinds of abuses must not be used to undermine the credibility of people with genuine need for asylum."

Free After-School Club Launched at London Bangla Press Club

Staff reporter : A new community project designed to help young people succeed in their education was officially launched on Friday, 27 March 2026, at the London Bangla Press Club office in East London.

The programme, called the Free After School Club, is run by EastHands in partnership with the London Bangla Press Club, with funding from BBC Children in Need. Its aim is to support children and teenagers by providing study help, access to digital resources, and a safe, supervised environment.

The launch event was conducted by Press Club Secretary Akramul Hossain and chaired by President Barrister Tareq Chowdhury.

The programme will run every Friday evening until December 2026. Each session will offer study support, fun activities, internet access, and learning materials under the guidance of qualified tutors and staff. Organisers hope the club will “inspire minds and build futures.”

Parents interested in enrolling their children are encouraged to contact the organisers soon, as spaces are expected to fill quickly.

Bringing the NHS to your community the Service Access roadshow on tour

Touring 15 different locations across the country, the NHS Service Access roadshow has been supporting individuals and communities to take control of their health, sharing information about the different ways you can access NHS services quickly, easily, and on your terms. For example, visiting your local Pharmacy for a minor illness, contacting NHS 111 for urgent medical help, sending symptoms and requests through your GP surgery's website, or using the NHS App to access essential health services from your phone.

The NHS has reached over 10,000 people with the roadshow so far, across cities and towns including London, Birmingham, Manchester and Leicester, answering their questions and helping them understand which NHS services are the most appropriate to use when they or someone they know has a medical concern.

One of the recent roadshow locations was Hey Gorgeous, a national event for the South Asian community. Zamiha Desai, who organised the event said: "We're proud to have had the NHS Service Access roadshow at our event. Getting out there to meet communities where they naturally come together is so important, and the conversations are helping people take control of their

health by learning more about the NHS services that are available to them."

Hey Gorgeous saw 5,000 people gather to shop and socialise. Alongside the event, many had questions about NHS services, with over 90% of those surveyed finding the information provided useful.

Over 500 people have been helped to download the NHS App at the roadshows, with many more being shown more about how to use it - for example to request repeat prescriptions with just a few taps on their phone, and to turn on notifications to get reminders about appointments.

GP Dr Jyoti Sood, who has expressed her support for the roadshows, said: "We all want to feel at our best and spend more time doing the things we love; so being in control of our health is important, but people need to know how and when to use the NHS services that are available to them. The NHS roadshow is ensuring that we reach the community where they are, so they're armed with the information they need, ready for the next time they need medical support."

Visit NHS services - NHS for more information about the range of NHS services available to help you take control of your health.

CHAMPIONS!
London Enterprise Academy Girls Soar to Tower Hamlets Badminton Glory

By Emdad Rahman

London Enterprise Academy girls etched their names into local sporting history as they were crowned champions at the Tower Hamlets Badminton Tournament 2026, capping off a season defined by participation, dedication, energy and unwavering commitment.

From the opening serve to the final point, the team displayed a blend of composure and competitive spirit that set them apart.

For Shiba, Sanjida, Suraia, Amira and Munni, each match reflected hours of training, resilience under pressure, and a collective belief that success was within reach.

The journey to the title was not just about winning rallies, but about building confidence, trust and a shared identity.

The tournament itself brought together some of the borough's strongest teams, creating a vibrant and challenging environment.

Yet London Enterprise Academy rose to the occasion, with standout performances across singles and doubles fixtures.

Sharp footwork, tactical awareness and clear communication proved decisive, particularly in tightly contested matches where margins were slim.

Highlights included a series of commanding wins in the group stages, followed by a gripping semi final that tested both skill and nerve. In the final, the team delivered a composed and clinical performance, sealing victory in style and sparking celebrations among players, staff and supporters.

Beyond the medals and trophies, this achievement reflects the school's wider ethos of combining sport with education.

At London Enterprise Academy, sport is a platform to inspire, raise aspirations and to nurture discipline, teamwork and self belief. The badminton team's success stands as a powerful example of what can be achieved when students are supported to grow both academically and physically.

The dedication they showed

throughout the season was there for everyone to see on the day.

Team coach Jahangir Rahman praised the efforts of the team, "Our focus was always on effort, discipline and belief. The girls trusted the process, supported each other and played with heart. Seeing them grow in confidence and lift the trophy today is incredibly proud moment for all of us."

Head teacher Ashid Ali praised the team's efforts, saying, "This is a fantastic achievement for our students and a proud moment for the whole school community. Their commitment, resilience and teamwork have been outstanding. They have shown what is possible when determination meets opportunity, and they are an inspiration to others across the academy."

As the celebrations continue, the legacy of this გამარჯვ victory will endure, motivating future students to pick up a racket, step onto the court and believe in their potential.

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
S7, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."

TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1081 ◆ Friday 17April - Thursday 23 April 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন ব্রিটিশ রাজদম্পতি

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটেনের রাজা হিসেবে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরে যাচ্ছেন তৃতীয় চার্লস। রানি ক্যামিলাকে সঙ্গী করে এ মাসের শেষে এই সফরে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা আরো জোরদারের বার্তা দেওয়া হবে।

এবিসি নিউজের প্রতিবেদনে জানানো হয়, রাজ দম্পতি আগামী ২৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাবেন। ২০১৮ সালের পর রাজা তৃতীয় চার্লসের এটাই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর।

সে সময় তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ. বুশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন।

এবার সফরের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ রাজা নিউইয়র্ক এবং ভার্জিনিয়াড়এই দুই অঙ্গরাজ্যের পাশাপাশি ওয়াশিংটন ডিসি সফর করবেন। হোয়াইট হাউসে একটি রাষ্ট্রীয় নৈশভোজ এবং আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উদযাপনে অংশগ্রহণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বাকিংহাম প্যালেসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'এই সফর দুই দেশের অভিন্ন ইতিহাসকে তুলে ধরার সুযোগ দেবে। পাশাপাশি অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সংস্কৃতিতে যে বিস্তৃত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা তুলে ধরা হবে। এ ছাড়া দুই দেশের মানুষের গভীর বন্ধন ও যোগাযোগের বিষয়গুলো সামনে আসবে।'

এই সফর নিয়ে গত ৩১ মার্চ নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, 'রাজাকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি। তার সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য অপেক্ষা করছি। এটি দারুণ হবে!'

সফরের শুরুতে রাজা তৃতীয় চার্লস ও রানি ক্যামিলা ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের সঙ্গে চা-চক্রে অংশ নেবেন। থাকবে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা, সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন, দ্বিপক্ষীয় বৈঠক এবং হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজ।

ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে রাজা তৃতীয় চার্লস কংগ্রেসে ভাষণ দেবেন। বাকিংহাম প্যালেসের তথ্য অনুযায়ী, কোনো ব্রিটিশ সম্রাট হিসেবে এটি হবে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার দ্বিতীয় ঘটনা। এর আগে প্রায় ৩০ বছর আগে প্রথমবারের মতো এমন ভাষণ দিয়েছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

চার্লস ও ক্যামিলা নিউইয়র্ক সিটিতেও যাবেন। সেখানে ৯/১১ হামলার ২৫ বছর পূর্তিতে --১৭ পৃষ্ঠায়

লুৎফুর ও এসপায়ার পার্টিকে নির্বাচিত করুন : জেরেমি করবিন এমপি

লন্ডন, ১৩ এপ্রিল: ইয়রস পার্টির পার্লামেন্টারী লিডার ও লেবার পার্টির সাবেক লিডার রাইট অনারেবল বৃটিশ এমপি জেরেমি করবিন বলেছেন, লুৎফুর রহমান টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উন্নয়নে বিগত চার বছরে অনেক কাজ করেছেন ও পরিবর্তন এনেছেন। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে আগামী ৭ই মে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে মেয়র পদে পুনরায় লুৎফুর রহমান ও এসপায়ার পার্টিকে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি লুৎফুর রহমানের দক্ষ লিডারশিপ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য লাভের প্রশংসা করে লুৎফুর রহমানের প্রতি পূর্ন সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

গত ১২ই এপ্রিল রবিবার বিকাল ৬টায় পূর্ব লণ্ডনের মারডেল স্ট্রীটস্থ একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এসপায়ার পার্টির মেয়রেল লন্চিং অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যযে উপরোক্ত কথা বলেন।

কাউন্সিলার সাঈদ আহমদ ও এসপায়ার মেম্বার মিনারা উদ্দিন (মেঘনার) যৌথ প্রাণবন্ত পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো বক্তব্য রাখেন -লেষ্টারের সাবেক এমপি ক্লাউডিয়া উইবিয়া, বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা ওয়েমেন বেনেট, রোমা কমিউনিটির নেত্রী ডানিয়েলা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, সোমালী --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনের ইমামের বিরুদ্ধে সিলেটে পর্নোগ্রাফি মামলা নিয়ে তোলপাড়

সিলেট অফিস : একটি পর্নোগ্রাফি মামলা। তোলপাড় সিলেট ও লন্ডনে। মামলার আসামি লন্ডনের ডেগেনহাম মসজিদের ইমাম শাকির আহমদ। তার পিতা মাওলানা মঞ্জুরুল আলমও সিলেটের একজন স্বনামধন্য ইমাম। সিলেটে বেড়াতে আসা হাফেজ শাকির আহমদকে ওই পর্ণোগ্রাফি মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চারদিন ধরে তিনি কারাগারে। লন্ডনে থাকা স্বজনরা হাফেজ শাকিরের মামলা ও গ্রেপ্তার নিয়ে নেট দুনিয়ায় সরব। তাদের দাবি- হাফেজ মাওলানা শাকির আহমদকে টাকার লোভে একটি চক্র ফাঁসিয়েছে। অন্যদিকে বাদীপক্ষ দাবি করেছে- তাদের অভিযোগ সঠিক। পুলিশ মামলা রেকর্ড করে আসামি গ্রেপ্তার করলেও নিরপেক্ষ তদন্তের উপর জোর দিয়েছে। ভার্চুয়ালি চলছে তদন্ত। হাফেজ শাকির সুবহানীঘাট এলাকার মৌবন আবাসিক এলাকার ৬৭-১ নং বাসার বাসিন্দা। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন- পিতা মাওলানা মঞ্জুরুল আলমের সঙ্গে ২০০৭ সালে শাকির আহমদ লন্ডনে যান। ওখানেই পড়ালেখা করেন। বিয়েও করেছেন লন্ডনে। তিনি তিন সন্তানের জনক। ২০১৪ ও ২০১৯ সালে দু'বার দেশে এসেছিলেন।

তিনি লন্ডনের ডেগেনহাম মসজিদের ইমামের পাশাপাশি ওখানকার একটি বাঙালি কমিউনিটি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকও। তিনি ওখানে চ্যারেটি ফান্ডের টাকা তুলে সিলেটের অসহায় মানুষের মধ্যে তার পরিবারের লোকজনের মাধ্যমে বিতরণ করেন। কমিউনিটির কাছে সমাদৃত ব্যক্তি। এবার ঈদ পালনে রমজানের শেষদিকে --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে ৬৪৭৬ জন 'ভুয়া' মুক্তিযোদ্ধা বাদ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট এবং ভারতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অমুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে সরকার। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা গেজেট, লালমুক্তিবার্তা এবং ভারতীয় তালিকা থেকে মোট ৬ হাজার ৪৭৬ জনের নাম বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান।

বুধবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে রংপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আখতার হোসেনের করা লিখিত প্রশ্নে এ তথ্য জানান মন্ত্রী। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জানান, অমুক্তিযোদ্ধা শনাক্তকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, অনেক অমুক্তিযোদ্ধা ভুয়া তথ্যের মাধ্যমে ভারতের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যাচাই-বাছাই শেষে তাদের বিষয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ২০২৪ সালের আগস্ট মাস থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৮৪২টি অমুক্তিযোদ্ধা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে তদন্ত শেষে ৪৮১ জনের গেজেট, লাল মুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকা বাতিল করার চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে জামুকা'র উপকমিটি তদন্ত ও শুনানি পরিচালনা করে। অমুক্তিযোদ্ধা প্রমাণিত হলে সাথে সাথেই --১৭ পৃষ্ঠায়

১৫ বছরে সবচেয়ে বড় ছাঁটাইয়ের ঘোষণা বিবিসির

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম বড় সংবাদ সংস্থা বিবিসি বড় আকারে কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে। শিগগিরই প্রায় ২০০০ জন কর্মী চাকরি হারাতে পারেন বলে জানাচ্ছে দ্য গার্ডিয়ান। এটি গত ১৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছাঁটাই হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সংস্থাটির মোট কর্মী সংখ্যা প্রায় ২১ হাজার ৫০০। এর মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ কর্মী এই সিদ্ধান্তে চাকরি হারাতে চলেছেন। বুধবার এক বৈঠকে কর্মীদের এই তথ্য জানানো হয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

ভয়াবহ মন্দার ঝুঁকিতে বিশ্ব অর্থনীতি: আইএমএফ

পোস্ট ডেস্ক : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্য অব্যাহত থাকে, তবে বিশ্ব অর্থনীতি ভয়াবহ মন্দার ঝুঁকিতে পড়বে। 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক' রিপোর্টে একথা বলেছে আইএমএফ।

বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিকে অত্যন্ত নাজুক উল্লেখ করে আইএমএফের রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি বছর তেল, গ্যাস ও খাদ্যপণ্যের দাম চড়া থাকবে, এমনকি আগামী বছরও একই অবস্থা থাকতে পারে। ২০২৬ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশের নিচে নেমে যেতে পারে বলে আইএমএফের রিপোর্টে আশঙ্কা করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিকে ১৯৮০ সালের পর পঞ্চম বৈশ্বিক মন্দার ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছে আইএমএফ, যার সর্বশেষ একটি রূপ দেখা যায় করোনা মহামারির সময়।

গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বিশ্ব অর্থনীতি নতুন করে হুমকির মুখে পড়েছে। বিশেষ করে পণ্য পরিবহনে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ --১৭ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিকদের বৈশাখী আড্ডা

স্টাফ রিপোর্টার: লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্যদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে আনন্দ, হাসি আর গানে উদযাপিত হলো বাংলা নববর্ষ। বিলেতে বসবাসরত বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিল বৈচিত্র্যময় আয়োজন-পুঁথি পাঠ, যাত্রাপালা, আবৃত্তি, বাউল গান এবং বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় গান।

সাঈম চৌধুরী ও সালেহ আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সৈয়দ নাহাস পাশা। গান, গল্প ও আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশ নেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহিব চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, উদয় শঙ্কর দাস, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তারেক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হোসেন, হামিদ মোহাম্মদ, সৈয়দ আনাস পাশা, জাকি রেজোয়ানা আনোয়ার, উর্মি মাজহার, মাসুদ খান বাউল শহীদ, মোস্তফা কামাল মিলনসহ আরও অনেকে। --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk